বিনোদিনী।

১ম খণ্ড। মাসিক পত্রিকা। সন ১২৮২।

বিনোদিনী।

বিনোদিনী নামে আমার একটি অল্পবয়সী আত্মীয়া আছে। তাহাকে আমি বড় ভাল বাসি। আমাদের বাড়ীর কাছে বিনোদিনীর বাপের বাড়ী; বিনোদিনী পিত্রালয়েই বাস করে। তাহার বয়স ষোল বৎসর। বিনোদিনীর মত মেয়ে আমি কখন দেখি নাই; আমি কি দেখিয়াছি, তা নয়, পুরুষেরা বলেন যে স্ত্রীলোকের অনেক দেখিয়াছে· ·নেক শুনিয়াছেন, কথাটা সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাঁহারাও যে কখন বিনোদিনীর মত কোন মেয়ের কথা বুঝিয়াছিলেন, এমনও আমি শুনি নাই। বিনোদিনী অসামান্যা বালিকা। আমাদের পল্লীগ্রামের গৃহস্থের মেয়ে ছেলেকে সংসারের সকল কাজই করিতে হয়; বিশেষ বিনোদিনী পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা, সুতরাং সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কর্ম্মই প্রথামত বিনোদিনীর ··র পড়িয়াছে। কুল-বধূগণ অনেক সময় লজ্জার দোহাই দি·· অনেক কাজ হইতে

অব্যাহতি পান, বিনোদিনী 'ঝিউড়ি,' তাহার সে সুবিধাও নাই। তাহাতে বিনোদিনী, পুরুষদের সম্মুখ দিয়া যাইতে বা পুরুষে সঙ্গে কথা কহিতে, যে, কিছু লজ্জা আছে, তাহা একেবারে জানে না। বিনোদিনী আমার গ্রাম সম্পর্কে ছোট ননদ তাহাতেই আমি তাহাকে তাহার এই স্বভাব উপলক্ষ করি কখন কখন 'বেহায়ী বিনোদী' বলিয়া ডাকি;—সে সমানে উত্তর দেয়, কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না, বরং আমি অপ্রতিভ ...শ বলিলাম, "পোড়ার মুখী! পুরুষদে ...ঠাৎ অমন করিয়া বাহির হও, তোমার একটু লজ্জা হয় না?" বিনোদিনী উত্তর করিল;—"আমি যদি পুরুষদে সম্মুখে বাহির না হই, তাহা হইলে বাবাকে বা দাদাকে কে পরিবেশন করিবে?" আমি এই কথার সরলতায় মুগ্ধা হই লাম বটে, কিন্তু আমার মর্ম্মে আঘাত লাগিল——বিনোদিনী বালবিধবা।

বিনোদিনী সংসারের সকল কাজই করিত; অথচ প্রতি বেশিনী সকলকে লুকাইয়া কাজ করিতে ভাল বাসিত। বিনোদিনী তাহাদের খিড়কীর পুকুরে চাল ধুইতে গেছে, এমন সময় কোন প্রতিবেশিনী স্নানার্থ অপর পারে অবগাহন করিল বিনোদিনী তণ্ডুলপাত্র পশ্চাতে রাখিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে—যাবজ্জীবন কথা কহিবে, উঠিবে না; সে যেন বাঁড়ুয্যে বাড়ীর অতিথি, কোন কাজ করেও না, কেহ করিতে বলেও না অথচ সকল কাজই করে।

এদিকে আবার বিনোদিনী মুখরা। বিনোদিনী, বিবাহ বাসরে বড়াই। বাসর ঘরে যে কয় জন শাশুড়ী বেনামী

করিয়া বসিয়া থাকিবে, বিনোদিনী অগ্রে তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় বরের কাছে প্রদান করিবে। বরের মাতৃনাম, চুপী চুপী শাশুড়ীদের কাণে কাণে বলিয়া দিবে, আব শাশুড়ীদের প্রত্যেকের মায়ের নাম, মুখ ফুটিয়া বরের কাছে বলিয়া দিবে। শালী শালাজদিগের মধ্যে, যাহাদের স্বামীরা ওকালতী করেন, বরের কাছে তাহাদের সেই সেই বাগ্মী স্বামীর পরিচয় অগ্রে প্রদান করিবে। যাহারা ডাক্তারি করেন, তাহাদের পরিচয় পরে দিবে। আর যাহারা কেরাণীগিরি করেন, তাহাদিগকে তাহাদের স্ত্রীর সপত্নী বলিয়া পরিচয় দিবে, এই রূপ ভাবে বলিবে;——"এই দেখিছেন আমার চন্দ্রমুখী ভগিনী, ইহাঁর সপত্নীর নাম, যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। যদি অভাগা বর, এ সকল কথা না বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ, সেই বাসরের বর কন্যার নাম করিয়া বুঝাইয়া দিবে; বলিবে, "এই যেমন আমাদের ফুলকুমাবী, তার আজি একটি সতীন হইলে তুমি, ভৈরবচন্দ্র বটব্যাল।" বড়াল বড় অধোবদন হইবে, বিনোদিনী সেই অবকাশে সতীনের ছড়া আওড়াইতে থাকিবে। বলিবে

"সতীনে সতীনে পীরিতি হয়,
মাণিকে রতনে জড়িত রয়।"

বিনোদিনীর স্বভাব এই রূপ।

এদিকে বিনোদিনী বড় অভিমানিনী। কিন্তু সে অভিমানের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। পিতার উপর অভিমান কবিয়া, দাদার কাছে নালিশ করে, দাদার উপর অভিমান করিয়া সেই দাদার গৃহিণীর কাছে নালিশ করে, আবার মাতার উপর অভিমান

করিয়া পিতার কাছে যায়, বৌয়ের উপর রাগ করিয়া দাদার কাছে যায়। সে অভিমান, প্রখর, গরগর, অথচ তাহার নিয়ম নাই, ছন্দ নাই। বিনোদিনী অভিমানে কাঁদে, কিন্তু কখন কাহার সম্মুখে কাঁদে নাই। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীর উত্তরের ঘরের দ্বার দিনের বেলা বন্দ দেখিলেই বুঝিতে হইবে, যে বিনোদিনী গোষা করিয়াছে। কিন্তু সে কতক্ষণ থাকিবে? অর্দ্ধ দণ্ডও থাকিবে না। বিনোদিনী অল্পক্ষণ পরে আরক্ত চক্ষুতে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে, জবাপুষ্পের গ্রন্থিযুক্ত মালতী মালার ন্যায় বাহিরে আসিবে; জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, "আমি কাঁদিতে-ছিলাম" অথচ কখন কাহারও সম্মুখে অশ্রুপাত করিবে না। এই রূপ বিনোদিনীর অভিমান।

এই বাল-বিধবা সুকণ্ঠে সঙ্গীত করিতে পারে। তখন, সে হাসিতেছে, কি কাঁদিতেছে, কাহাকে ভর্ৎসন করিতেছে, কি নিজে অক্ষেপ করিতেছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারিনা বলিয়াই আমি বিনোদিনীকে বড় ভাল বাসি। আমাদের এই পল্লীগ্রাম যখন প্রান্তর-ব্যাপিনী বৃষ্টি ধারায় পরি-পূরিত হয়, ঘোর রাবে গগনে দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে থাকে, চকিতা চপলা চারিদিক হইতে চাহিতে থাকে, তখন বিনোদিনী আমাদের পিঁড়ীতে বসিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে সকল স্তব্ধ করিয়া তুলে, তখন তাহার শিরে শিরে কেশে কেশে যেন ঝঙ্কার দিতে থাকে, আমি মোহিতা হইয়া যাই; যে দিন তাহাদের বধূ সেখানে থাকে, সে ভীতা হয়, আমার অতি নিকটে আসিয়া বসে ও এক দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখপানে চাহিয়া থাকে। কুহকী বিনোদিনীর কি মোহিনী শক্তি আছে।

সেই বিনোদিনীর নামানুকরণে আমি আমার এই বিনো দিনীর নাম করণ করিলাম।

অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজের জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম করণ সময়ে জমদগ্নি ঋষির পুত্র পরশুরাম অদ্বিতীয় বীর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সংগ্রাম কুশল, বিশাল বিক্রম, সুধীর, শান্ত, তেজস্বী ও রূপবান্। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মহিষী কৌশল্যা স্বীয় পুত্রের নাম 'রামচন্দ্র' রাখেন। তাহার পর কৌশল্যা শুনিয়াছিলেন, যে পরশুরাম পিতৃ আদেশ পালনার্থ মাতৃ হত্যা করেন। পরে শ্রীরাম চন্দ্র যখন পিতৃ সত্য পালনার্থ বনে গমন করেন, তখন রোরুদ্যমানা কৌশল্যার সেই কথা স্মরণ হইল। তিনি তখন বলিলেন "বৎস রামচন্দ্র! তুমি যে পিতৃ আদেশ পালনার্থ বনে গমন করিতেছ ও তাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, ইহা তোমার দোষ নহে আমার দোষ। আমি অভাগিনী বড় আশা করিয়াই তোমার নাম রাখিয়াছিলাম; পরশুরাম যে পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা করিয়াছেন, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না তাহা হইলে আমি এমন অলক্ষণে রাম নাম কখন মুখে আনিতাম না; আজি আমি রাম নামের ফল বুঝিলাম, আমি তোমায় আর অনুযোগ করিতে চাহি না।"

আমার মনে হইতেছে কৌশল্যার মত হয ত আমাকে "বাছা তোরে কেন বিনোদিনী নাম দিয়াছিলাম" বলিয়া রোদন করিতে হইবে।

আমার এই অদ্য প্রসূতা বিনোদিনী কি বঙ্গের বাল-বিধবা হইবে? এ দুঃখ আমি মনেও স্থান দিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা

করিলাম, আমার প্রতিবেশিনী সহচরীর নামে যখন এই বালার নাম করণ করিলাম, তখন, ভাল হউক, মন্দ হউক, ইহাব কখন বিবাহ দিব না। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার বিনোদিনী যেন চির-কৌমার্য্যে এই বঙ্গ ভূমিতে হাসিয়া, কাঁদিয়া, নাচিয়া, কুঁদিয়া, গাইয়া, ধাইযা বেড়ায়। বিনোদিনী চির কুমারী বহুক, স্ফূর্ত্তিই ইহার মাধুরী হউক এবং সরলতাই ইহার চাতুরী হউক!

বাঙ্গালির জ্ঞানালোক।

১

পতঙ্গ উড়িতে ছিল আপনার মনে,
ঈষৎ বাতাস ঘায়, ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা যায়,
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধাও গগনে।
নবীন পাখার জোরে, যেথানে সেথানে ফিরে,
বাধা নাই, কেহ তারে দেখে না নয়নে।
নাহি জ্ঞান, নাহি ভয, নাহি দুঃখ সুখোদয়,
নাহি হিতাহিত বোধ প্রাণের কারণে!
হঠাৎ দীপের শিখা, দেখি, পুনঃ দিল দেখা,
(সুন্দর সুখাদ্য আলো) ভাবি মনে মনে,
পড়িল পতঙ্গ ওই দীপের আগুনে!

২

দরিদ্র অবোধ ওই বাঙ্গালি সন্তান!
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায়, উড়ে অতিধীর বায়
—ভূমে পড়ি মূর্চ্ছা যায় আবার অজ্ঞান—

উঠি ক্ষণকাল পরে, চাঁদ ধরিবার তরে
উঠিল আকাশ পরে, পতঙ্গ সমান ;
ভূলোকে আলোক দেখি নির্ব্বোধ অন্তরে সুখী !
জানেনা সুখের আলো অগ্নি দহে প্রাণ !
পড়িলে উহার মাঝে, আর কিরে রক্ষা আছে ?
তথাপি না মানে বাধা, হারাতে পরাণ !
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায় বাঙ্গালি সন্তান !—

৩

দিল ঝাঁপ অনলেতে কে ধরে উহাকে ?
বিষম ঝটিকা ভরে শাখার পল্লব ছিঁড়ে
উড়ে যায়, কেবা তারে চক্ষু মিলি দেখে ?
বনের পল্লব হায় ! দেখিতে কে চাহে তায় ?
উড়ে যায়, কোথা যায়, কে সুধায় কাকে ?
কে আর যতন করে, যায় তায় ধরিবারে
যবে পত্র বারিধির মধ্যে ঊর্দ্ধ থেকে
সমীরের মৃদুতায়, তরঙ্গে ডুবিতে যায়,
শূন্য থেকে থেকে থেকে পড়ে অধোমুখে
নীল জলরাশি মধ্যে আবর্ত্তের পাকে ?

৪

বিধিরে ! তিমিরে বঙ্গ ডুবাও আবার !
নিভাও জ্ঞানের বাতি, জ্বলন্ত বিজ্ঞান ভাতি
হৌক ম্লান, ধর্ম্ম নীতি হৌক ছারখার !
হৌক অন্ধ ! কেন আর তৃণরাশি দহিবার
তরে অগ্নি আবিষ্কার কর পুনর্ব্বার ?

অতল সাগর জলে, স্মৃতি ডুবাইয়ে ফেলে,
যদি শিখেছে, ভুলাও রে! কেন বা আবার
গণিত, বিজ্ঞান দেখে, কবি কাব্য ছাই লেখে,
কেন মানসিক চিন্তা? কি ফল তাহার?—
ইতিহাস তর্কশাস্ত্র, কেবল দুঃখের অস্ত্র
কেবল বিষাদ পূর্ণ কেবল অসার!
দেখিলে ওসব হায়! দুখে বুক ফেটে যায়!
মনে পড়ে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের সংসার!
উথলে অমনি হায়! দুঃখ পারাবার!

৫

ভাইরে! পড়ে কি মনে পূর্ব্বের গৌরব;—
বল, বীর্য্য, জ্ঞান, নীতি, বিচার বিতর্ক শক্তি,
তেজপূর্ণ সৌম্যাকৃতি দেবতা দুর্ল্লভ!
শত্রু-ত্রাস অসি চর্ম্ম, ভীম ধনু লৌহ বর্ম্ম
বিজয় পতাকা, ধর্ম্ম, বীরত্ব, বৈভব!
সিংহনাদ হুহুঙ্কার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা আর,
সত্য নিষ্ঠা! সহিষ্ণুতা কোথায় সে সব?
যত দেখ যত শিখ, সেরূপ ত হবে নাক,
তবে কেন কথা পুনঃ? হওরে নীরব!
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, তাই পুন উগারিয়ে,
আপনি আপনা ভুলে করিছ গৌরব!
আগুণে পুড়না আর, তপস্যা করহ সার,
তপোবলে বহ্নিক্রীড়া হইবে উৎসব;
তা হলে পেতেও পার পূর্ব্বের বৈভব!

———

দিগম্বরের অতিথি-সেবা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আমার বাড়ী এসো যাদু! তোমায় দিব ভালবাসা।"

দিবা দুই প্রহর; চৈত্র মাসের খরতর রৌদ্র! রৌদ্রের
াপে ওড়গ্রামের ছায়াবারিশূন্য চতুঃক্রোশী প্রান্তর ধূ ধূ করিয়া
তেছে! প্রান্তর জনপ্রাণীশূন্য, নীরব, অনিবিড় বাষ্পময়'
্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের গ্রামবসতি মা
া যায় না। যে দিকে তাকাও সমুদ্রবৎ অনন্ত।

এই সময়ে প্রান্তর মধ্যে একখানি পাল্কী বরাবর দক্ষিণ
আসিতেছিল। কোথাকার পাল্কী, কাহার পাল্কী, কোথায়
বে, এই সকল জানিবার জন্য এক ব্যক্তি কাতলাদীঘীর
তলায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে শিবিকা কাতলা-দীঘী গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইল।
কেরা পিপাসা, পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়াছিল, বরাবর কাতলা-
ার বটতলায় আসিয়া শিবিকা নামাইল।

প্রতীক্ষাকারী ব্যক্তি শিবিকা নামাইতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে
টে আসিল; দেখিল শিবিকারোহী ব্যক্তি একজন বঙ্গ-
ীয় যুবা পুরুষ। যুবা, সুশ্রী, সতেজ ও বলিষ্ঠ! মুখমণ্ডল
খিলে বোধ হয়, যুবা একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন গম্ভীর
ষ। বৃক্ষতলচারী ব্যক্তি, যুবার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সহসা ভদ্রা-
প করিতে সাহস পাইতেছিল না; অথচ আলাপ করিবার জন্য
হার মনোমধ্যে বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শিবিকারোহী
ক অগ্রে কথা কহিলেন। বলিলেন "আপনি কি এই গ্রামের?"
বৃক্ষতলচারী ব্যক্তি উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ! আমি এই গ্রামের।

আপনার কোথা হইতে আসা হইল?" শিবিকারোহী বলি
" পশ্চিম দেশ হইতে।" "আপনি কি পশ্চিমে কর্ম্ম করে
"হাঁ আমি পশ্চিমে কর্ম্ম করি।" " মহাশয়ের নিবাস?" " আ
নিবাস সুতানুটী গোবিন্দপুর " " মহাশয়ের নাম?" " প্রস
মুখোপাধ্যায়।" যুবা বেশী কথা কহিতে ভাল বাসিতেন
তাঁহার অদৃষ্ট ক্রমে আজ তাহাই ঘটিয়াছে। বারম্বার নানা
করায়, প্রসন্ন বাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে
কারীর কোন কথায় অনাদর করিলে, নিজের নম্রতার হানি
এজন্য কি করেন, সকল কথারই সরলভাবে উত্তর দিয়া যাই
ছিলেন। ফলতঃ মনে মনে কহিতেছিলেন " ছি! পল্লীগ্রা
লোকগুলার এই বড় দোষ।" আলাপকারী ব্যক্তি প্রসন্ন বাবুর স
বাহ্যভাব কিছুই জানিতে পারে নাই। সে আবার কহিল "ম
শয়ের আহারাদি কি হইয়াছে?" প্রসন্ন বাবু বলিলেন "জল খ
য়াছি।" আলাপকারী বলিল " আমরা ব্রাহ্মণ, বাটীতে অতি
সেবা আছে, অতিথির জন্যই এই দুই প্রহর বেলায় এখান পর্য
আসা, যদি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দীনের বাটীতে পদা
করেন, তাহা হইলে—" ইহা কহিয়া প্রসন্ন বাবুর মুখপানে চাহি
রহিল। প্রসন্ন বাবু ভাবিলেন " মন্দ কথা নহে, ভদ্রলোক, ব্রাহ্ম
অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, আমাদেরও এখানে
হউক, আর স্থানান্তরেই হউক, বাসা না করিলে আর চলে ন
বাহকেরা বারম্বার "যাইতে পারি না" বলিয়া আপত্তি করিতেছে
তবে ক্ষতিই কি? পরে কহিলেন " এ গ্রামের নাম কি?
দিগম্বর বলিল, " আজ্ঞে এ গ্রাম কাতলা-দীঘী," প্রসন্ন বা
পুনর্ব্বার বলিলেন " আপনার নাম?" " আমার নাম দিগম্বর

শর্ম্মা, আমাদের কুলীনে করণ কারণ।” প্রসন্ন বাবু কহিলেন “তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার বাটী এখান হইতে কতদূর হইবে?” দিগম্বর শর্ম্মা কহিল “অল্পদূর, এই দীঘীর ওপারেই আমার বাটী,” প্রসন্ন বাবু ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে কহিলেন “আমি সম্মত হইলাম, আপনি যাউন, আমি কিঞ্চিৎ বিলম্বে, বেহারাদের জল খাওয়া হইলেই যাইতেছি।”

“যে আজ্ঞা” বলিয়া দিগম্বর শর্ম্মা চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল “যদি আমার নাম মনে না থাকে, তবে গ্রামে গিয়া ছয় ভাইয়েদের বাটী কোন্‌টা জিজ্ঞাসা করিবেন, সকলেই বলিয়া দিবে।” প্রসন্ন বাবুর সঙ্গে একটি লোক ছিল, সে জাতিতে পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ, নাম ভকৎ দোবে। ভকৎ দোবে প্রসন্ন বাবুকে অতিশয় ভক্তি করিত, সেরূপ ভক্তি সচরাচর চাকরের মধ্যে দেখা যায় না; ভকৎ প্রসন্ন বাবুর সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিত, রাস্তা ঘাটে পাচকের কাজ করিত, বাটীতে পাহারা দিত, আবার খানসামা না থাকিলে খানসামারও কার্য্য করিত, সেই জন্য, প্রসন্ন বাবু তাহাকে সহোদরের মত ভাল বাসিতেন। প্রসন্ন বাবু যে কার্য্যই করুন, ভকৎকে না জিজ্ঞাসা করিয়া করিতেন না। জমিদারী খরিদের সময়ও ভকৎ, আবার কোন বন্ধু বান্ধবের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার সময়ও ভকৎ; ভকতই প্রসন্নর দক্ষিণ হস্ত। অতিথি হওয়া উচিত কি না, ভকৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভকৎ কহিল “অতিথি হইব কেন? সঙ্গে চাল দাল আছে এই গাছ তলাতেই রসুই করিয়া দিব।” প্রসন্ন বাবু কহিলেন “ব্রাহ্মণকে কথা দিয়াছি, নচেৎ তাহাই হইত, এবিষয়ে তোমার মত কি?” “তবে তাহাই করুন।”

বেহারারা জল খাইয়া আসিলে প্রসন্ন বাবুর আদেশানুসারে তাহারা পাল্কী উঠাইল। কাতলাদীঘীর পাড়ের উপর দিয়া গ্রামে যাইবার পথ, সুতরাং সেই দিকেই সকলে চলিল। দীঘীর ঘাটে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতেছে। প্রসন্ন বাবু পাল্কীতে বসিয়া পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকদের সরলতা দেখিতে দেখিতে চলিলেন। ঘাটের জলে নানা ফুল ভাসিতেছে; কিন্তু একটি মাত্র কমল। প্রসন্ন বাবু ভাবিলেন এ কমল মানস-সরসীর সম্পত্তি। প্রসন্ন বাবু ঘাটের দিকে—লজ্জা সরম রক্ষা করিয়া—চাহিয়া চাহিয়া চলিলেন। পাছে কেহ দরিদ্র বলে, এজন্য সতর্ক হইয়া চলিলেন। "সমল সলিলে কমল ফুটে না" এই কথাটী প্রসন্ন বাবুর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ তাহার অন্যথা হইয়া গেল। প্রসন্ন বাবু ভাবিলেন "আজ হইতে আর আমি কবিদের কথা বিশ্বাস করিব না। আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সমল সলিলে কমল ফুটে!"

প্রসন্ন বাবু দেখিলেন স্নান কারিণী সুন্দরী, তাঁহার গৃহিণীর ন্যায় যুবতী; একবার মনে মনে উভয়কে তুল্য করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন "এ এক রূপ, সে আর একরূপ, কিন্তু দোষেগুণে উভয়ে সমান।" "প্রসন্ন বাবুর স্ত্রী অপেক্ষা স্নান-কারিণা অধিক সুন্দরী" এ কথা প্রসন্ন বাবুর মনে ধরিল না, যদি ধরিত তাহা হইলেও প্রসন্ন বাবু বাঙ্গালি, একথা কখনই আমলে আনিতেন না। হয় ত তিনি পাল্কীতে বসিয়াই গাইতেন "সুন্দরী হইলে কি হয়?" যাহাই হউক এখনও প্রসন্ন বাবুর হৃদয়সাগরে তুলনার তরঙ্গ মন্দীভূত হয় নাই, বরং ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রসন্ন বাবু অনন্য মনে অনন্য দৃষ্টে দিগম্বর শর্ম্মার

বাটীতে চলিলেন। স্নানকারিণী একটি জলপূর্ণ ছোট পিত্তলের কলসী কক্ষে লইয়া, সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত চুলে, ঘাট হইতে উঠিল। সেও প্রসন্ন বাবুর প্রতি, চুরি করিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

কতক্ষণে প্রসন্ন বাবু দিগম্বর শর্ম্মার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাহকেরা দরজার সম্মুখে বকুল বৃক্ষের ছায়ায় পাল্কী রাখিল। দিগম্বর শর্ম্মার বাহির বাটীতে লেপাপোচা, শালকাঠ দেওয়া, মাটীর বৈঠকখানা, তাহার উপরে বিস্তার করিয়া সপের বিছানা; বিছানায় কয়েক জন লোক বসিয়া ছিল, তাহারা প্রসন্ন বাবুকে সমাদর করিয়া বসাইল। দিগম্বর শর্ম্মা বাটীর মধ্যে ছিল, গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনী।"

দুই দণ্ড বেলা থাকিতে, প্রসন্ন বাবু একাকী কাতলাদীঘীর ঘাটে গিয়া বসিলেন। ঘাটে রৌদ্র ছিল না, জন প্রাণী ছিল না। বান্ধাঘাট, কিন্তু বহুকালের বলিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। প্রসন্ন বাবু একখণ্ড ভগ্ন ধাপের উপর বসিয়া দীঘীর নির্ম্মল জল দেখিতেছিলেন। দীঘীর মেঘবর্ণ কাল জল অল্প অল্প বাতাসে ছোট ছোট তরঙ্গ মাথায় করিয়া ছুটিতেছে। অসংখ্য তরঙ্গমালা উঠিতেছে, ছুটিতেছে, আবার বহুদূর গিয়া অপর তরঙ্গে মিশাইয়া অপরকূলে প্রতিঘাত করিতেছে। প্রসন্ন বাবু একতান মনে তাহাই দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পশ্চাতে কে কথা কহিল; কে

কথা কহিল? কথা অতি ধীরে ধীরে, প্রসন্ন বাবুই শুনিলেন। প্রসন্ন বাবু কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। অমনি বিস্মিত, এ কি? এ যে যুবতী স্নানকারিণী! যুবতী যে কথা কহিয়াছে, প্রসন্নর হৃদয়ে তাহা প্রতিঘাত হইয়া, দীর্ঘী তরঙ্গের উপরে ক্রীড়া করিতে করিতে, বাতাসের সহিত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল, গগনে প্রতিধ্বনি হইল, চতুর্দ্দিকে সেই কথার তরঙ্গ উঠিল। প্রসন্ন চন্দ্র মুহূর্ত্তকাল তদ্ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

প্রসন্ন বাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, যুবতী একটী ছোট পিতলের কলসী কক্ষে দাঁড়াইয়া আছে। প্রসন্ন বাবু আবার শুনিলেন "নিশ্চিন্ত হইয়া কি দেখিতেছেন, পলায়ন করুন, নচেৎ বাঁচিবেন না।" প্রসন্ন বাবু একথার মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত, চিন্তিত, অবাক; যুবতীর কথার কি উত্তর দিতে হইবে তাহা মনে পড়িল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন "তুমি কে?" যুবতী কহিল "আমি অভাগিনী, আমি কে, সে কথা শুনিয়া কাজ নাই। যাহা বলি মনোযোগ করিয়া শুনুন। শীঘ্র পলায়ন করুন, সময় নাই।" প্রসন্ন বাবু এতক্ষণে কতক প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, অক্ষুব্ধভাবে কহিলেন "কি জন্য পলাইব?" যুবতী বলিল আজ যাহাদের বাটীতে অতিথি হইয়াছেন, তাহারা ছয় ভাই, ছয় জনই দস্যু। এই কাতলা-দীঘীর যত লোক সকলেই দস্যু। অতিথি করিয়া মানুষ মারা ইহাদের কাজ। আপনাদিগকে যখন আদর করিয়া বাটীতে আনিয়াছে তখন, সহজে ছাড়িবে না, রাত্রে যখন ঘুমাইবেন তখন গলায় ছুরি দিবে। এই

বেলা পলায়ন করুন, যাহা বলিলাম, দেখিবেন অন্যে যেন না শুনে, তাহা হইলে আমার আর রক্ষা নাই।" প্রসন্ন বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি, ইহারা যে ব্রাহ্মণ, ইহাদের এই কাজ!" যুবতী বলিল "হাঁ ইহাদের কাজ, ইহারা মানুষ না মারিয়া জলগ্রহণ করে না, এই দীঘীর জলে কত যে গরিবের বাছা আছে, তাহা বলিতে পারি না!

প্রসন্ন বাবু কহিলেন "কোথায় পলাই?" যুবতী নীরবে ভাবিতে লাগিল; অনেকক্ষণ পরে কহিল "তাহাও বটে, কোথায় পালাইবেন, পালাইবার সময় কৈ?" সন্ধ্যা হইতে আর এক দণ্ড বিলম্ব, সম্মুখে রাত্রি আসিতেছে, চতুঃক্রোশীর মধ্যে অপর গ্রাম নাই। প্রসন্ন বাবু চিন্তিত হইলেন, যুবতীও চিন্তিতা। প্রসন্ন বাবু চিন্তিত, কিন্তু মুখ-মণ্ডলে শঙ্কার লক্ষণ কিছু মাত্র নাই। প্রসন্ন বাবু কহিলেন "পাল্কী যেখানে আছে সেখান পর্য্যন্ত যাইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই ত?" যুবতী বলিল "কেন? তাহা হইলে কি হইবে?" প্রসন্ন—"তাহা হইলে উপায় আছে, পাল্কীতে অস্ত্র আছে।" যুবতী বলিল "তাহাতে কি হইবে? আপনি দস্যুদের বল কত জানেন না, তাহাতেই এমন কথা বলিতেছেন।" প্রসন্ন সতেজে কহিলেন "তবে কি পশুর মত মরিব? বল জানি, আজ যদি বাঁচি তাহা হইলে, সকলি জানি, নচেৎ কিছুই জানি না।" বলিতে বলিতে প্রসন্ন বাবুর চক্ষু রক্তিমাবর্ণ হইল, ললাটতলে ক্রোধসূচক শিরা-রেখা শোভিল, পকেটে সুবর্ণশৃঙ্খল-যুক্ত ঘটিকা-যন্ত্র ছিল বাহির করিয়া দেখিলেন, "পাঁচটা।" প্রসন্নর মুখ রক্তরাগময় হইয়া শোভা দিল; দেখিয়া যুবতী ভয় পাইল, মনে মনে ভাবিল

"ইহার যে রকম ভাব ভক্তি তাহাতে আজ এক খানা কি হয় বলা যায় না।" ধীরে ধীরে কহিল "ধীরে ধীরে কথা কহুন, নহিলে কে কোথায় শুনিবে, তখন আমি মারা পড়িব; আমি মারা পড়ি, তাহাতে তত ডরাই না, আপনার অমঙ্গল হইবে।" প্রসন্ন যুবতীর ভাব দেখিয়া ভাবিলেন "ইহার মত হিতৈষিণী আর নাই। কহিলেন "ভয় নাই, আমি পশ্চিমে থাকি, বাঙ্গালি বলিয়া দুর্ব্বল মনে করিও না, পল্টনে কাজ করি। আমার সঙ্গে বন্দুক আছে, আর একজন লোকও আছে, সে রণজিৎ সিংহের সৈন্য মধ্যে দশ বৎসর সেনাপতির সিধা খাইয়াছে। তাহার চোরের হাতে, পশুর মত, মরিবার সম্ভাবনা নাই। তবে তুমি না থাকিলে আজ ভাগ্যে তাহাই ঘটিত।" যুবতী কিছু স্বচ্ছন্দ হইল কহিল "আপনি পল্টনে কি করেন?" প্রসন্ন বাবু কহিলেন "ডাক্তারি করি।" যুবতী মনে মনে ভাবিল "উঃ! পল্টনের ডাক্তারদের এত সাহস।" কহিল "গাঁশুদ্ধ লোকের সঙ্গে আপনারা দুই জনে পারিবেন ত?" প্রসন্ন বাবু কহিলেন "আমার সঙ্গে যে লোকটী আছে সে অসাধারণ লোক সে একাকী, পঞ্চাশ জন লাঠিয়ালকে খুন করিতে পারে। আমিও শতাবধি জনকে খুন করিব। তোমাদের গ্রামে লাঠি ধরিতে জানে, এমন লোক কত জন আছে?" যুবতী বলিল "দু কুড়ির কম হইবে না।" প্রসন্ন বাবু বলিলেন. তবে আর ভয় কি?" এখনও যুবতীর প্রত্যয় হয় নাই, ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল "ভয় না থাকুক আপনারা আর এখানে কদাচ থাকিবেন না। আমার সঙ্গে এই শেষ দেখা, আর দেখা হইবার উপায় নাই। দেখিবেন, সাবধান।" প্রসন্ন

বাবু অন্য মনস্কে কি ভাবিতেছিলেন। যুবতী আবার বলিল "অনেক ক্ষণ জল লইতে আসিয়াছি, আমি আর দাঁড়াইতে পারি না,—চলিলাম।" যুবতী জলপূর্ণ কলসী কক্ষে করিয়া চলিয়া গেল। প্রসন্ন গাঢ় চিন্তায় অন্য মনস্ক হইয়া যুবতীর শেষোক্ত কথা কয়েকটী একেবারে শুনিতে পাইলেন না। সুতরাং তাহার কথায় কোন উত্তর দিলেন না। চিন্তা দূর হইলে প্রসন্ন বাবু দেখিলেন, যুবতী চলিয়া গিয়াছে; ঘাটে ইতস্ততঃ ভাল করিয়া দেখিলেন, যুবতী চলিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন বাবু মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইলেন। বিপদ অদূরবর্ত্তী, তথাচ ভাবিলেন, "এতক্ষণ নিজের কথাই কহিলাম, যুবতী কে, তাহা জানিলাম না; একবার ভালরূপে সুধাইলেও হইত, তাহাও হইল না। সে যে উপকার করিল, তাহা চিরদিন মনে থাকিবে।" প্রসন্ন বাবু অন্য মনে ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘড়ি দেখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"সাজ রে! সাজ! সাজ সৈন্যগণ।"

প্রসন্ন বাবু, দিগম্বরের বাটীর সম্মুখে বকুল বৃক্ষের তলায় যেখানে বেহারারা অবস্থিতি করিতেছে শীঘ্র সেই স্থানে গেলেন। পথের দোসর ভকৎকে সবিশেষ খুলিয়া বলিলেন। ভকৎ চমৎকৃত হইল, বলিল "এখনই উঠিতে হইয়াছে, শীঘ্র তৈয়ারি হন।" প্রসন্ন বাবু ব্যস্ত হইয়া পাল্কীর বিছানা চাপা বন্দুক ছিল, তাহা বাহির করিলেন, তরবারি ছিল বাহির করিলেন, প্রস্তুত বন্দুক ভকতের হাতে দিলেন। পরে

ক্ষিপ্রহস্তে চর্ম্মনির্ম্মিত তোরঙ্গ খুলিয়া বারুদ, গুলি, প্রভৃতি বাহির করিলেন। একটী সাত নল পিস্তলও বাহির করিলেন, পিস্তল তৈয়ারি ছিল। নিজের কাছে রাখিলেন। বারুদ, গুলি, প্রভৃতি একজন হিন্দুস্থানী খানসামার হাতে দিলেন; সময়ে সে বন্দুক তৈয়ারি করিয়া দিতে পারিবে।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অতি অল্প পূর্ব্বে, প্রসন্ন বাবু কাতলাদীঘী গ্রাম হইতে পাল্কী হাঁকাইয়া বাহির হইলেন। ভকৎ দোবে আচ্ছা করিয়া কোমর বাঁধিয়া বন্দুক স্কন্ধে পাল্কীর পশ্চাতে দ্রুত চলিল। গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া মাঠে পড়িল। কতদূর যাইবে? গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এক সহস্র হস্ত দূরে যাইতে না যাইতে, পশ্চাতে অন্যূন বিশ জন উগ্রক্ষত্রিয় মর্দ্দ, গিঁট পাকা, লম্বা লম্বা, বাঁশের লাঠি ঘাড়ে করিয়া যমদূতের মত ছুটিয়া আসিতেছে।

দিগম্বরেরা ছয় ভাই মোটা মোটা পৈতার গোছা গলায় দিয়া, আঁটিয়া সুঁটিয়া মালকোচা করিয়া কাপড় পরিয়া, রাধা-বল্লভী লাঠি স্কন্ধে, ছুটিতেছে। ভকৎ দোবে অগ্রে দেখিতে পাইয়া বাহকদিগকে পাল্কী নামাইতে কহিল, পরে কহিল "বাবু সাহেব! জলদি তৈয়ারি হন, শালা লোক লগিজ আসিয়াছে।" শুনিবামাত্র প্রসন্ন বাবু পাল্কী হইতে লাফ দিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেন। বাহকেরা পাল্কী নামাইল। "শালে কোথা? দাঁড়া।" বলিয়া দিগম্বরের দল নিকট হইল। তাহারা প্রথমতঃ ভয়ানক রূপে লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেহ কেহ আপনাদের কক্ষস্থিত দুই হস্ত প্রমাণ লাঠি ভয়ঙ্কর রূপে ছুড়িতে লাগিল। এক গাছ লাঠি এক জন বাহকের পায়ের গোছে আসিয়া লাগিল। বাহক অমনি

যাতনায় অধীর হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, দেখিয়া প্রসন্ন বাবুর ক্রোধ চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। প্রসন্ন উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকার ছাড়িল, অমনি দ্রুম! দুম! শব্দে দুইটী আওয়াজ হইল। আবার হইল। আওয়াজ ক্রমাগত হইতে লাগিল। দ্রুম-দুম-দাম ভয়ানক শব্দ। সমরস্থল একবারে ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দিগম্বরের দল হটিল। সকলে পিছু হটিয়া যাইতে লাগিল। শেষে সকলেই বেগে গ্রামাভিমুখে পলাইবে, তাহারই উপক্রম করিতে লাগিল। তখন ভকৎ দোবে বন্দুকের বিপরীত দিক ধরিয়া দিগম্বরের দল মধ্যে পড়িল। চীৎকার শব্দ: গেলাম! গেলাম! পলা! পলা! ভকৎ সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে উন্মত্তের মত তাহাকেই বন্দুকের বাড়ি ভয়ানক প্রহার করিতেছে। দিগম্বরের দল প্রাণ পণে ছুটিল। ভকৎ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দিগম্বরের অর্দ্ধেক দল মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। দিগম্বরের ছয় জন লোক গুলির আঘাতে মূমূর্ষুপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেহই একবারে মরে নাই। কেহ যাতনায় চীৎকার করিতেছে, কেহ জল চাহিতেছে। কেহ শ্বাসমাত্রাবশেষ হইয়া অচেতনে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ হাত পা মাথা আছাড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। কেবল দিগম্বরের তিনজন সহোদর শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে।

সন্ধ্যাক্রমে স্পষ্টীভূতা হইল; সন্ধ্যা হইলই বা? চন্দ্রমা রাত্রি অনায়াসেই পথ দেখিয়া যাওয়া যাইবে। প্রসন্ন বাবু ভক্কৎ দোবেকে কহিলেন "আর বিলম্বে দরকার নাই। পাপাত্মা দিগম্বর আবার লোক যুঠাইয়া আসিবে, শীঘ্র চল। প্রসন্ন বাবু

আহত বাহকদিগকে কষ্ট না দিয়া পদব্রজেই চলিলেন। বাহকদের মধ্যে যাহারা আঘাত পায় নাই তাহারাই শূন্য পাল্কী স্কন্ধে করিয়া পশ্চাতে চলিল। প্রসন্ন বাবুর সঙ্গিরা কেহই মারাত্মক আঘাত পায় নাই, তাহারাও চলিল। প্রসন্ন বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি আর রাঢ় দেশের ব্রাহ্মণদের বাটীতে কখনও অতিথি হইবেন না; বিশেষ পরিচিত বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে, কাহারও বাটীতে আর অতিথি হইবেন না; রাঢ় দেশের চটীতেও আর বাসা লইবেন না। দুই দিন পথে পথে অতিবাহিত হইলে, তিন দিবসের দিন সন্ধ্যার সময় প্রসন্ন বাবু ভগীরথ পুরের বাবুদের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। প্রসন্ন বাবু যখন কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন ভগীরথপুরের জমীদারদের বাটীর একটী যুবকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। যুবক মধ্যে মধ্যেই প্রসন্ন বাবুর কাছে আপনাদের দেশের, আপনাদের গ্রামের, আপনাদের বাটীর, গল্প করিতেন; এক দিন প্রসন্ন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন "যদি বাচিয়া থাকি, কোন দিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে, তোমাদের দেশে বেড়াইতে যাইব।" শুনিয়া যুবক বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আজ প্রসন্ন বাবু সেই পূর্ব্ব প্রস্তাবিত পরামর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভগীরথ-পুরের বাবুদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পথে, কি উদ্দেশ্যে বলিতে পারি না, প্রসন্ন বাবু আপনার সঙ্গীদিগকে, বাহকদিগকে, সকলকে বলিয়াছিলেন "আমি যে দস্যু হস্তে পড়িয়াছিলাম এ কথা কদাচ কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।" প্রসন্ন বাবুর অদৃষ্ট মন্দ, বাবুদের বাটিতে পৌছিয়াই শুনিলেন তাঁহার সমাধ্যায়ী যুবক একবৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান হইয়া চলিয়াগিয়াছেন।

প্রসন্ন বাবু বাবুদের বাটিতে পৌছিয়া এক নূতন যাতনায় পতিত হইলেন। বাবুরা বিষাদিত হইয়া প্রসন্নর চন্দ্রের সমাদর করিলেন। ভগীরথপুরের বাবুরা পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনবান, প্রধান ব্যবসায়ী, প্রধান জমীদার; পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে তাঁহাদের সম্রাটের ন্যায় প্রতাপ।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে,
কহে রায় বটি বিদ্যা চোর।"

রাত্রি ছয় দণ্ড। ভগীরথপুরের বাবুদের দোতালার উপর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় লোক গমগম করিতেছে; কত লোক! সারি সারি তাকিয়া ঠেস দিযা নব্য নব্য বাবুরা বসিয়া আছেন। প্রসন্ন বাবু মধ্য স্থলে একটি তাকিয়ার নিকটে উপবিষ্ট। কত প্রকার গল্প হইতেছে। গৃহে সারি সারি তিনটি সামাদানে দীপ জ্বলিতেছে। বাহির হইতে এক জন ধীরে ধীরে পাখা টানিতেছে। হঠাৎ এক জন পাহারাওয়ালা আসিয়া কহিল "হজুর। দেহুড়ীতে এক খান জানানা সোয়ারি খাড়া!" একটী যুবা বাবু কহিলেন "কোথাকার সোয়ারি?" পাহারাওয়ালা বলিল "সন্ধ্যার সময় যে বাবু সোয়ারিতে আসিয়াছেন, তাঁহারি জানানা সোয়ারি।" তবে কি প্রসন্ন বাবুর স্ত্রীর সোয়ারি?" প্রসন্ন বাবু বিস্মিত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী বাটীতে আছেন হঠাৎ একি কথা? প্রসন্ন বাবু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বাবু কহিলেন "আচ্ছা পাল্কী ভিতরে আনিতে বল।" যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা ভাবিলেন "প্রসন্ন

বাবুর পরিবার সঙ্গে আছে তাহা ত কিছু বলেন নাই।" তখন এক ব্যক্তি কহিলেন "মহাশয়ের পরিবার সঙ্গে অছে, কৈ তাহা ত পূর্ব্বে কিছু বলেন নাই।" প্রসন্ন বাবু কি ভাবিতেছিলেন, কথা কর্ণে গেল না ; সুতরাং সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বোক্ত পাহারাওয়ালা ক্ষণ পরে আসিয়া সম্বাদ দিল "সোয়ারি ভিতরে আসিয়াছে।" প্রসন্ন বাবু মুখ তুলিয়া পাহারাওয়ালার প্রতি চাহিলেন, অমনি বিস্মিত! দেখিলেন পাহারাওয়ালার পার্শ্বে সেই পাপাত্মা দিগম্বর দাঁড়াইয়া। দিগম্বরের কপালে শ্বেত চন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা, দেখিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মণ্য দেব স্পষ্ট তাহার কায়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। দিগম্বর "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া বিছানায় বসিল। মুহূর্ত্ত পরেই প্রসন্ন বাবুর মুখপানে চাহিয়া বলিল "আপনার লেখা পড়াও মিছে। চাকরিও মিছে, সকলি মিছে; মিছে বৈ কি, যে নিজের স্ত্রীকে অন্ন বস্ত্র দিতে পারে না, তার আর বাঁচিয়া সুখ কি? বিবাহ করিয়াছ, পরিবারকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার পরিবার কাহার গলায় গাঁথিয়া দিবে? পরিবার লইয়া যাও।"

প্রসন্ন বাবু অবাক! সকলেই অবাক! দিগম্বর আবার অপর একটী বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল "দেখুন দেখি মহাশয়! আট বৎসর হইল আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তত্ব তল্লাস দূরে থাকুক? এক বার দেখা নাই। কয়েক দিন হইল, আমাদের বাটীতে গিয়াছিল, দুই তিন দিন বেশ থাকিল, পরশু দুই প্রহরের সময় মদ খাইয়া বলিল, কি আমার স্ত্রী মন্দ হইয়াছে, আমি উহাকে আর গ্রহণ করিব না। বলাও যেই, অমনি পাল্কী হাঁকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। দোহাই

বংশের ! আমার ভগ্নী অতি লক্ষ্মী।” ইহা বলিয়া দিগম্বর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দিগম্বরের ক্রন্দন দেখিয়া প্রসন্ন ব্যতীত সকলেই দুঃখিত হইলেন। দিগম্বর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “আপনারা ভদ্রলোক, বড় লোক, আপনাদিগকে ইহার বিচার করিতে হইবে। আমার ভগ্নীই মন্দ, কি ঐ মন্দ, কে মন্দ, এখনি জানিতে পারিবেন। নাপিত বৌ! হীরামণিকে নিয়ে আয় ত!” প্রসন্ন বাবু কৌতুক দেখিবার জন্য এপর্য্যন্ত কিছুই বলিতেছেন না।

নাপিত বৌ নীচে হইতে দিগম্বরের কথা শুনিতে পাইয়া অবগুণ্ঠনবতী হীরামণিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। দিগম্বর ভগিনীকে উপস্থিত দেখিয়া কহিল “দেখুন দেখি মহাশয়! এমন সোণার পুত্তলকে কি দোষে ত্যাগ করিতে চাহে?”

বৈঠকখানায় যাহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলেন, দিগম্বরের ভগিনীই হউক, আর যেই হউক, নাপিত বৌয়ের সঙ্গে একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতী আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর বয়ঃক্রম কত তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। যুবতী কাঁপিতেছে। প্রসন্ন বাবু যুবতীকে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত, অধিক কৌতুকগ্রস্ত হইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কথা কহিলেন। বলিলেন “আমি উহার মথার কাপড় খুলিয়া দেখিতে চাই, ও কে?” দিগম্বর বলিল “স্বচ্ছন্দে তোমার স্ত্রী, তুমি দেখিবে, তাহাতে কাহার বাধা!” প্রসন্নচন্দ্র সকলের সম্মুখে দিগম্বরের ভগিনীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। অমনি তাঁহার মনের সন্দেহ দূরে গেল। আর আর সকলে দেখিল যুবতীর বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের কম হইবে না। প্রসন্ন বাবু দেখিলেন “এ সেই

প্ৰে াায়নী যুবতী!" প্রসন্নর মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন "আমার সন্দেহ মিটিয়াছে, এক্ষণে ইহাকে অন্দরে পাঠাইয়া দিন।" সকলেই মনে করিল "প্রসন্ন বাবু স্ত্রীকে কেনই বা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার কেনই বা গ্রহণ করিলেন, তাহা কিছু বুঝা গেল না।" একজন ভাবিল "কলেজের ছাত্র হইলেই মাতাল হয়, মাতাল হইলেই এইগুলা ঘটে, আর কি?" যাহাই হউক, বাবুদের আদেশ ক্রমে নাপিত বৌ সমেত হীরামণি অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। প্রসন্ন বাবু দিগম্বরকে রাম গঙ্গা কিছুই না বলিয়া ভাবিলেন "উঃ! পাপাত্মার সাহসকে ধন্য! হতভাগা অর্থ লোভে সকলই করিতে পারে। অর্থলোভে অমূল্য মনুষ্য জীবনকে বিনিময় করে; একটু আত্মগ্লানি নাই। এমন সোণার প্রতিমাকে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের স্ত্রী সাজাইয়া আনিতে একটু মাত্র লজ্জা নাই।"

প্রভাতী ভজন।

ভয়রোঁ একতালা।

ভোর হইল; জগত জাগিল; বহিছে সমীর সুখকর;
বিভুর গানে, মধুর তানে, বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্বর।
উদিত গগণে, লোহিত বরণে, তামস নাশন দিবাকর,
আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে, নিখিল নাথের চরাচর।
সরসী শোভিনী, রূপসী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর,
তেজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, ঝরিছে নয়ন ঝর ঝর।

ভারত ভাণ্ডার অক্ষয়।

কেন অক্ষয়? যদি কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর। অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা দেশের নানা প্রকার লোক বহুরূপ ধারণ করত কলে, বলে, ছলে, কৌতুকে, এই ভাণ্ডারের অর্থ গ্রহণ করিতেছেন এবং তজ্জন্য আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, কিন্তু তথাপিও কি কেহ সেই অ রাশির শেষ করিতে পারিয়াছেন? কেহ যেন স্বপ্নেও এমন মনে না করেন যে, শুক্তি দ্বারা সমুদ্র সেচন করিবেন। এ ধনাগার সামান্য ধনাগার নহে, এ ক্ষুদ্র হ্রদ নহে, এ পৃথিবী বেষ্টন কারী সপ্ত মহাসাগর সদৃশ—কুবের ভাণ্ডার। এমন অগস্ত্য এখানে নাই যে, গণ্ডুষে এই অপরিমেয় অর্থরাশি শোষণ করিবেন। প্রাবৃট্ কালীয় গাঢ় জলধর ধারা কি, ক্ষুদ্র চাতকের পিপাসানলে শুষ্ক হয়? তবে যাহা কিছু যায় সেটী ক্ষয় নহে, সেটী ভারত লক্ষ্মীর অনুকম্পার কার্য্য; সেটী অতিথি সৎকারার্থ; সেটী অভ্যাগত জনের অভ্যর্থনা নিমিত্ত।

তবে এ কথা অনেকেই বলিতে পারেন যে, মামুদ, টাইমুর খাঁ, নাদির সাহা, প্রভৃতি যবন রাজগণ কি দয়া লাভের জন ভারতবর্ষে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাহা নহে, তাঁহার স্বকীয় বিক্রম দেখাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত লক্ষ্মীবে প্রপীড়িত করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত ভাণ্ডারে অর্থরাশি আত্মসাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

সাধ্যমত সেই সকল মনোভিলাষ সাধন করিতেও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু এখন কি আর তাঁহাদের সেই বিক্রম আছে, না ধনস্পৃহা আছে, না পরযন্ত্রণা জনক আনন্দ আছে, না সেই অপহৃত অর্থ আছে, সব শেষ হইয়া সময় সাগর গর্ব্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে ' কিন্তু ভারতের কিছুই হয় নাই, ভারত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত ভারতলক্ষ্মী মুষ্টি ভিক্ষার তরে কাহারও দ্বারস্থা হন নাই। এখন সাধারণে বিবেচনা করি দেখুন, ভারত ভাণ্ডার অক্ষয় কি না।

আরও দেখুন ভারতের সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহারা বলপূর্ব্বক ভারতের অর্থ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারেন না। তাহার প্রমাণ, গজনিপতি ভারতের সীমন্ত হইতে কোহিনুর বল পূর্ব্বক লইয়াছিলেন। তিনি তাহা কতকাল ভোগ করিয়াছেন? পুনরায় তা ভারতের অধিপতির শিরোদেশের শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং অদ্যাপিও করিতেছে। মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত মাতা,—ভারতের দুঃখে তিনি দুঃখিতা। সুতরাং ভারত ভাণ্ডার হইতে উপরোক্ত মণিটী ক্ষয় হয় নাই; ভারতের রাজশিরে আছে, তাহাতেই ভারত সুখী ও ভাণ্ডার পূর্ণ।

ভারত লক্ষ্মীর চিত্ত কোমল, কিন্তু এ কোমলত্বটী সম্প্রতি জন্মিয়াছে, পূর্ব্বে এত কোমল ছিল না। পূর্ব্বে সামান্য কারণ দর্শনে ভারতের চিত্তদ্রব হইত না, এক্ষণে অল্পেই তুষ্ট হইয়া মুক্তহস্তা হন, অবশেষে দ্বার খুলিয়া দিয়া রহস্য দর্শন করেন যদিও এতে ভারত সন্তানগণের কোন বিশেষ অপকার নাই, তথাপি একটু আক্ষেপ হয়। তা হতেও পারে, কারণ যৎসামান্য

মৃৎপিণ্ডের উজ্জ্বলতায় মোহিত হইয়া যদি কেহ বহু মূল্য হীরকের সহিত তাহার বিনিময় করেন, তবে কি অন্য কাহার মনে দুঃখ হতে পারে না? তাতে আবার ঐ হীরকের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। সামান্য লৌহ খণ্ডের চাকৃচিক্য অবলোকন করিয়া যদি কোন মণিকার, তাহাব সহিত অয়স্কান্তের বিনিময় করেন, তাহাতে কি সেই মণিকাবের সন্তানের মনে কষ্টের সঞ্চার হয় না? ভারত সন্তানগণের মনে এই দুঃখ,—ভারত ভুমি বহুরত্ন প্রসূ বটে, কিন্তু রত্ন চিনিতে পারিলেন না, এই দুঃখ। যাহা হউক তাহাতে দুঃখের কোন কারণ নাই। যিনি যে ভাবেই হউক না কেন, ভারতের অর্থ গ্রহণ করুন; দ্বার অবাবিত; কিন্তু এটী আমরা বেশ জানি, এ অর্থ শেষ হইবে না। যে পর্য্যন্ত ভারতের মৃত্তিকাতে বৃষ্টির জল পতিত হইবেক, সে পর্য্যন্ত ভারতলক্ষ্মীর কোন বিষয় অপ্রতুল হইবে না, যে বিষয়ের অনাটন নাই, তাহা অক্ষয়। সুতরাং ভারত ভাণ্ডার অক্ষয়।

মীমাংসা।

জগত কার্য্যের পর্য্যালোচনা করা, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করা, মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মানবগণ জগত কার্য্যের এক একটী বিষয় লইয়া, তর্ক বিতর্ক করিতে তিলার্দ্ধের জন্যও ক্ষান্ত নহেন। কিন্তু তর্ক বিতর্ক করা অপেক্ষা মীমাংসা করা কঠিন কাজ। কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, অনেক তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হয়। মীমাংসার বিরুদ্ধে যে কোন

আপত্তি উঠুক না কেন, তাহা খণ্ডন হইতে পারিবে এরূপ ভাবে মীমাংসা না হইলে, তাহাকে মীমাংসা বলা যাইতে পারে না। এজন্য কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, তাহার বিরুদ্ধে যত দূর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই উপস্থিত করিয়া, তাহার প্রত্যেকের খণ্ডন করিয়া মীমাংসা করা আবশ্যক।

কিন্তু মীমাংসার বিরুদ্ধে কিরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সকলেব মনে সকল সময়ে, এবং সকল মীমাংসার পূর্ব্বে স্মরণ হয় না। এই জন্যই মীমাংসা করা দুরূহ কার্য্য এবং এই জন্যই তর্ক বিতর্কের অতদূর আবশ্যক। যে ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে হয়, তাহারও নিয়ম আছে; কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তর্ক বিতর্ক করা মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। নরজাতি এই রূপে তর্ক বিতর্ক করিয়া অনেকানেক দুরূহ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যদিও ইঁহারা এইরূপে বহুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন, তথাচ মনুষ্য কৃত মীমাংসায় ভ্রান্তি থাকা সম্ভব। সেই ভ্রান্তি পদে পদে লক্ষিত হইতেছে। এক জন এক বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়াছেন, আর এক জন হয়ত তাহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতেছেন কিম্বা কিছু ইতরবিশেষ করিতেছেন। আবার তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত প্রথম দুই ব্যক্তির কৃত পৃথক্ পৃথক্ মীমাংসার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ যাহাই থাকুক যে স্থলে প্রথম ব্যক্তির কৃত মীমাংসা, দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা খণ্ড হইতে দেখা যায়, সে স্থলে নিজের বা অন্যান্য বহুতর লোকের

মীমাংসা না দেখিয়া; উহাদের (প্রথমোক্ত দুই জনের) কাহারও মীমাংসাতেই বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নহে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আমরা নিজে নিজে কোন বিষয়ের এক প্রকার মীমাংসা করিলে কিম্বা বহুতর লোকের মীমাংসা শুনিলেই কি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত?

যখন এক জনের মীমাংসা অন্যে এবং এক সম্প্রদায়, অন্য সম্প্রদায়ের মীমাংসা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন; কেবল চেষ্টা নহে, সফল-যত্নও হইতেছেন ; তখন আত্মকৃত বা সম্প্রদায় বিশেষের মীমাংসাতে কি রূপে বিশ্বাস সংস্থাপন করিব? সচরাচর তিন প্রকার মীমাংসায় সাধারণ লোকের বিশ্বাস দেখা যায়।

প্রথম আত্মকৃত মীমাংসায়।

দ্বিতীয় আত্মসম্প্রদায়কৃত মীমাংসায়।

তৃতীয় সন্দেহ স্থলে বিশেষ মীমাংসায়।

এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন মীমাংসা সত্য, কোনটী ভ্রমবিশিষ্ট বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যে মীমাংসা সর্ব্বশেষে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, তাহাই সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল সাধারণ লোকে নহে, অনেকানেক প্রধান প্রধান লোকেরাও এইরূপ করিয়া থাকেন। এরূপ করিবার হেতু এই যে, শেষ মীমাংসাকার পূর্ব্ব মীমাংসার দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্ব সংশোধনের উপর আবার সংশোধন হইয়াছে। পূর্ব্ব সংশোধনে যাহা কিছু দোষ ছিল, এবার তাহাও গিয়াছে; তবে আর এ মত গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, শেষ মীমাংসা কারের দ্বারা উৎকৃষ্টতা এবং অপকৃষ্টতা উভয়ই সম্পাদিত

হইবার সম্ভাবনা এবং এখন যাঁহাকে শেষ মীমাংসাকার বলিতেছি, ইঁহার মীমাংসার উপর মীমাংসা করিয়া আর এক জনও শেষ মীমাংসাকার হইতে পারেন। আরও বিবেচনা করা উচিত, ইঁহার পূর্ব্ব মীমাংসাকার যে মত সংস্থাপন করিয়াছেন ইনি হয়ত তাঁহার মতের বিরোধী না হইয়া, কোন কারণ বশতঃ তাঁহার কথার গূঢ়ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাহার বিরোধী হইতেছেন।

এস্থলে কেহ আমাদের মনের ভাব এমন বিবেচনা করিবেন না, যে, শেষ মীমাংসাকারের কথা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক এমন কথা বলা আমাদের কোন মতেই উদ্দেশ্য নহে, বরং আমরা নিজে শেষ মীমাংসার কতক পক্ষপাতী, শেষ মীমাংসকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রান্তি সংশোধন অসম্ভব নহে, বরং সম্ভব; কিন্তু সম্ভব মাত্র, তাহার নিশ্চয়তা নাই; এই জন্যই আমরা ঐরূপ বলিলাম, যাহা বলিলাম তাহার উদাহরণ দিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। পাঠক, একবার আদালতের বিচার প্রণালীর এবং বিচার কার্য্যোবদিকে চক্ষু ফিরাইলেই বহুতর উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্য কৃত কোন মীমাংসাতেই বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নহে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার কি এই অর্থ? এই অর্থ কি আর কোন অর্থ আছে, বুঝাইবার জন্য আমরা প্রথমতঃ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস এই দুই শব্দের অর্থ করিব।

ক্রমশঃ।

আৰ্য্য সঙ্গীত।

১

কিবা ' গভীৰ ৰজনী হ'ল, জগত ঘুমায়ে গেল,
নীৰবে মৃদুল নৈশ সমীৰণ বহিল ,
কিবা ' কুঞ্জে কুঞ্জে নানা জাতি, ফুটিল কুসুম পাঁতি,
কোমল সুৰভি গন্ধে চতুৰ্দ্দিক মোহিল '

২

কিবা ' কাঁপিল সৰসীনীৰ, নব দুৰ্ব্বাদল শিৰ,
নব দল তৰু শিৰে ধীৰে ধীৰে নড়িল ,
কিবা ' কোমল মালতি বাজি, ঘন কিশলয়ে সাজি
নব সহকাৰ শাখে মৃদু মৃদু দুলিল ।

৩

কিবা । নীলনান্ত নভোতলে বেষ্টিত কৌমুদী গলে
অমল সুধাংশু ওই মৃদু হাসি হাসিল ,
কিবা । নীৰৱ ধৰণী কোলে, চল নীল সিন্ধু জলে,
পৰ্ব্বতে প্ৰান্তৰে সৰ্ব্বে স্বৰ্ণধাৰা ভাসিল '

৪

কিবা । নীলাভ গগনোপৰে শুভ্ৰ মেঘ থৰে থৰে
ধীৰে ধীৰে চ'লে বুঝি শশধৰে ঢাকিল ,
বুঝি— চাঁদেৰ কিৰণ মাখা এসংসাৰ গেল ঢাকা,
সোণাৰ ভাৰত গাঢ় মসী ৰাশি মাখিল ।

৫

ক্রমে—শ্বেতাম্বুদ কাল হ'ল, আলোক নিভায়ে গেল,!
গগন সাগর মাঝে হৈম থাল ডুবিল;
ওই—ডুবে হৈম পুষ্প মালা, ফুরাল ব্রজের খেলা!
আশা মধূখের বাতি একে বারে নিভিল!

৬

আহা! নিবিড় তিমির আসি, উজ্জ্বল সংসারে গ্রাসি,
চকিতে সুবর্ণ পুরী আঁধারিয়া ফেলিল।
দেখ! চপলা চমকে ঘন, ঘন ঘোর গরজন,
ঘন ভীম বজ্রমন্দ্র অগ্নি ফুল্কী খেলিল।

৭

একি? ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর,
উথলে গভীর সিন্ধু, হিমালয় টলিল!
পুনঃ ভীম দর্পে প্রভঞ্জন আরম্ভিল ভীমরণ,
নীল ধারাধরে ধারা ঝর ঝর ঝরিল!

৮

সঙ্গে অজস্র করকা ঝরে, মেঘে আস্ফালন করে—
ক্রমেই নিবিড় হয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ছাইল;
হায়! ক্রমেই দুর্য্যোগ বাড়ে জানি না কেমন করে
রবে সৃষ্টি? বুঝি সৃষ্টি ছার খার হইল!

৯

বিধি! এ ঘোর দুর্য্যোগ হতে আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন? এবিপদ কত দিন রহিবে?
তুমি জান, কত দিন পরে ঘন জাল মুক্ত করে,
আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্ব মত উঠিবে?

১০

জান ! এ ভীম দুর্য্যোগী ঘোর কাল রাত্রি হতে ভোর
কতক্ষণ ? আমাদের দশায় কি হইবে ?
দেখ—মুহুর্মুহু বজ্রপাত; অসহ্য হয়েছে, নাথ।
দরিদ্র দুর্ব্বল দেহে আর কত সহিবে ?

১১

হায় ! সেকালে প্রভাত হলে পূরব গগন মূলে
হেমাম্বুদ কিরিটিনী উষা মৃদু হাসিত;
আহা ! বিধৌত ভারতাকাশে স্বাধীনতা হাসি হেসে
রাগরক্তচ্ছটা ভানু আদরেতে ভাসিত !

১২

আহা ! কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে মকরন্দ অলি কুলে
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পীত, নিত, হরিত !
সেই—পুষ্পবন কাঁপাইয়া, স্বাধীন স্বভাব নিয়া
সুগন্ধ মলয়ানিল মৃদু মন্দ বহিত !

১৩

আহা ! আর্য্যের উদ্যানে সুখে, উচ্চ সহকার শাখে
স্বাধীন দম্পতি পিক কুহু গান করিত !
সঙ্গে স্বাধীন পাপিয়া বধূ শ্রবণে ঢালিয়া মধু,
পিউ পিউ প্রিয়রবে, মন প্রাণ হরিত !

১৪

আহা ! স্বাধীন আর্য্যেরা সুখে, বিভু নাম লয়ে মুখে
ভাগীরথী দুই তীর আলো করি বসিত !
কিবা স্বাধীন গঙ্গার জল, আস্ফালি তরঙ্গ দল,
কল কল শব্দে সিন্ধু- সনে গিয়া মিলিত !

১৫

আহা! স্বাধীন শিশুরা যত, সিংহের সন্তান মত
মত্তকরী শুণ্ড ধরি বীর খেলা খেলিত।
ভীম——ধনুর্ব্বাণ তরবার করাল বল্লম আর
কুস্তি মাত্র খেলা ধূলা তেজ বীর্য্যে ভাসিত।

১৬

বহু——শতাব্দী ব্যবধানে যুগের তরঙ্গ রণে
ডুবিয়াছে আর্য্য মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই কিরূপে প্রমাণ দেই?
নাহি আর্য, নাহি বীর্য্য সমস্তই গিয়েছে।

১৭

আহা! সমস্ত হয়েছে নাশ ভারতের ইতিহাস
কি আছে? গিয়াছে সব আর্য্যদেব সনেতে।
দেখ সে যুগের কথা সব সমস্তই অনুভব
অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে?

১৮

সেই যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে; কারে কথা সুধাই? কে বলিবে?
আহা! স্বাধীন ভারতে যবে বিজয় পতাকা শোভে,
কে তখন দেখেছিলে এবে সাক্ষী হইবে?

১৯

দেখ! এই পুণ্য ভূমি পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে
বহিছে জাহ্নবী স্রোত বহু কাল হইতে;
বুঝি দেখিয়াছে ভাগীরথী পতিতপাবনী সতী,
স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয় ধ্বজা উড়িতে।

২০

আমি, যাই জাহ্নবীর তীরে কাঁদিযা জিজ্ঞাসি তাঁরে
"এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত সোণাব সংসার ?
হায়। আমরা কি বীর্য্যবান সেই বংশে কুসন্তান ?
বল মা, সংশয় দূর কর মা আমার।"

২১

বলিতে বলিতে কথা যুবক চলিল তথা,
যথা বহে ধীরে ধীরে বিস্তৃত সৈকত পরে
নিস্তেজ তরঙ্গ মাথে জাহ্নবীব স্রোত।
যথায বিমল জলে, সুখে শ্বেত পক্ষ তুলে
উড়ে ক্ষুদ্র শত শত ভাবতীয় পোত।

২২

গিয়া জাহ্নবীব তীবে দেখি যুবা জাহ্নবীবে
অমনি বিষাদ হ্রদে হল নিমগন।
দুঃখ উৎস উথলিল হৃদয ভাসায়ে দিল,
পড়িল চক্ষেতে জল, তিতিল কপোলতল,
কাঁদিল নীববে, পরে, বলিল বচন—

২৩

"একি মা ? কিসেব তরে কাঙ্গালিনী মত পড়ে
রয়েছ সৈকত ভূমে নির্জ্জীবে অথবা ঘুমে,
জানি না কি লাগি এবে এ দশা তোমার ?
অন্তিম লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলিত,
তবে কি ত্যজিবে তুমি এদুস্থ সংসার ?

২৪

কেন মা! কি দোষ পেয়ে আমাদিগে তেয়াগিয়ে,
তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হৃদয়?
স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে পুণ্য ভূমি শূন্য করে
তুমি যদি যাও চলে, অন্তিমে কে লবে কোলে,
অভাগ্য সন্তানদিগে দেবে মা অভয়?

২৫

বুঝেছি ভারত এবে দুর্দ্দশা সাগরে ডোবে,
তাই বুঝি ধীরে ধীরে আপন মঙ্গল তরে
ত্যাগ করি আর্য্যাবর্ত্ত করিছ প্রস্থান!
স্নেহের এ রীতি নয়, হলে পরে দুঃসময়
অনুকূল হতে হয় এই সে বিধান!

২৬

নিতান্ত যদ্যপি যাবে, ক্ষণ তিষ্ঠ; শুন তবে
বহুকাল হতে তুমি উজলি ভারত ভূমি
প্রবাহিত হইতেছ. দেখেছ সকল,
প্রাচীন আর্য্যেরা যত তব নীরে হয়ে পূত
এই ভাবে প্রতিদিন জ্বালিয়া অনল—

২৭

যাগ যজ্ঞ উপাসনা, সন্ধ্যাহ্নিক দেবার্চ্চনা,
করি নিত্য বিধিমতে তোমার বিমল স্রোতে,
ভাসাত চন্দনে চর্চ্চি অর্ঘ বিল্বদল।
পবিত্র অন্তরে ধীরে কোমল মধুর স্বরে
বেদ পাঠ করিতেন আর্য্যেরা সকল!

হংস পুচ্ছ।

হে শ্বেতোজ্জ্বল পতাকাশীর্ষ হংস পুচ্ছ! মনে করি একবার তোমার গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হই! কিন্তু তুমি স্বচ্ছ শরীরী পবিত্রাত্মা মহাভাগ, আমি নির্গুণ হইয়া কিরূপে তোমার গুণনির্ণয়ে সমর্থ হইব?—তুমি আগন্তুক! সমুদ্র পার হইতে এদেশে শুভাগমন করিয়াছ! তজ্জন্যও তুমি পবিত্র; যেহেতু সমদ্র পার হইতে যাহা আইসে তাহাই উত্তম। সাগর পার হইতে আম্র-ফলের শুভাগমন বলিয়া, আম্রফল এদেশে অমৃত ফল বলিয়া পরিচিত; তোমারও প্রসাদে ভারতে অমৃতময় ফল বর্ষিত হইতেছে। তুমি লঘু বলিয়া কত লোক মনে করে, হয়ত তুমি উড়িয়া আসিয়াছ; তাহা হইলে তোমার গৌরবের লাঘব হয়; আমি কখনই তাহা বলিব না, আমি জানি তুমি মহাকায় শ্বেতাঙ্গগণ কর্ত্তৃক আনীত। অতএব তোমার সহিত আম্র ফলের অমৃতত্বে সাদৃশ্য আছে বলিয়া, তোমার আনেতৃ গণের সহিত আম্রের আনেতৃ-গণেরও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আম্রের আনেতা শ্বেত-কায় বীর-পুরুষ, তোমার আনেতাও শ্বেত-কায় বীরপুরুষ! আম্রের আনেতারা দৈব বলে সমুদ্র বক্ষে সেতু বন্ধন করিয়াছিল, তোমার আনেতারাও বিজ্ঞান-বলে কত বড় বড় সরিদ্ বক্ষে সেতু খাড়া করিতেছেন। তবে প্রভেদ আছে;—আম্রের আনেতা—বানর, তোমার আনেতা তাহা নহে। কিন্তু তোমার আনেতৃ-দলেরই কোন মহাত্মা সে প্রভেদ বড় দেখিতে চাহেন না, সজাতিদিগকে গরিলা গণের সহিত এক বংশোৎপন্ন প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার বড় সাধ! যাহা হয় করুন, আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

কিন্তু হে বায়ু তাড়িত-স্থানে ফুর্ ফুর্ শব্দে নৃত্যকারিন্! তোমার নিকট ভারত নানাবিষয়ে ঋণী। তুমি এখানে আসিয়া যাহা যাহা নূতন সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার মধ্যে সংবাদ পত্রই সর্ব্ব প্রধান। তোমার বলেই সম্বাদ সকল চলিতেছে, তুমি সম্পা- দকের কর পদ্মে আরোহণ করিয়া কাহাকেও হাসাইতেছ, কাহা- কেও কান্দাইতেছ, কাহাকেও দগ্ধ করিতেছ, এবং কখনও সম্পা- দকের মুণ্ড ভক্ষণ করিতেছ, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, এমনি অবসন্ন। তুমি কত বিদ্যাভিমানীকে প্রকাশ্যসমাজে টানিয়া আনিয়া, তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিতেছ, শেষে তিনি গা ঢাকিতে অন্ধকারান্বেষণ করিতেছেন। তোমার আশ্রয় লইয়া কত লোক গ্রন্থকার হইতেছেন। তুমি এক শ্রেণীর গ্রন্থকারকে ভাব সমুদ্রের ডুবারী স্বরূপ সাজাইয়া, বটতলা প্রভৃতিতে বাসা দিতেছ, আবার তোমারই প্রসাদে "দুর্গেশ নন্দিনী" "মেঘনাদ বধ" "নবীন তপস্বিনী" প্রভৃতি দেখিতে পাইযাছি। অতএব তুমি সকলই করিতে পার; তুমিই সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! তাহাতেই বিচার পতিদিগেব রবেল উজ্জ্বল ফুলস্ক্যাপে কোথাও দস্যু দমন শিষ্ট পালন করিতেছ, আবার কোথাও সহস্র অপ রাধীকে মুক্তি দিতেছ এবংকোথাও নিরপরাধকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিতেছ।

তুমি সর্ব্বশক্তিমান্। তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করি , ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। এদেশীয়েরা স্ত্রী বলিয়া জানে, কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারি না; কেন না তুমি পুরুষ কি স্ত্রী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য? তুমি এক দিকে আদ্যা- শক্তি মহামায়া—অন্যদিকে অনাদি অনন্ত অব্যয় পুরুষ; অত

এব তোমার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, ইচ্ছামত কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিব, তুমি রাগ করিও না।

হংসপুচ্ছ! বল দেখি, তুমি এদেশে প্রথম আসিয়া স্বীয় বিদেশী জ্ঞাতি বর্গের সহিত কি রূপে আলাপ করিয়াছিলে? বোধ হয় প্রথম দর্শনে সুখ হয় নাই, কেন না তুমি সুন্দর ও সুসভ্য আর তাহারা বিশ্রী ও অসভ্য—কেহ খুন্তী, কেহ বংশ কঞ্চী, কেহ বা ওয়াস্তি, শরকাষ্ঠিকা প্রভৃতি; অতএব তাহাদিগের আহার ব্যবহার দেখিয়া তোমার সুখ হয় নাই; তবে শাস্ত্রালাপে কেমন বল দেখি?— বংশ-কঞ্চীকে গ্রাহ্য হইয়াছিল ত? যাহা হউক তুমি শর-ওয়াস্তি কাঠির অন্নে প্রায় ধূলা দিয়া বসিলে; তবে সাধু বেনের মুদিখানা দোকানের খাতা রাখা ডালায় এখনও প্রবেশ করিতে পার নাই, সে ডল্লকে দীর্ঘ দীর্ঘ ওয়াস্তি-কাঠি বিরাজ করিতেছে; আর ক্যাম্বেলী পাঠশালার কোন কোন গুরু-দিগের হস্তরূপ সিংহাসন হইতে শর-কাঠি রূপ মহারাজের পদ-চ্যুতি সাধন করিতে পারিয়াছ কি না সন্দেহ করি। কিন্তু বাপু যেখানে যাহা কর বংশ কঞ্চীর স্থানে এখনও বড় ঘেঁসিতে পার নাই।

আবার বংশকঞ্চীর সহিত তোমার কার্য্যগত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। বংশকঞ্চী নির্ম্মিত মুরলী দ্বাপরাবতার শ্রীকৃষ্ণের কমল-পদ্ম-করে শোভা পাইয়াছিল, তুমিও কলিতে সেই কৃষ্ণাবতার গৌরাঙ্গের শ্বেতাম্বুজ-করে মুরলীরূপে বিরাজ করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর মোহন স্বরে গোপীদিগের নাম গান করিয়াছিলেন; তোমার নদীয়া বিনোদও তোমাদ্বারা বিলরূপ সুরে রথ্যাকর রূপ অপূর্ব্ব মধুর গানে গোপ-স্ত্রীবৎ বঙ্গীয় দিগের হৃদয় শোণিত হরণের পথ

আবিষ্কার করিয়াছেন। আরও বড় বড় সাদৃশ্য আছে,—তুমি হোমরের করে বসিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছিলে এখানে আসিয়া বাল্মীকির বংশ-কঞ্চী লিখিত চিত্র দেখিয়া, উভয়ের মহা কাব্যের লক্ষণ গত সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছ। সেদিনেও তুমি "হ্যামলেট্" লইয়া যে আলেখ্য লিখিয়াছ, এখানে কঞ্চীর অঙ্কিত "নন্দবংশের" আলেখ্যে তাহার ভাবগত সাদৃশ্য দেখিয়াছ। সেক্সপিয়ারের হস্তে বসিয়া আরও যাহা যাহা করিয়াছ তাহার অনেক সাদৃশ্য কালি-দাসেরকঞ্চীর কার্য্যে আছে। এই রূপ তোমার সহিত বংশ-কঞ্চীর অনেক তুলনা হয়।

আর এক কথা—তুমি বংশ-কঞ্চীর নিকটে একেবারে অঋণী নহ। প্রাচীন চার্ব্বাকের বংশ-কঞ্চী ছায়া, তুমি নবীন কোম্‌ৎ প্রভৃতির দর্শনে দেখাইয়াছ; আরও কঞ্চী-প্রসূত কাপিল সূত্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আশে পাশে তোমার দেশীয় কত নূতন দার্শনিক কে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ।—সে যাহা হউক, তুমি একটু স্বার্থ পর, কারণ তুমি স্বদেশে যত বড় বড় কাজ করিয়াছ, এদেশে তেমন ত কিছু করিতেছ না? তোমার প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার নূতন অবয়ব দেখিতেছি, কিন্তু নূতন অবয়বে নূতন ব্যাপার ত কিছু দেখিতেছি না! এ মহামহোপধ্যায় বংশ-কঞ্চীর নূতন ক্ষমতার কাল এখন শে হইয়াছে—নূতনত্বের ভার এখন তোমার উপর পড়িল। নী যাহা দেখিতেছ, তাহাত তোমার পক্ষে নূতন নহে? পুরাত পুষ্করিণীর পুরাতন মৎস্য নূতন পুষ্করিণীতে চালিয়া ফেলাইয়া নূতন পুষ্করিণীর বাহাদুরী দেখান মাত্র। এদেশে সে দৃষ্টান্ত প্রচুর। আশ পাশ কথায় কাজ কি, আজ কালকার বড় জাম্ব-

গায় দেখি, তোমার সে দিনকার "আইবানহোব" অলঙ্কারের কৌটাটি লইয়া "আএবার" হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। তবে আর নূতন কোথায়?

সে যাহাই বলি, হংসপুচ্ছ। তুমি তোমার স্বদেশীযের হস্তেই থাক, আর এদেশীযের হস্তেই থাক, যেখানেই থাক তুমিই এদেশের ভরসা। তবে দেখিও যে যাহা বলুক তুমি যেন "নেটিব" বলিয়া ঘৃণা করিও না।

হে শূন্যপদ্মের দীর্ঘোষ্ঠ মহাভাগ। হে সময় বিশেষে গতি-পরিবর্ত্তনশীল তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র। তোমার চক্র সামান্য বুদ্ধির অগোচর। তোমার মাহাত্ম্য ছোট বড় অনেক দ্বিপদের অজ্ঞাতেই থাকে। তুমি সে দিবস ভারতীয় রাজসভার প্রধান সভাপণ্ডিত স্মার্ত্তমহাশয়ের হস্তে ভর করত নূতন স্মৃতির আবিষ্কার করিয়া তাঁহার নিকের ব্যবস্থা করিলে, আবার তুমিই সালিস্ বিবির হস্তে বসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলে, হিন্দু কুল বালার 'নিকে' ভাল দেখায় না। এই কথায় স্মার্ত্ত মহাশয় দপ্তরে ডোর দিবার চেষ্টা করিলেন, যেন পাত তাড়ি তোলো তোলো হইল। সেলিস্ বিবির হস্তভূষণ। তা তুমি এখন বুঝিলে এমন একটী রতন হারাইলে বিক্রমাদিত্যের সভা আশু ছার খার হইয়া পড়িবে। অমনি সভাপণ্ডিতের দিকে গতি ফিরাইয়া বলিলে "তথাস্তু।" এই অবসরে কতকগুলি নাচ পাগলা আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়া বলিল "বিস্মার্কোপম হব হাউসের অস্থূণা বলের বলিহারি!"

এক্ষণ বিদায় মাগিতেছি, পূর্ব্বে কেবল শ্বেতোজ্জ্বল বলিয়াছি, এখন নানা বর্ণোজ্জ্বল হংসপুচ্ছ বলিতেছি; অতএব আমার

বিস্মৃতি ক্ষমা করিবে। তোমার অনন্ত গুণ গাইয়া ফুরাইবার নয়, আমি অজ্ঞান—তোমার সম্বন্ধে কি বলিতে কি বলিযাছি; আমার অপরাধ মার্জ্জনা কবিও—রাগ করিও না।

দিগম্বরের অতিথি সেবা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"াদে কি সকলে পেযে প্রাণধন,
আমারি মতন।"

রাত্রি দ্বি প্রহর, জগৎ গভীর নিদ্রায আচ্ছন্ন, চারি দিক নীরব, ঝিঁ ঝিঁ নাদের শব্দ নাই। গ্রীষ্ম কাল, বায়ু স্থির,—অবিচল, স্পন্দ-রশূন্য। নিদাঘ নৈশ গগনে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র ক্রীডা কবিতেছে, গগনে কোথাও শ্বেত মেঘ খণ্ড ধীরে ধীরে চলিতেছে, যৌবন ভারাক্রান্তা রমণী যেমন ধীর গম্ভীর পদ-বিক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ চলিযা যায়, মেঘ তেমনি চলিতেছে। চন্দ্র কদাচিৎ অনিবিড শ্বেতাম্বররাজিমধ্যে লুকাইলে, রজনীর ভিন্ন ভাব উপস্থিত হইতেছে, কাক জ্যোৎস্নায রাত্রি প্রভাত হইল ভাবিযা কোকিল কুহুরিযা উঠিতেছে, কাক ডাকিয়া গোলযোগ করিতেছে। সেই নিশীথ সমযে ভগীরথপুরের বাবুদের বাটীতে একটী কক্ষ মধ্যে দীপ জ্বলিতেছিল, দীপ-শিখা শান্ত, স্তিমিত উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছিল, নিরাসনে উপবিষ্ট প্রসন্ন বাবু দীপশিখার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবু কোন গভীর চিন্তায আত্ম বিস্মৃত হইযা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে মৃদাসনে যুবতী হিরামণি— অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা, আর্দ্র

বসনা— অতি স্থিরভাবে বসিয়া প্রসন্ন চন্দ্রের ন্যায় চিন্তা করিতে-ছিলেন। একদণ্ড—দুই দণ্ড—করিয়া অনেকক্ষণ অতীত হইল, উভয়ের মধ্যে কাহারও ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটিল না; আবার অনেকক্ষণ;—এইবার প্রসন্ন বাবু চক্ষু ফিরাইয়া হীরারদিকে চাহিলেন, হীরা কি ভাবিতেছে, হীরার গোলাপ কান্তি অধর ওষ্ঠ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রসন্ন বাবু মুগ্ধ হইলেন। প্রসন্ন চন্দ্র যে তাহার মুখ প্রতি চাহিয়া আছেন, হীরা তাহা কিছুই জানে না, কোথায় কি হইতেছে হীরা তাহা কিছুই জানে না, হীরা ভাবিতেছে কি? —তাহা সেই জানে। প্রসন্নচন্দ্র কথা কহিলেন; কহিলেন "অনেকক্ষণ হইল এখন কি সকলে ঘুমায় নাই।" হীরার চিন্তা ভঙ্গ হইল, সুপ্ত উত্থিতারমত চাহিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল, বলিল "আরত কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না, তবু একবার বাহিরে দেখিয়া আসা ভাল।" প্রসন্ন চন্দ্র উঠিয়া দাড়াইলেন, বাহিরে কে কোথা আছে, কে কোথা জাগিতেছে,— দেখিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, বাহির হইবেন এমন সময় যুবতী ডাকিল; বলিল, "শুধু হাতে যাইবেন না; শত্রুরা কোথা হইতে কি সর্ব্বনাশ করিবে তখন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে; কিছু হাতে করিয়া যান।" প্রসন্ন মুখফিরাইয়া বলিল, কোন চিন্তা নাই, আমার মুষ্টাঘাতে অসুর কাতর হইয়া যায়, শত্রু কোন তুচ্ছ!" প্রসন্ন চন্দ্র অন্তঃপুরের প্রতিকক্ষের দ্বারে দ্বারে বেড়াইলেন। সবাই নিদ্রিত প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন। চাকর, চাকরাণী, বাবু গৃহিণী, সবাই নিদ্রিত। ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দ্বার মুক্ত করিয় বাহির বাটীতে গেলেন। দেহড়িতে গেলেন, যে যেখানে, সে যে

স্থানে নিদ্রিত। দেহুড়িতে পাহারাওয়ালাবদল অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। বৈঠকখানায় খানশামা গোমস্তাবদল নিদ্রিত; বাটীর কেহই চৈতন্যাবস্থায় নাই। প্রসন্ন ফিরিয়া আসিবেন এমন সময় তাঁহার সম্মুখে অনতিদূরে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই লেন। প্রসন্ন জোৎস্নার আলোকে সে ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলেন। সে বিপদের সহায় ভকত, ভকত নিদ্রা যায় নাই। প্রসন্ন ভকতকে দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, তুমি এখনও ঘুমাওনাই? ভকত প্রসন্নর কথা না শুনিয়া বলিল আপনি এখানে কেন কোন বিপদ ত ঘটে নাই?" প্রসন্ন বলিল "না সে চিন্তা করিওনা কাল সব শুনিতে পাইবে, এখন যেখানে ছিলে শীঘ্র সেই স্থানে যাও।" ভকত চলিয়া গেল। প্রসন্নও অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন।

নাপিত বৌ হীরার সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে বাবুদের চাকরাণীদিগের মধ্যে, হীরা যে ঘরে ছিল তাহার কিছু দূরে বারান্দায় শুইয়াছিল। সকলে ঘুমাইয়াছিল, সে ঘুমায় নাই সে, প্রসন্ন বাবু গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া নামিয়া গেলেন দেখিয়া হীরার নিকট আসিল, পাছে কেহ জানিতে পারে, এজন্য অতি ধীরে ধীরে আসিল, নাপিত বৌকে দেখিয়া হীরা ব্যস্ত হইয়া বলিল "তুমি এখানে কেন? শিঘ্র যাও।" নাপিত বৌ বলিল "এখনও ঘুমায় নাই দেখছি, ঘুমাইলেই কাজ শেষ করে আমার কাছে যাইও, । ক্ষুরখান তোমার কাছে আছেত?" হীরা বলিল "সব আছে, তুমি এখানে থেকনা, যাও যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি জানি।" হীরা নাপিত বৌর উপর বিরক্ত হইয়াছিল, নাপিত বৌ শীঘ্র চলিয়া গেল। প্রসন্ন চন্দ্র কতক্ষণ পরে ফিরিয়া

আসিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বে যে থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে বসিলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা কবিল, "সকলে ঘুমাইয়াছে ?" প্রসন্ন বাবু কহিলেন "কেহই জাগরিত নাই, এখন বলিতে পার।" হীরা দিগম্বরের পিসীর বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। বলিল, "সে এই মাত্র যাইতেছে।" প্রসন্ন চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন "সে পাপিনী, তাহাকে এখনি হত্যা কবিতে পারি, কিন্তু স্ত্রীলোককে হত্যাকরায় পৌরুষ নাই, তাহাকে ভয় কি ?" হীরা অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে বলিল, পরে বলিল "আপনারা সর্ব্বশুদ্ধ নয় জন লোককে খুন করিয়া আসিয়াছেন ; এই কথা কাতলাদীঘীব জমীদাব শুনিল। গাঁয়ের লোক মানুষ মাবিয়া, ডাকাতি করিয়া যাহা পায, জমীদারকে তাহার অর্দ্ধেক অংশ দিতে হয় ; সেই লোভে জমীদারও উহাদের সহায়তা করে। আমাকে আপনার স্ত্রী সাজাইয়া আনার পরামর্শ জমীদার দিল, জমীদাব পাল্কী দিল, বেহারা দিল, সমস্ত ঠিক করিয়া দিল যখন শুনিলাম, আমাকে বৌ সাজিতে হইবে তখন আমার হৃদ্‌কম্প হইল। শুদ্ধ বৌ সাজিয়া যদি রক্ষা পাই তাও ভাল আবার, আপনাকে খুনকরিতে হইবে, শুনিয়া আমার তখন যে কি হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারিনা। আমি ভাবনায় অজ্ঞান হইয়াছিলাম। অসম্মত হইলে রক্ষা নাই, অপমৃত্যুর ভয়ে, যন্ত্রণার ভয়ে, সম্মত হইলাম। পায়ে আলতা পরিলাম, বৌ সাজিলাম ; পাল্কীতে চড়িলাম ; সঙ্গে দিগম্বরের পিসি নাপিত বৌ সাজিয়া সিন্দূব পেতে হাতে করিয়া আসিল। সিন্দূব পেতেতে হত্যার উপকরণ রহিল। দিগম্বরের সঙ্গে আরও চারি জন খুনে আসিল। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দুই দিন গেল ; আজ তিন দিন, এই গাঁয় আসিয়া পৌছিল। অনুসন্ধানে জানিল,

আপনারা এই খানে আছেন। তার পর যাহা হইল তাহা আপনি জানেন।”

প্রসন্ন বাবু কহিলেন “তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছ তাহা কর!” যুবতীর মুখ অধিকতর ম্লান হইল, বলিল “তাহাই যদি করিব, তবে দিগম্বরের তিনজন ভাইয়ের কাঁচা মাথা আপনাকে দিয়া কাটাইবার দরকার কি ছিল? আমি অভাগিনী আজীবন প্রচ্ছন্ন দস্যুর দাসীত্ব করিয়া আসিতেছি; কাজে কাজেই আমিও পাপিয়সী, ইহা সকলেরই বোধ হইবে, কিন্তু আমি তাহা এখন আপনাকে যদি বলি সে কথা আপনার বিশ্বাস হইবে কেন?” প্রসন্ন বাবুর কথায় হীরার মর্ম্ম বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল; কথা কহিতে কহিতে রাগে অভিমানে গবগব হইল। হীরা আবার বলিল “পরের দুঃখ আমার অসহ্য হয়; পরের বেদনা আমি বুঝি; দস্যুর অন্নে প্রতিপালিত হই না কেন, পরকে বিপদে রক্ষা করিতে নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নই;— আপনি এমন কথা বলিলেন কেন?” প্রসন্ন বাবু বলিলেন “তুমি পরোপকারিণী তাহা এত করিয়া বুঝাইতে হইবে না। আমাকে যদি আজ হত্যা করিতে না পার, তবে তোমার দশায় কি হইবে? তুমি এখানকার সকলের কাছে আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচিতা, আমি তাহাতে এপর্য্যন্ত ভাল মন্দ কিছুই বলি নাই, ইহার পর যে কি বলিব, তাহারও স্থির হয় নাই।” যুবতী নীরবে রহিল, যুবতীকে নীরব দেখিয়া প্রসন্ন বাবু বলিলেন “সে কথায় এখন দরকার নাই; আমি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য তাহার উত্তর দিতে, যদি তোমার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, বল দেখি, তুমি কে?” যুবতী প্রসন্ন বাবুর কথায় সত্বর উত্তর দিতে

পারিল না, ক্ষণেক ভাবিল ; তার পর বলিল "আমি যেই হই না কেন, দিগম্বরের কেহ নই।"

"দিগম্বরের কেহ নও,—তবে তুমি কে?" যুবতী বলিল আমি কে, তাহা আমি ইহার পূর্ব্বে কোন ভদ্র সন্তানকে বলি নাই ; সেই কথা কয়েকটি একজন ভদ্র লোককে বলিব বলিয়াই, এপর্য্যন্ত সংসার ত্যাগ করি নাই। আপনি শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন ; না বলিব কেন? শুনুন ; কিন্তু এ রাত্রিতে তাহা প্রকাশ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা না করিলে আমি তাহা বলিতে চাহি না।" প্রসন্ন বাবু কহিলেন প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছ ; নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রকাশ করিব না ;—বল।" হীরা বলিল "কতদিন ঠিক স্মরণ হয় না ;—বোধ করি ষোল সতের বৎসর হইবে,—একখানি পাল্কীতে একটি স্ত্রী লোক,—একটীর বয়স পাঁচ বৎসর, অপটীর তিন বৎসর—দুইটি কন্যা সঙ্গে করিয়া কাতলাদীঘীর মাঠ দিয়া যেখানে হউক যাইতেছিল, পাল্কীর সঙ্গে বরকন্দাজ ছিল। পথে ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে, বেহারারা পাল্কী লইয়া দিগম্বরদের বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে, তাহারা আর যাইতে পারে নাই, রাত্রিতে আহার করিয়া সকলে ঘুমাইলে দিগাম্বরেরা আটজন বেহারার আর দুইজন বরকন্দাজের গলায় ছুরি দিয়া খুন করে : সঙ্গে একজন চাকরাণী ছিল, তাহাকে আর দুইটী বালিকাকে আর সেই স্ত্রীলোকটীকে কি ভাবিয়া—জানি না —মারে নাই। স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া শেষে ধর্ম্ম নষ্ট করে, সেই ঘৃণায় সে, সেই কাতলাদীঘীর জলে লাফ দিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছে। বালিকা দুইটী আর চাকরাণীটী দিগম্বরদের

বাড়ীতেই রহিয়া গেল ; চাকরাণীটি দুই বৎসর হইল মরিয়াছে। বালিকা দুইটির মধ্যে একটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে, যেটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে সেটির বয়স বিশ বৎসর হইয়াছিল। আমি যেমন আপনাকে বাঁচাইয়াছি, সেও এই রকমে একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকে বাঁচাইয়াছিল, তাই জানিতে পারিয়া দিগম্বরের ছোট ভাই দুই বৎসর হইল, "চল্ তোর মায়ের কাছে তোকেও রাখিগে" বলিয়া তাহাকে দীঘীরজলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। আমি তাহার ছোট ভগিনী, আমার মরণ হয় না কেন? জানি না। দিদিকে সেই দশায় মরিতে দেখিয়া, একদিন আত্মহত্যা করিতে দীঘীর এক বুক জল পর্য্যন্ত নামিয়াছিলাম, কিন্তু অপঘাতে মরিলে অগতি হয়, এই ভয়ে মরিতে পারি নাই! বৃদ্ধা চাকরাণীর কাছে শুনিয়াছি আমি এই ভগীরথপুরের দেবানন্দ বাবুর মেয়ে!"

বিজ্ঞান।

নূতন টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার গণনা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ প্রেরণের যেরূপ নূতন টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এমন অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। একটু বিবেচনা করিয়া পুত্র পৌত্রাদির বিবাহ দিতে পারিলেই অতি অল্প সময় মধ্যে সংবাদ পাঠান যাইতে পারে। আপনার বাড়ী ত্রিবেণী, আপনার বৈবাহিকদ্বয়ের বাড়ী, এঁড়েদহ ও শান্তিপুর; তাঁহাদের বৈবাহিকগণের বাড়ী, বর্দ্ধমান, মেহেরপুর, বৈঁচী, কোন্নগর, কলিকাতা, নৈহাটী, বারাসত, ইত্যাদি। আপনি আপনার কনিষ্ঠা কন্যাকে দিয়া নবপুত্রবধূকে বলিয়া দিলেন "মেহেরপুরের মল্লিকদের নামে শক্ত নালিশ হবে শুনিতেছি, এ কথা যেন, বৌমা শান্তিপুরে উহাঁর বাপের বাড়ীর কাহাকেও না বলেন ;" পর পর দিন আপনার বৈবাহিক নিশ্চয় আপনাকে পত্র লিখিবেন, "আমাদের নামে নালিশ হইবে আপনি বলিয়াছেন, সারেওয়ার বলিয়া বাধিত করিবেন।" দেখুন বিজ্ঞান বলে কিরূপ আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে

বুঝেও বুঝিনা।

কেন বুঝিনা। কালের ধর্ম্মে বুঝিনা, মনের দুর্ব্বলতায় বুঝিনা; ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে বুঝিনা।

কালের এমনি মোহকারিণী শক্তি যে, আমরা তাহার পরাক্রম বুঝিতে পারি অথচ নিবারণের চেষ্টা করি না; প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কালের বশীভূত হইয়া আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তথাপি তাহার বাধ্য হইতে যত্নের ক্রটী করিতেছি না। মনে ভাবি যে এই ভাবে থাকিলেই সুখী ও সভ্য হইব কিন্তু এটী বিবেচনা করিনা ইহাতে ক্ষতি, কি লাভ। লাভ যে নয় ইহা বিবেচনারও অপেক্ষা করে না. প্রত্যক্ষ সেইটী জানা যায়, এমন কি দুই চারি দিবস সেই ভাবে চলিলেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝিয়া কি হইবে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য সুতরাং বুঝিয়াও বুঝি না।

আবার মন এত দুর্ব্বল যে সহজেই অন্যের বশীভূত হইতে ইচ্ছা করে। আজ শুনিলাম, অমুক বাবু দ্বাদশীতে দরিদ্র দিগকে মুষ্টি পরিমাণে তণ্ডুল দিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য রায় বাহাদুর হইয়াছেন, অমনি আমার মন চঞ্চল হইল ভাবিতে লাগিলাম কিসে তাঁহার নিকট পরিচিত হই, কিসে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমাতে পতিত হয়। দিবা রাত্রি এই ভাবিয়া শেষ স্থির করিলাম ইহাঁর গুণ কীর্ত্তন করি, কিন্তু সে কীর্ত্তন তাঁহার কর্ণে প্রবেশকরাণের উপায় কি? অমনি আমার দুর্ব্বল মন বলিল; সংবাদপত্র, আমি তাহাই গ্রাহ্য করিলাম, আনন্দে গদ্‌গদ হইলাম; গোপনে হাঁসিলাম, মনকে ধন্যবাদ দিলাম, বেশ যুক্তি, কিন্তু এটী বিবেচনা করিলাম না যে সেই বাবু সম্বাদ পত্রের বার্ষিক মূল্য ক্ষতি স্বীকার করেন কি না। আবার যদিও কালের বশীভূত হইয়া করেন, কিন্তু পড়েন কি না,

যদিও পড়েন তবে বুঝেন কি না। তাহা করেন, পড়েন, বোঝেন, তাহাতে আমার উদ্দেশ্যের কি হইবে? আমার মতন কত লম্বু-চেতা লোক তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে; কতলোক তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য, তাঁহার দ্বারবান্ ও খানসামার উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের কল্যাণে স্বস্ত্যয়ন করিতেছে, আমি তো কেবল কয়েকটী কথা তাঁহার অনুকূলে লিখিব মাত্র, এতে আর তাঁর মন কতই ভিজিবে।,, সে যুক্তির অন্যথা করা কার সাধ্য? কাজে কাজেই লিখিলাম, ফল যাহা হইবার তাহা হইল, সুতরাং আমার সে ভরসা বিফল হইল; কিন্তু মন বুঝিল, কৈ? মনে ভাবিলাম এরূপ হইয়া থাকে, প্রকৃত দেশ হিতৈষী মহোদয়েরা নিজের সুখ্যাতি স্বকর্ণে শুনিলে অত্যন্ত বিরক্ত হন, আবার ভাবিলাম যিনি মুষ্টি তণ্ডুল দরিদ্রদিগকে দান করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার দ্বারা সমুদ্র শোষকের উদর কতই পূর্ণ হইবেক। যাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি, টাইটেল, সমুদায়ের মূল এক মুষ্টি তণ্ডুল, তিনি আর আমাকে কতই অনুগ্রহ করিবেন। কিন্তু এতেই কি আমার চঞ্চল মন শান্ত হইল, পুনরায় বলিল। যত্ন কর অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। এতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বুঝিয়াও বুঝি না।

পাঠকগণ অবশ্যই বলিতে পারেন যে তবে এটী উচ্চ শ্রেণী (১) লোকের পক্ষে নহে, তাঁহাদের মন অত্যন্ত প্রশস্ত কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেমন রায়বাহাদুর মহাশয়ের অনুগ্রহলাভজন্য ব্যাকুল হই, তাঁহারা আবার তাঁহার সৌভাগ্যশ্রীর অংশভাগী হইতে ব্যাকুল হন, সুতরাং সকলেরই মন লঘু। কেহই বুঝেন না। যদি তাঁহাদের মন প্রশস্ত হইবে, যদি তাঁহারা বুঝিবেন, তবে আর পরের শ্রীতে কাতর হইয়া, ষ্টার অব ইণ্ডিয়া হইতে অভিলাষী হইবেন কেন? আর ধনী দিগকে দান করিয়াই বা সুখ্যাতি রটা-

(১) এখানে অর্থশালীদিকেই বুঝাইবেক।

হইবেন কেন? অযথা স্থলে দান করিলে যে দানের ফল নাই তাহা, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন: তবে দান করেন কি জন্য; সেটা তাঁহাদের বুদ্ধির ভ্রম; সুতরাং তাঁহারাও আমাদের মত; লম্বুচেতা ও বুঝিও বুঝেন না।

আর ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে যে বুঝিনা, তাহাও দেখুন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ৫। ৭ টাকা বেতনে কোন জমিদারের কার্য্য করিতেন, তাহাদ্বারা পরিবার প্রতিপালন, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি দেব ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়া, উত্তরাধিকারী বর্গের জন্যেও কিছু কিছু স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেন, আমরা এখন তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বেতনে কার্য্য করি, অথচ আহার চলা কঠিন।

এর কারণ ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এতে অনেকে বলিতে পারেন যে তাঁহারা বিশেষরূপে উপরিলাভ করিতেন সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সকলই সম্ভবে। এ কথা আমিও স্বীকার করি; এবং এখন যে উপরি প্রাপ্তি নাই তাহাও নয়। অনেকের মোটা বেতনে পোষিয়া যায়; আবার অনেকে সাধ্যমতও ক্রটী করেন না। কৈ? তাহাতেও তো তাঁহারা সংসারে উন্নতি পক্ষে ততদূর কার্য্যকারী হয়েন না; এতে অবশ্যই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইবেক।

সেই পরিবর্ত্তনটী কিসে ঘটিল, তাহা যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না এমত নহে। বিলক্ষণ বুঝিতেছি; প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; অথচ নির্ব্বোধ ও অন্ধ হইয়া আছি। কারণ যে সকল কার্য্য আমাদের স্বর্গীয় কর্ত্তারা অতি অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিয়া সংসার স্থায়ী উন্নতি পক্ষে চেষ্টা করিতেন, সেই সকল অস্থায়ী বিষয়ে এখন আমরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করি অথচ সংসারের নিতান্ত উপযোগী বিষয়ে তত মনোযোগ করি না ও তাহা ঘটাও সুকঠিন

হয়। তাহার প্রমাণ দেখুন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক ধর্ম্মকার্য্য করিয়া নিজের ব্যবহারিক দ্রব্য অতি সহজে অর্থাৎ দেড টাকা দামের পোসাকী ধুতি, ছয় আনার জুতা, চারি আনার ছাতা ও আট আনার চাদর ব্যবহার করিতেন; অথচ তাঁহাদের সভ্যতা বজায় থাকিত। আমাদের আর এখন সে দিন নাই। এখন আমাদের মধ্যে উনিশ শতাব্দী প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং আমাদের তিন টাকার অথবা কম পক্ষে আড়াই টাকার ধুতি; চারি টাকার উর্ণি; দেড় টাকার ছাতা ও তাহার উপর বাধ্য হয়ে ছয় আনার শাদা কাপড় নূতন সময়েই লাগাইতে হইবে, নইলে সভ্যতার হানি হয়; জুতার উপর আবার বিশেষ দৃষ্টি; চিনেম্যানের হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা কঠিন ব্যাপার অগত্যা লালবাজারের, আবার তাতেও কাহারও এমনি বিপদ যে, মধ্যে২ তাহাতে কালী ঘর্ষণ করিতে হয়। যাঁহারা সহরে থাকেন তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে দুই, এক আনা খরচ করিয়া অনায়াসে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হন। আমরা পল্লিবাসী, এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ওটী আমাদের পক্ষে কত বড় কঠিন ব্যাপার; প্রায় এক আনার আহার্য্য ঐ কার্য্যে জীর্ণ হয় সুতরাং ওবিষয়ে বিশেষ ব্যয়।

আরও দেখুন পূর্ব্বের ওল্ডম্যানেরা, আল্বর্ড, গিলবার্ড প্রভৃতি কেতার কিছুই জানিতেন না। যদি কাহারও মনে কখনও স্বকীয় পৃষ্ঠলম্বিত বেণীর অথবা স্কন্ধাচ্ছাদিত বাবরির চাক্‌চিক্য করিতে ইচ্ছা হইত সেটী এক আনা দামের কাষ্ঠনির্ম্মিত চিরনিদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত; সেই যায়গায় আমাদের ছয় আনার ব্রস, তাহার সঙ্গে চারি আনার এক খানি একপিটে রবরের চিরুণীর আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত চিরুণি দ্বারা যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না এমত নহে তাতে মন মানে কৈ? তাতে কি আর অসভ্যতার নিবারণ

হয়। মধ্যে থাকিয়া আর একটী উপসর্গ আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে সেটী জামা, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যয় বাহুল্য। যদি কোন পাঠক ইহাতে বলেন যে এত বিবেচনা করিয়াও সে কার্য্য করেন কেন তাহাতে আমার উত্তর এই ব্যবহারের পরিপবর্ত্তন; নইলে অসভ্য বলিয়া সমাজে গণ্য হইতে হইবে। এইরূপ সন্তান হইলে আমরা কাচনির্ম্মিত পয়োধরে দুগ্ধ পান করাই পূর্ব্বে সেটী ছিল না; আর২ কত আছে এই ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাহা লিখিয়া শেষ করা যাইতে পারে না, এসকল ব্যবহার করিতে যে আমাদিগকে কেহ উপদেশ দেয় এমত নহে স্বতঃই আমাদের মনে এই গুলি উদয় হয়; এতে যে ক্ষতি হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু তথাপিও এইরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় সুতরাং আমরা বুঝেও বুঝিনা।

যাহা যাহা লিখিলাম এ সকলই আমাদের ক্ষতিকারক এখন একটী লাভ জনক বিষয় বলিয়া পাঠক গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

ওদিকে তো আমরা এই; কিন্তু আমাদের উপরচালাকীটুকু এমন আছে যে স্বয়ং চানক্যও পারেন কি না সন্দেহ, সেই চালাকীর দ্বারা আমরা একটী লোভ করিতেছি সেটী পিতা, মাতাকে ফাঁকি দিয়া বিষয় স্থলে পরিব্যার লইয়া যাওয়া। পূর্ব্বে যাঁহারা বিষয়াদি করিতেন; তাঁহারা তদুৎপন্ন অর্থ দ্বারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, কুলীন ভগিনীপতি প্রভৃতি পরিবার বর্গের অভাব মোচন ও প্রতিপালন করিতেন। আমরা এখন সে দিকে যাই না; তবে কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বলে পিতা, মাতার সহিত কিঞ্চিৎ সম্পর্ক রাখি। যদি পিতার হঠাৎ মৃত্যু হয় তবে মাতার কিছু সৌভাগ্য উদয় হয় বটে, নইলে কীর্ত্তনেদের বাসা প্রহরীর মত বাটীতেই থাকেন; আর প্রিয়তম পুত্র ও প্রিয়-

তমা পুত্রবধূ উভয়েই চাকরী করিতে যান; পুত্র মহাশয় যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন সমুদায়ই বধূমাতার; কালে কস্মিন্ যদি সংসারে অনাটন বশতঃ কখনও পিতা পুত্রকে একখানি পত্র লিখিয়া কিছু প্রার্থনা করেন; অমনি পুত্র রাগিয়া বলেন বুড়ো হলেই ছাড়ে পায়; আমি এই বিদেশে কষ্টে আছি, বাসা খরচ চলাই ভার তাঁকে আবার কিদিবো। তিনি একথা না বলে পারেন না। শেষে তাঁহার ওয়াইফ্ বেজার হইবেন; এদিকে আবার পত্রের উত্তর দিতে হইবে নইলে লোকে হাঁসে সুতরাং একখানি ব্যারিং পত্রে লিখিয়া দিলেন যে, আপনার পিতামহের কালীয় যে ব্রহ্মোত্তর কিম্বা নাখরাজ আছে তাহার প্রায় চল্লিশ বৎসরের খাজানা বাঁকি তাহা আদায় করিয়া নিয়মিত রূপে খরচ করিবেন এবং তন্মধ্য হইতে সারে এগারটী টাকা অমুক বাবুকে দিবেন তাঁহার নিকট আমি ঐ কয়েকটী টাকার ঋণী আছি। পিয়োন যথা সময়ে পত্র লইয়া দিল পিতা পত্রের কথা শুনিয়াই হাতে আকাশ পাইলেন; কিন্তু ব্যারিং দেখিয়া অবাক্, খুলিয়া পড়িলেন চক্ষুস্থির, একি এযে পঞ্চাশ বৎসরীয় বেদখলী সম্পত্তি যাহা হউক ভাগ্যে যা থাকে বলিয়া উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পিয়োনকে কোন মতে চারিটী পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন।

এদিকে পুত্র মহাশয় মনেং ভাবিলেন যাঁহাদিগের দ্বারা জন্ম, বৃদ্ধি সুখ স্বস্তি, তাঁহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করাটা তত ভালবোধ হয় না। তা-কি করি ও বিষয়ে আস্থা দেখিলে বাটীর মধ্যে ওঁরা বড় বিরক্ত হন। যাহউক এবার তো এক উড়ো চালাকীতে সাম্‌লে নিয়েছি পরে যা হয় তা হবে, একদম, হাজার উমেদ, কিন্তু এটী বুঝিলেন না যে তিনি যে চালাকী অন্যের দুর্ব্বোধ বলিয়া প্রয়োগ করিলেন সেটী সকা... ...ঝিল। যাহা-

হউক সকলে বুঝুক আর নাই বুঝুক আমাদের তো বিলক্ষণ লাভ এই লাভের জোরেই আমরা অন্যান্য ব্যয় স্বচ্ছন্দে চালাইয়া লই। তবে আমরা কিসে বুঝিনা? কেবল অন্নের সময়; সুতরাং বুঝেও বুঝিনা।

উন্মাদিনী।

আমি উন্মাদিনী প্রখর রমণী
গৃহিণী নইরে নইও যোগিনী
নই বর্ষীয়সী অশীতি বয়সী
নইও সরলা বালিকা রূপসী
কুমারী কিশোরী প্রৌঢ়া প্রবীণা
গুরু নিতম্বিনী ন-ধর যৌবনা
নই অরসিকা নই রসবতী
নই কলঙ্কিনী নইও অসতী
পতি নাই কভু বিধবাও নই
অনূঢ়া তথাপি বিবাহিতা হই
বটি কুলবতী থাকিনা ত কুলে
হাসি নাচি গাই কাঁদি মনখুলে
পরিনা বসন চির উলঙ্গিনী
চলি, পদ ভরে অধীরা মোহিনী
ফেলি গুরু শ্বাস উঠে ভীম ঝড়
তরতর করি উথলে সাগর!
ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি ঘন ঘন!
খসে মেঘ মালা টলে ত্রিভুবন!

তীব্র কটাক্ষেতে নিখিল নেহারি
নব জলধরে চপলা সঞ্চারি!
খল্ খল্ হাসি ক্ষরে অগ্নি রাশি!
চন্দ্র সূর্য্য আলো পলকে বিনাশি!
গ্রহ তারা জ্যোতিঃ চকিতে নিভায়!
বজ্র তেজোরাশি মিলাইয়া যায়
শেষে জল নিধি জল ধারা কাশে
যায় দ্রব হয়ে টল টল ভাসে
অনল প্রবাহে অনল উচ্ছ্বাসে
কত সৌর সৃষ্টি হয়ে যায় নাশ
দহে সুর নর অসুর আবাস!
দহে অভ্রশির অনন্ত বিশাল
দহে বিভাবসু ইন্দ্র দিক পাল
দহে বিশ্ব সৃষ্টি তৃণ আদিকরি
অনলের মাঝে একাকী বিহরি
কত কোটী শত যুগ হয় গত
পুনঃ হৃদয়েতে আপনা আপনি
প্রেমের প্রবাহ ছুটিলে অমনি
ভাবে পূর্ণ হলে হৃদয় আধার
গাই কল কণ্ঠে বর্ষি সুধা ধার!
নিভায় অনল অনল প্রবাহ!
মৃদুল মৃদুল বহে গন্ধ বহ!
জ্যোতিঃ চন্দ্র সূর্য্য ভাতে গ্রহ তারা
হয় সৃষ্টি স্থিতি যেখানে যে ধারা
সাগর ভূধর প্রান্তর আকাশ
দেবতা দানব মানব আবাস

ছিল যেই মত　　হয় তাই সব
ছিল না বলিয়া　　না হয় অনুভব!
দগ্ধ জীবকুল　　হয় সঞ্জীবিত
দগ্ধ তরুলতা　　হয় পল্লবিত
(অমধু কুসুমে　　হয় মধুরাশি!)
সুরভি সৌরভে　　মাতে দশ দিশি।
শাখে শাখে　　ফুটে নানা জাতি ফুল
ঝাঁকে ঝাঁকে যুঠে　　তাহে অলি কুল!
পিয়ে মকরন্দ　　হয়ে মাতও যারা
গুন্ গুন্ রবে　　গায় মধুপেরা!
আনন্দ জগতে　　উথলে আনন্দ
জীবকুল হয়　　মোহ রাত্রি অন্ধ!
মায়া মেঘে ক্ষরে　　সলিলের ধার
আশার কুহকে　　ভুলে ত্রিসংসার!
জীবনের বোঝা　　ভাবনা ভাবিয়া
কামনা করিয়া　　শিরেতে বহিয়া
ভুলে এ সংসারে　　কঠোর যাতনা!
ভুলে সে ভাবিতে　　নরক বেদনা!
" আমার আমার　　আমার সকলি-
" তুমিরে আমার　　প্রাণের পুতলি!
" তুমিরে আমার　　পিপাসার নীর
" তুমিরে আমার　　অকূলের তীর
" স্নেহের প্রবাহ　　প্রেমের পাথার
" সরল সুশীল　　গুণের আধার
" তব মুখ দেখে　　দুখেও সুখী
" এস এস এস　　তোমারে দেখি!

" দেখিবার ধন তোমা না দেখিলে
" শুনিবার কথা তোমা না শুনিলে
" হেরি মর্ম্মময় এহেন নিখিলে!
" তুমিই আমার শ্রবণ নয়ন
" তুমিই আমার মরণ জীবন!
" তুমিই আমার দেহের নিশ্বাস
" তুমিই আমার মলয় বাতাস
" তুমি গঙ্গাজল তুমি বিল্বদল!
" তুমি দেব দেবী তুমিই সকল!

এইরূপ রবে নিখিল ভাসিল!
এইরূপ রবে অখিল হাসিল!
এইরূপ রবে সংসার কাঁদিল!
আমি উন্মাদিনী কাঁদিনু, অমনি-
এক বিন্দু অশ্রু ক্ষরিল, তখনি-
হল রক্ত সিন্ধু অনন্ত ভীষণ
রক্ত ফেন শিরে তরঙ্গ গর্জ্জন!
ভাসে রক্ত স্রোতে পচা মরা কত
অসংখ্য অর্ব্বুদ দুর্গন্ধ অদ্ভুত!
কৃমি রাশি তায় কিলি কিলি ফিরে
গলা মাংসে কীট থক্ থক্ করে
সন্ধিতে শ্রবণে নাশিকা নয়নে
উদরে হৃদয়ে যেখানে সেখানে
অস্থি মাংস পেশি পড়িয়াছে খসি
বিকট বদনে বিকট দশনে
তরঙ্গের তালে নরাসুর গণে

নেচে নেচে ভাসে শোণিত তুফানে!
প্রলয় হিল্লোলে বিকট কল্লোলে
নাচে বসুন্ধরা চরা চর টলে
এই পরিণাম যেই দেখিলাম
উন্মত্ত জীবন নেচে উঠিলাম!
কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড আকাশ পাতাল!
কাঁপে গ্রহ তারা দশ দিক পাল!
কাঁপে অষ্ট বসু যম হুতাশন
কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য বরুণ পবন
কাঁপে আখণ্ডল দেবতা নিকর
কাঁপিল অনন্ত টলে চরা চর!
কাঁপে বৈজয়ন্ত ভেদি অভ্র মার্গ!
ভেদি ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে সপ্ত স্বর্গ!
কাঁপিল কৈলাস ব্যোমকেশাসন!
খসিল সুমেরু শেখর ভীষণ!
হল হুহুঙ্কার করাল গর্জ্জন!
ত্রৈলোক্যের জীব হল অচেতন।
কিবা অন্তরীক্ষ নীলাম্বরে ঢাকা
নক্ষত্র রশ্মিতে একে বারে মাখা
গাঢ় নীল নিভ নব জলধর
সহসা ভাসিল ছাইল অম্বর!
হল কৃষ্ণ পক্ষ অমাবস্যা নিশি!
নিবিড় তিমিরে ঢাকা দশ দিশি!
আবাস প্রান্তর সাগর কানন
কোথায় কি তাহা দেখেনা নয়ন
হেন অন্ধকার কেহ দেখেনাই

হেন ভয়ানক কেহ শুনে নাই
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া হয়েছে শ্মশান
পদ বাড়াইতে নাহি হেন স্থান
ধূধূ শব্দে জ্বলে চিতা অগ্নি রাশি
পোড়ে নর দেহ তাহে রাশি রাশি!
উঠে চিতাধূম দুর্গন্ধ বিকট
পোড়ে আস্ত মাংস শব্দ চট্ চট্!
চিতা মাংস লোভে কুক্কুর শৃগাল
শ্মশান ভূমিতে ফেরে পালে পাল!
করি উচ্চ কণ্ঠ কলহ করিছে
বিকট চীৎকার মেদিনী ভরিছে!
চিতা হতে শব উঠিয়া পলায়
হাসে খিল্ খিল্ অনিমিকে চায়!
পিশাচী প্রেতিনী রাক্ষসী ডাকিনী
ভূত দৈত্য দানা কবন্ধ শাঁখিনী
ফিরে কত শত চিতা পাশে পাশে
দগ্ধ নর মাংস খাইবার আশে!
কেহ চিতা হতে আধ দগ্ধ করে
তুলিয়া উল্লাশে চিবাইয়া খায়!
দশনে নিষ্পেষে অস্থি কড়মড়ে
বিকট চিত্রাহি ঘন ঘন ছাড়ে!

সে ভাব নেহারি থাকিতে কি পারি?
বাড়িল ঔন্মত্ত্য উঠিনু শিহরি!
ছাড়ি হুহুঙ্কার নাচিব আবার
রাখিবনা সৃষ্টি চিহ্ন মাত্র আর।

খুলেদে চিকুর খোল অসিধার !
খোল খড়্গ চণ্ড খোল তলওয়ার !
দেদে দগ্ধ মাংস ঢাল্ সুধা ঢাল্ !
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ পুনঃ ঢাল্ !
কাট্ কাট্ কাট্ ধর্ পুনঃ ধর্ !
ওই পলাইছে ধর্ ধর্ ধর্ !
ছিঁড়ি হৃৎপিণ্ড অসুরের মুণ্ড
দে দে মুণ্ডমালা মেখলা কটিতে
দে-দে দে রুধির খর্পরে রুটিতে !
দে দে দে সুধাদে ঢালিয়া বদনে !
দে দে মহামাংস ফেলায়ে বদনে !
নাচ্ নাচ্ নাচ্ মাভৈ ! মাভৈ !
বাজা বাজা বাজা রণ জই জই !
পিণ্ডরে রুধির ঢক্ ঢক্ ঢক্ !
রঞ্জুক রসনা— টক্ টক্ টক্ !
ধারাবয়ে পড়ে ভাসুক ধরণী
ভাসুক নিখিল কটা দিন মণি
ফেল্‌রে গগন শিখর উপরি
ফেল্‌রে অনন্ত সময়ে সংহারি ;
ফেল্ পরমাত্মা বীজ বায়ু নাশি !
নাশ জল সীমা নাশ অগ্নিরাশি !
হল মহামার সৃষ্টি যায় যায় !
প্রলয় তরঙ্গে গেল কে কোথায় !
প্রতি হুহুঙ্কারে খসে সৃষ্টি অংশ !
প্রতি পদ দাপে প্রতি পৃথ্বী ধ্বংস !

সহসা নিকটে "এ ঘোর সঙ্কটে
রাখ (বিশ্ববিন্দু)," বলি কর পুটে
বিশ্ব মনোহর রজত সুন্দর
পুরুষ প্রধান নবীন কিশোর
দাঁড়াইল আসি ভালে আধ শশী
কণ্ঠে নীল আভা মুখে মৃদু হাসি
কিবা ঢুলু ঢুলু নয়ন মাধুরী
মাখা সরলতা জানেনা চাতুরী
মাখা আনন্দেতে প্রেমেতে বিহ্বল
উলঙ্গ শ্রীঅঙ্গ গভীর অটল!
বিশ্ব মনোহর শান্তির আধার-
হেরিয়া সম্মুখে নাশিত সংসার
ভুলিনু অমনি গাইনু তখনি
" যোগী হে! তোমায় যেন চিনি চিনি
যেনবা কোথায় দেখিছি তোমারে
দেখ দেখি বঁধু! চেন কি আমারে
চিনি চিনি বলে হাসিলে হবেনা
চিন দেখি তুমি কই?
আমি উন্মাদিনী হই!
আমার হৃদয় আছে কিন্তু অনুভব নাই
নয়ন আছে দেখি দেখিনা সদাই!
শুনিনা শ্রবণে বধির ত নই
আছে খাসা নাসা ঘ্রাণ পাই কই?
শরীর আছে নাই প্রহার বেদনা
নাই সুখ দুঃখ ভাবনা কামনা
অভাব সম্ভাব লজ্জা ভয় ক্লেশ!

রীতি নীতি রতি প্রতিভার লেশ
কিছু নাই, কিছু বুঝিতে পারিনা
বুঝালেও বুঝি কই
আমি উন্মাদিনী হই।

আমি —হাসি বটে কিন্তু আহ্লাদেতে নয়,
কাঁদি বটে কান্না দুঃখেতে না হয়!
নাচি বটে কিন্তু কেন যে নাচিনু-
অভিমান করি কেন যে করিনু-
সে সব কিছুই জানি না।

গাই মনে মনে মৃদু কণ্ঠ করি
কি যে গাই তাহা বুঝিতে না পারি
বুঝি না তথাপি মিথিল পাসরি-
সঙ্গীত সাগরে ঢালিলে হৃদয়
তরঙ্গ ভঙ্গ মানিনা!,

ক্ষরে শূন্য হতে গড গড সুধা
মিটিল হৃদয়ে বিশ্ব নাশা ক্ষুধা
ফেলাইনু আসি করাল খর্পর
গল মুণ্ড মালা খসিল সত্বর
নর মণি বন্ধে মেখলা কটির
খসিল আপনি সুখালে রুধির!
গেল অগ্নি কুণ্ড ভয়াল শ্মশান
শান্তি সুখাসনে বিশ্ব অধিষ্ঠান!
বাজিল বাঁশরি ঝঙ্কারিলবীণা
নাচিল নর্ত্তকী সুর বরাঙ্গনা
ফুটিল নন্দনে পারিজাত রাশি!
ছুটিল সৌরভ মোহি দশ দিশি।

উথলে অমিয় স্বর সুধা হ্রদে
উথলে আনন্দ অখিলের হৃদে
আমি উন্মাদিনী আপনা আপনি
" যোগী হে! তোমার যেন চিনি চিনি
যেন বা কোথায় দেখিছি তোমারে
দেখ দেখ বঁধু! চেন কি আমারে?"
এই প্রেম গান অনন্ত তানেতে
অনন্ত হৃদয়ে অনন্ত প্রাণেতে
গাইব অনন্ত কোটী কোটী যুগ
অনন্ত অখিলে সঞ্চারিয়া সুখ!
আকাশে সাগরে প্রান্তরে গহ্বরে
নক্ষত্র চন্দ্রেতে রবি মণ্ডলেতে!
শ্মশানে মশানে সৌধে কুঞ্জ বনে
কন্দরে পুলিনে নিবিড় গহনে-
করাল কেশরি শার্দ্দূল শ্রবণে
গাইব করিয়া সুখ কল ধ্বনি-
—" যোগি হে! তোমায় যেন চিনি চিনি-
যেন বা কোথায় দেখিছি তোমারে
দেখ দেখি বঁধু চেন কি আমারে?
চিনি চিনি বলি হাসিলে হবে না।
চিন দেখি তুমি কই?
আমি উন্মাদিনী হই!

২৮

পরিণামে এই তীরে ত্যজি বীর কলেবরে
ব্রহ্মাণ্ডের সুখ স্থান নন্দন সৌরভ মান
ত্রিদিব সুবর্ণ ধামে গেছে আর্য্য গণ।
এই তীরে চিতাগ্নিতে আর্য্য দেহ ভস্ম হতে
পতিত পাবনি! তুমি- দেখেছ তখন!

২৯

সে কালের কথা যত আছ তুমি অবগত
তাই আমি মা তোমারে শুধাই বিনয় করে
বল আর্য্য বিবরণ শুনি সবিশেষ।
দেব তুল্য তেজস্বান্ আর্য্যবংশে কুসন্তান
কেন মোরা? কোন্ পাপে পাই এত ক্লেশ?

৩০

হায়! মোরা কোন্ পাপে, কিম্বা কোন্ অভিশাপে
তেজো বীর্য্য হারাইয়ে পরাধীন হীন হয়ে
দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠে পরেছি না জানি!
কোন্ কর্ম্ম ফলে হায়! দাসত্ব মিলাদায়!
পথের কাঙ্গালি হয়ে ফিরি গো জননি!

৩১

যুবক নীরব হল তরঙ্গিনী উথলিল
কাঁপিল সৈকত মর্ম্মরিল তরু শির
টলিল মেদিনী যন টল টল করি
বহিল শ্বসনে যন, মলয় সুসমীরণ
সুগন্ধি কুসুম স্নিগ্ধ সৌরভ আহরি!

৩২

স্বর্গীয় সমীরে ভাসি নন্দন সৌরভ রাশি
চৌদিক্ বিধৌত করি মোহিল ভুবন!
তালে তালে সুশিঞ্জিনী, মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি
বীণারনিক্কন বেণু, বাজে বাজে ঝুনু ঝুনু!
দুন্দভি শঙ্খের ধ্বনি হইল তখন।

৩৩

বিমল প্রবাহ পরে মেঘ টল টল করে
অচল চপলা মালা ভাসিল তাহায়!
চল তরঙ্গের শিরে, কাঞ্চন নলিনী পরে
কাঞ্চন প্রতিমা খানি, বিশ্ব কুশলিনী ধনী
ভীষ্মের জননী সুরধুণী শোভাপায়।

ক্রমশঃ

দিগম্বরের অতিথিসেবা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জীবন মৃণাল এই ছুরিকায়,
কাটিব করিছি সার।,,

বিস্মিত হইয়া প্রসন্ন বাবু হিরার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আরও বিস্মিত!—কহিলেন "রমেশ বাবুর নাম শুনিয়াছ?,, "শুনিয়াছি,, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ।,, তুমি রমেশের ভগিনী।,, প্রসন্ন বাবু স্থির দৃষ্টে রমণীকে নিরীক্ষণ করিলেন। প্রসন্নর হৃদয়ে আঘাত বাজিল, মর্ম্মে পীড়া হইল একটু কৌতুহল বাড়িল। প্রসন্ন কোন কথা না কহিয়া কোন দিকে না চাহিয়া

অনেকক্ষণ আপন মনে ভাবিলেন। আবার চাহিলেন, আবার ভাবিলেন, সমাধ্যায়ী রমেশকে বারম্বার মনে পড়িল, রমেশের কার্য্য, কথন, চলন, উপবেশন সমস্ত মনে পড়িল, স্ফুরিত মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল।

অনেকক্ষণ পরে প্রসন্ন বাবু রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা, না বিবাহ হইয়াছে?, যুবতীস্ত্রীকে যুবা পুরুষ এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী কি উত্তর করিবে? তোমার আমার মত যুবতী হইলে হয়ত লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বসিতে পারে কিন্তু হিরা তাহা করিল না সে নিরীহ অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর ন্যায় উত্তর দিলে চলিবে না জানিয়া কহিল "আমি বিধবা।,, প্রসন্ন বাবু সরল লোক, হিরার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ সহকারে কহিলেন "বিবাহ কোথায় হইয়াছিল?,, স্বামীকুলে আর কে আছে?" হিরা মুখ-রার মত যন্ত্রণাভিভূতারমত উত্তর করিল "বিবাহ যমালয়ে হইয়াছিল স্বামীকুলে যম আছে,, প্রসন্ন জানিতে পারিলেন হিরার বিবাহ হয় নাই সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন কহি-লেন জানিলাম তোমার বিবাহ হয় নাই ভাল বিবাহ হইলে কোন হানি আছে?,, হিরা তিলার্দ্ধও চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হানি আছে,, প্রসন্ন। হানি কি শুনিতে পাইনা? হিরা। এখন নহে কাল্ প্রাতে সকলে যখন শুনিবে আপনিও তখন শুনিতে পাইবেন। প্রসন্ন বাবু নীরব হইলেন।

রাত্রি শেষ প্রসন্ন বাবুর তন্দ্রা আসিল। প্রসন্নচন্দ্র ক্ষণ মধ্যে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পর্য্যঙ্কের উপরে ঢুলিয়া পড়ি-লেন। হিরার নিদ্রানাই বাহ্য জ্ঞান নাই চক্ষু স্থির, বিস্ফারিত চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলসিতেছিল! নাসিকায় অগ্নি শিখার তুল্য ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল। হিরার দর্প্তি, স্নেহ, করুণা আশা পিপা-

সাদি পরিশূন্য বজ্রসূচক বিদ্যুদ্দাম তুল্য ভয়ানক ! শ্মশানপ্রজ্বলিত লোলজিহ্ব চিতাগ্নিতুল্য ভয়ানক !

হিরা উৎকট চিন্তায় উৎকট যাতনায় অধীরা হইয়াছিল হিরার মর্ম্মে বৃশ্চিক দংশন করিতেছিল, শিরাবাহিনী রক্তস্রোত ধমনী অভিমুখে খরবেগে ধাবিত হইতেছিল, প্রতিকেশকূপ হইতে প্রতিলোমকূপ হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। হিরা উৎকট যাতনায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া সহসা বিকট হাসি হাসিল। স্থির ভাবে বসিয়াছিল পদ দ্বয় বিস্তার করিয়া বসিল ; মস্তকের অবগুণ্ঠন হৃদয়ের বসন খুলিয়া ফেলিল কবরী খুলিয়া কেশ পাশ আলুলায়িত করিয়াদিল। হিরা আবার হাসিল, ক্ষণমধ্যে হিরারঅবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিল ! হিরা বিকারপ্রচ্ছন্নার মত প্রলাপবকিতে লাগিল। " কোথায় যাইব, যাইব না। আমার বিবাহ,কে বিবাহ করিবে ? আমি অপবিত্রা, আমাকে যেন কেহ স্পর্শ করে না, খপরদার স্পর্শ করে না। উঃ ! পাপাত্মা ! দুরহ ! দুরহ ! দুরহ !—ছি ! ছি ! ছি ! সংসারে আমি অপবিত্রা, তবে আর কেন আর কি জন্য ! আমি চলিলাম জন্মের মতন সংসার ছাড়িয়া চলিলাম। জীবনে কাজ কি ? জীবন চাহি না,অপবিত্র জীবন চাহিনা,জীবন বোঝার মত বোধ হইতেছে,আর বহিতে পারি না।, নিকটে সিন্দুর পেতেছিল হিরা তন্মধ্য হইতে তীক্ষ্ণ ধার খুর বাহির করিল। হিরা আলুয়িত কেশা, যেন রাক্ষসীর মত হইয়াছে " আত্ম হত্যা করিব, আত্ম হত্যায় পাপ হয়, অগতি হয়, জন্মান্তরে, এখনত নয় ? জন্মান্তর ! কিসের জন্মান্তর? জন্মান্তরত আমি দেখিতে আসিব না,জন্মান্তর কি আছে ? থাকিলেও আর থাকিতে পারি না সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলিতেছে, আর থাকিব না বড় যাতনা, অসহ্য যাতনা মাগো !,, হিরা নিজ কণ্ঠে ক্ষুর বসাইয়া সজোরে টানিয়াছে। হিরার মুণ্ড পল্লবের মধ্যে

গ্রীবারদিকে লট্‌কাইয়া পড়িল! হিরা আছাড়িয়া পড়িল! রক্ত-স্রোতে ঘর ভাসিয়া গেল হিরা প্রাণ ত্যাগ করিল।

দিগম্বরের পিসির নিদ্রা ছিল না গৃহ মধ্যে বিকট শব্দ হওয়াতে সে মনে করিল হিরা কার্য্য শেষ করিয়াছে প্রসন্ন বাবুকে খুন করিযাছে।,, সে দ্রুতপদে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। হিরার নাম করিয়া কয়েকবার আস্তে আস্তে ডাকিল, হিরাকি জীবিতা আছে তাই উত্তর করিবে? দিগম্বরের পিসি দেখিল মুরি দিয়া রক্তস্রোত বাহিরে আসিতেছে। হিরা সাড়া দেয় না কবাট খোলে না, আবার ডাকিল আস্তে আস্তে কবাটে আঘাত করিল তত্রাচ কাহারও শব্দ নাই। সন্দেহ হইল, তবে হিরাই খুন হইয়াছে। প্রথমে সন্দেহ তার পর নিশ্চয়। পাপিয়সী অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল "তোমরা উঠ গো সর্ব্বনাশ হয়েছে।,, এই চিৎকারে বাটীর অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অনেকে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল " কি সর্ব্বনাশ?,, খুন হয়েচে:,, হিরাকে খুন করিয়াছে।,, সত্যবটে মুরি দিয়া রক্ত আসিয়া বারান্দা ভাসিয়া গিয়াছে।,, কবাটে আঘাত প্রথম আঘাতে শব্দ নাই দ্বিতীয় আঘাতে প্রসন্নর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। একি? ভয়ানক। প্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন শীহরিয়া উঠিলেন, কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন। বাহিরে কবাট খোলার জন্য ডাকা ডাকি করিতেছে কবাট খুলিয়া দিলেন। যথার্থ খুন করিয়াছে। কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলনা প্রসন্ন খুন করিয়াছে ইহাই নিশ্চয়।

গোলে মালে রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতে পুলিস আসিয়া আশামী ফরিয়াদি খুন প্রমাণ সমস্ত বিচারপতি মাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবের কাছে চালান দিল। দিগম্বর স্পষ্ট এজাহার করিল "আমার ভগিনীকে প্রসন্ন বাবু হত্যা করিয়াছে।,, নাপিত বৌ

স্পষ্ট এজাহার করিল "খুন করিতে আমি দেখিয়াছি!,, প্রসন্ন এজাহার করিলেন "আমি খুন করিনাই আমি এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গ কিছুই অবগত নাই।,,

হত্যার প্রাসঙ্গিক ঘটনা সমূহে প্রসন্ন যথার্থ অপরাধী, বিচার পতি প্রসন্ন চন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। প্রসন্ন আত্ম নিরপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কিছু হইল না। প্রসন্ন বিচারকের বিবেচনায় কৃতাপরাধ সুতরাং তাঁহার প্রাণদণ্ড সাধনের দিন অবধারিত। আগামী তেসরা নবেম্বর বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় প্রসন্ন বাবুর ফাঁসি হইবে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"সংসারের লীলা খেলা ফুরাল আমার।,,

রাত্রি প্রভাত হইলে প্রসন্ন বাবুর রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ড হইবে, প্রসন্ন কারাগারের এক রুদ্ধদ্বার অন্ধকারাবৃত কক্ষমধ্যে অতি দুর্দ্দশায় মৃতবৎ মৃদাসনে বসিয়া আছেন খড় খড় নিশ্বাস পড়িতেছে। মৃত্যু আসন্ন তাহাতে তত দুঃখ নাই। "স্ত্রীহত্যার অপরাধী,,এরূপ পরিচিত হইয়া জল্লাদের হাতে পশুরমত ফাঁসিতে মরিতে হইবে তাহাই অসহ্য। মহোপকারিণী যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছে সেই মনস্তাপ অসহ্য। প্রসন্নর একবার স্বদেশ মনে পড়িল গ্রাম মনে পড়িল বৃদ্ধা জননীকে মনে পড়িল প্রাণাধিকা পত্নী প্রাণপ্রিয়তম পুত্রের মুখ মনে পড়িল, পুত্রের কোমলতা পত্নীর সরলতা মাতার স্নেহ বাৎসল্য মুহু র্মুহু স্মরণ হওরাতে প্রসন্নর মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতে ছিল হৃদয় মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল মনোবিকলতায় চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল। প্রসন্ন অন্ধকারময় কারাকক্ষে বসিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। পশুর মত মরিতে হইবে নিকটে অস্ত্র নাই ভাবিয়া আত্মগ্লানিজনিত যাতনায় বড় ব্যাকুল

হইলেন। বিচারপতির নির্ব্বুদ্ধিতায় সংসারে লোকের নির্ব্বুদ্ধিতায় ক্রোধিত হইলেন, সংসার অচিরে উচ্ছন্ন যাউক বলিয়া বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। অন্তিমদশা নিশ্চয় নিকট হইয়াছে ভাবিয়া ঈশ্বরের প্রতি গুরুদেবের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।

আজ তেসরা নবেম্বর। রাত্রি প্রভাত হইল কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কয়েক জন বলবান্ রাজ পদাতি আসিয়া প্রসন্নকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। হতভাগ্য প্রসন্ন রজ্জুবদ্ধকরে চতুর্দ্দিকে রক্ষক বেষ্টিত হইয়া চলিল। বধ্যভূমি লোকারণ্যপ্রায় মাজিষ্ট্রেট, জজ সাহেব পোলিস জল্লাদ দিগম্বর. ভকৎ, সকলেই উপস্থিত। প্রসন্নকে বধমঞ্চে তুলিবার পূর্ব্বে জজ সাহেব রিপোর্ট পাঠ করিয়া কহিলেন "তোমার এসময়ে যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে তাহা বল ?,, প্রসন্ন বলিল প্রার্থনা কিছুই করিতে চাহি না কেবল একবার ভগীরথ পুরের দেবানন্দ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।,, তৎক্ষণাৎ ভগীরথপুরে সম্বাদ গেল ক্ষণমধ্যে দেবানন্দ বাবু উপস্থিত হইলেন। প্রসন্ন দেবানন্দ বাবুকে দেখিয়া আত্ম-হত্যাকারিণী হিরা যে তাহার কন্যা, এই কথাটী দুই চারি কথায় তিনি যতদুর জানেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন, আরও বলিলেন " রমেশ আপনার সন্তান, রমেশ খৃষ্টান হউক তাহার সহৃদয়তায় আমি বড় মুগ্ধ হইতাম। তাহার সহিত যদি কখন সাক্ষাৎ হয় তবে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিবেন। আমার স্ত্রী পুত্র সকলই আছে আপনার বাটীতে আমার যে তোরঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে নগদে জহরাতে কমবেশ দুইলক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। সেইগুলি তাহাদিগকে দিবেন। আর আমার কোন প্রার্থনা নাই।,, দেবানন্দ বাবু চমৎকৃত হইলেন, কহিলেন "আপনি নিরপরাধী সন্দেহ নাই। নিরপরাধের প্রাণদণ্ড, ইহা কম মনস্তাপের বিষয় নহে। আমি জজ সাহেবকে একথা বুঝাইয়া দিতেছি। দেবানন্দ বাবু বিচারক সাহেবকে

সবিশেষ বলিলেন, বলিলেন প্রসন্ন বাবু নিরপরাধী উঁহুর প্রাণ-দণ্ড অন্যায় হইতেছে। সাহেবঘুসখোর নহেন শুপারিসখোরও নহেন সকল বিষয়ে ভাল বুঝেন সুতরাং বলিলেন আপনাকে ক্ষমা করিলাম বারান্তরে ওরূপ কথা শুনিলে আপনি আইনাধীন হইবেন। আসামী সুপারিস করাইবার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিল জানিলে আপনাকে সম্বাদ দিতামনা। উদ্যম বিফল হইল দেখিয়া দেবানন্দ বাবু কি অভিপ্রায়ে জানি না আবার কহিলেন "অাচ্ছা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।" সাহেব জানিতেন ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলে এখনি একটা অনর্থ ঘটিবে ভগীরথপুরের লেঠেল আসিয়া আসামীকে ছিনিয়া লইয়া যাইতে পারে।" সুতরাং সে প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। দেখিয়া শীঘ্র পাল্কী হাঁকাইয়া দেবানন্দ বাবু আপনার গৃহাভিমুখে চলিলেন। বিচারপতির আদেশমত প্রসন্নকে বধমঞ্চে উত্তোলন করাইল, প্রসন্ন এই আমার অন্তিম সময়। প্রসন্ন অক্ষুব্ধ চিত্তে ঈশ্বরকে চিন্তা করিলেন। ইঙ্গিতমাত্রে জল্লাদ প্রসন্নর কণ্ঠে ফাঁসি রজ্জু আরোপ করিয়াদিল অমনি কৌশলময় কাষ্ঠফলক দুইদিকে দুইখানি হইয়া সরিয়াগেল অভাগা প্রসন্ন ঝুলিতে লাগিল।

ভকৎ তাহার প্রসন্ন বাবুর ফাঁসি হইল স্বচক্ষে দেখিল। ভকৎ বিষম শোকে বিষম ক্রোধে উন্মত্ত সিংহের মত হইয়া গর্জ্জন করিল। হাতে তলবারি করিয়া আসিয়াছিল। প্রথমেই দিগম্বরকে দুইখণ্ড করিল, তারপর জজ, তারপর মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিল জল্লাদকে হত্যা করিল দর্শক পোলিস সিপাহি পদাতি যাহাকে তাহাকে আঘাত করিল। কৌশলময় শিক্ষার বলে ভকৎ পোলিসের বন্দুকের গুলি হইতে আত্ম রক্ষা করে, লোকারণ্য হইতে নিঃসৃত হইল। উন্মত্ত ভকৎ দৌড়িল ভাগীরথী তীরাভিমুখে দৌড়িল যাইতে যাইতে যাহাকে সম্মুখে দেখিল তাহাকেই আঘাত করিল। তারপর ভাগীরথীর নীররঞ্জিন্ন তীরভাগে দাঁড়াইয়া আপনার তরবারি আপন কণ্ঠে আরোপ করিল, অমনি প্রবাহ মধ্যে পড়িয়া কোথায় লুকাইয়াগেল।

এই সকল ঘটনার পর বধ্যভূমিতে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইয়া উঠিল। প্রসন্নর অন্যায় প্রাণদণ্ডে ক্ষণমধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ হইল।

সমাপ্ত।

নর-শাসিনী সভা।

রাত্রি গভীর—অনুমান দুইপ্রহর হইয়াছে, ঘোর অন্ধকার—কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না; নগর মধ্যে দুই একটী উদার স্বভাব প্রহরী ব্যতীত সকলেই নিদ্রিত—নিস্তব্ধ নিশীথ সময়। পাশব টাউন হল হঠাৎ গ্যাসালোকে পরিপূর্ণ হইল। তথায় অস্ফুট শব্দের কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল,—ক্ষণপরে গভীর শব্দে কয়েক বার ঘণ্টাধ্বনি হইল, সঙ্গে সঙ্গে পশমি গাউন-পরিহিত দুইটী গম্ভীর মূর্ত্তি-শৃগাল অতি উচ্চরবে একটী মুদ্রাঙ্কিত বিজ্ঞাপন পাঠ করিল। বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে, তাহাদিগের অদ্য একটী সভাধিবেশন হইবে। সভার উদ্দেশ্য জগতে মনুষ্য সৃষ্টির প্রয়োজনাভাব—যদিও সৃষ্টি হইয়াছে, অতঃপর তাহাদের ধ্বংস সাধন বিহিত কি না মীমাংসা করা।, সভাস্থলে মনুষ্য ভিন্ন জগতীস্থ সমস্ত জীবজন্তুর সমাগম হইয়াছে! ইহাদের পূর্ব্বসম্মানানুসারে উচ্চ-নিম্ন আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উচ্চশ্রেণীর বেঞ্চ সকল, মখমল মণ্ডিত। উচ্চশ্রেণীর সুসভ্য পশু সকল লাঙ্গুল লম্বিত করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া গম্ভীরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে! একশ্রেণীর বেঞ্চোপরি জল-পূর্ণ স্ফটিকাধারে জল-জন্তুগণের আসন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পক্ষীদিগের উপবেশন জন্য স্বুবর্ণ দণ্ড সকল তির্য্যগ্‌-ভাবে লম্বিত রহিয়াছে। ময়ূর মহাশয় খস্‌খসে পদদ্বয় উলেন ষ্টকিংএ ঢাকিয়া তাহার উপর করমেসে চীনীয় বুট্‌ লাগাইয়া নূতন সভ্যতার পরিচয় দিতেছেন। এই বেশে তাঁহাকে একবার ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের দৌত্যেবরণ করিয়া ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠাইলেই আকেল

গ্রাম! যাহা হউক উপস্থিত সভার বিলক্ষণ শোভা প্রকাশ পাইতেছে।

উপবেশনক্রিয়া সমাপন হইলে, একটী আরবীয় গর্দ্দভ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত সাহঙ্কারে দীর্ঘ-কর্ণ খাড়া করিয়া প্রগর্ব্ব বাক্ স্ফূরণ করিল—কহিল "হে সুপণ্ডিত সভ্যগণ! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! অদ্য আমাদিগের চিরাভিলষিত "নর-শাসিনী সভার" অধিবেশন। অতঃপর এই সভার কার্য্যারম্ভ হউক,—কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সমস্ত সভ্যগণের মধ্য হইতে আপনারা একটী উচ্চমনা সভাপতি নির্ব্বাচিত করুন। কথা সমাপ্ত হইলে পশু-গণ কেহ কাণ ঝাড়িয়া, কেহ লেজ-নাড়িয়া,—পক্ষিগণ পক্ষ ঝাড়িয়া ঝট্ পট্ শব্দে অনুমোদন-সূচক করতালির কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। পরক্ষণেই বীর পুরুষের ন্যায় অতি গম্ভীর প্রকৃতি সিংহ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল; স্থূল-স্কন্ধের কেশর কদম্ব চোমরাইয়া, একবার করাল-বদন ব্যাদান করিয়া, লোল জিহ্বা প্রদর্শন করত একটী সুদীর্ঘ জৃম্ভন তুলিয়া কথারম্ভ করিল।

"হে প্রিয় সভ্যগণ! এই মাত্র রজকাশ্রয় মহাশয় যাহা ব্যক্ত করিলেন, তৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার পূর্ব্বেই কয়টী আপত্তি আছে—আপত্তি এই যে কুক্কুর-বিড়াল প্রভৃতি হীন শ্রেণীর নখিগণ, গো মেষাদি শৃঙ্গিগণ, এবং অশ্ব গর্দ্দভাদি দন্তি-গণ আমাদিগের সাধারণ শত্রু-মনুষ্য জাতির চির সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, এমনকি, কেহ কেহ স্বীয় অস্থি মাংসের দ্বারা মানুষের উদর পোষণও করিয়াছেন; অতএব তাঁহারা জাতীয় শত্রুর সাহায্য কারিতা হেতু ঘোর অপরাধী! তাঁহাদিগের বিদ্রোহিতা প্রতিপন্নই হইয়াই রহিয়াছে—তবে যদিও এ যাত্রা ক্ষমার্হ হইতে পারেন, কিন্তু কদাচিৎ এরূপ গুরুতর সভার সভাপতিত্ব

খা সম্পাদকতার ন্যায় প্রধান পদের যোগ্য হইতে পারেন না। তবে কাহাকে সভাপতিত্বে ব্রতী করা উচিত? হনূমান্ মহাশয় সকলের পরিচিত বটেন, অপিচ বাল্মীকি নামে একজন প্রাচীন মানুষ ছিল, যদি তাহার কথা শুনা যায়, তবে হনূমান্ মহাশয় শূর-বীর ধার্ম্মিক পুরুষ এবং সভাপতিত্বেরও উপযুক্ত। কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা মানুষের কথা শুনিতে পারি না। তবে কিনা বাল্মীকি সেরূপ মানুষ নহে, সে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত একত্র বাস করিত, তজ্জন্য তাহার সহিত আমাদিগের আত্মীয়তা জন্মে, আত্মীয় বলিয়া তাহার কথাও শুনা যাইতে পারে; আমরা নির্ব্বোধ নহি, অতএব আত্মীয়ের কথা শুনিব। কিন্তু আধুনিক মানুষেরা কি অকৃতজ্ঞ! তাহারা বাল্মীকির মত, বাল্মীকির পথ আশ্রয় করিয়া, বাল্মীকির দোহাই দিয়া তাহাদিগের প্রাচীন রোগানুসারে মহাকাব্যনামে কি একটা ফাঁদ প্রস্তুত করে, সেই ফাঁদ বিস্তার করিবার নিমিত্ত সমালোচক নামধারী আর একপ্রকার মানুষের হস্তে দেয়, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড মানুষ সমালোচক অম্লান মুখে বলিয়া বসে 'এই ফাঁদে এইরূপ কৌশল আছে যাহা বাল্মীকির পিতাও জানিতেন না।' যাহাই বলুক আমি বাল্মীকির কথা ভুলিব না; এ সম্বন্ধে অন্য মানুষের কথা একেবারে অগ্রাহ্য। যাহা হউক বাল্মীকির রিকমেন্‌ডেসন্ অনুসারে হনূ মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা যাইতে পারে! আর এক কথা হইতেছে যে অন্য তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কথা অগ্রাহ্য, কিন্তু মনুষ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের কথা অবশ্য গ্রাহ্য হইবে। যে দিন একজন মনুষ্য-তত্ত্ববিদ্ মানুষ বলিয়াছে, যে মনুষ্যজাতি বানরের রূপান্তরমাত্র, বানরের লেজ খসিলেই মনুষ্য হয়।, অতএব বানরগণ ভাবী মনুষ্য;—অর্থাৎ হনূমান্ মহাশয় আমাদিগের ভাবী শত্রু!—ভাবী শত্রুকে শত্রুবিনা-

শোপযোগিনী একটী সভার সভাপতি বা সম্পাদক করিতে সকলেরই অমত হইতে পারে। অতএব হনুমান্ মহাশয়ও এ বিষয়ে অযোগ্য হইলেন।

"আর মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ও উপরি উক্তরূপ দোষে ঈদৃশ মহৎকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছেন। যে হেতু একজন প্রধান মনুষ্য-তত্ত্ব-বিদ্ মানুব বলিয়াছে যে 'মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ—ইহারা ক্রমান্বয়ে মনুষ্য জাতির সোপান, অর্থাৎ মৎস্য উন্নত হইয়া কূর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ এক এক জীবের ক্রমোন্নতিতে মনুষ্যের উৎপত্তি।, একথাগুলি একজন পূর্ব্বকালের মানুষের বাক্যের মর্ম্মার্থ, একালে বৈজ্ঞানিক নামে এক প্রকার মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা হইলে ম্লবিজারিনে ও শম্বুকাদিকে ছাড়িয়া প্রথমেই মৎস্যের নাম করিতে হয়ত সঙ্কোচ করিত। যাহা হউক সে ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমে নৃসিংহকেও মানুষের পূর্ব্বোপাদান বলিয়াছে, সত্যবটে, একদা আমার একটা রাজা-মানুষ বধ করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, কিছু চাতুর্য্যেরও দরকার পড়ে, তদনুরোধে আমি মানুষের ন্যায় জঙ্ঘাদ্বয় ধারণ করিয়া একস্থানে কৌশলে লুকাইলাম। পরে সুযোগ বুঝিয়া রাজাটাকে নখাস্ত্রে লোকান্তরিত করিলাম। সেই অবধি কোন কোন মানুষ আমার বাহাদুরীর কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, আমাকে বামন নামক একটা আশ্চর্য্য জানয়ারের পূর্ব্বাবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিল; বাস্তবিক সেটা তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। যাহা হউক আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, যে প্রায় সকল জন্তুই কোন না কোন দোষে এ সভার সভাপতি হইতে উপযুক্ত হইতে পারেন না।—তবে আমাকে সকলেই স্নেহ করেন, বলবান্ বলিয়া প্রশংসাও করিয়া থাকেন, শিশু মানুষদিগের পাঠ্য পুস্তকের অনুগ্রহে অনেক রকম কল কৌশলেরও খপর রাখি, আর ভরসা করি শত্রু-বিনা-

শেও কেহই আমার সম কক্ষ না হইতে পারেন। অতএব আমি সমস্ত সভ্যগণের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছি, যে যদি অনুমতি হয়, তবে আমি সভাপতিত্ব ও সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।,,

সিংহের বক্তৃতা সমাপন হইলে, সকলেই মুহূর্ত্ত জন্য অবাক্ হইল, পরক্ষণেই কতকগুলি চাটুকার জন্তু পূর্ব্ববৎ অনুমোদন করিল। অপর কতকগুলি ' মৌনং সম্মতি লক্ষণং ,, প্রদর্শন করিলে, সিংহ, সভাপতি ও সম্পাদক সাব্যস্ত হইল। সিংহ চেয়ার বীস্ট্ (চেয়ার ম্যান) হইলে তখন সভার মন্ত্রিত্ব লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত! সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, ' যিনি যত শক্ত অর্থাৎ মানুষ দমনে সমর্থ তিনি তত মন্ত্রীর কার্য্যের উপ-যুক্ত।, অতএব ব্যাঘ্র, সাড়ম্বরে মন্ত্রিত্বের দাওয়া করিল। তাহাতে কেহ কেহ সম্মতিও প্রকাশ করিল। শৃগাল বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াছিল, অবসর বুঝিয়া অকুতোভয়ে পুরুষোচিত ব্যবহার করিল। সর্ব্ব সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, ' মন্ত্রণা-বল, শারীরিক-বলের দেয় নহে, ব্যাঘ্র মহাশয় অসাধারণ বল-শালী বটেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণা চাতুর্য্যা-দির পরিচয় কোথায়? একার্য্যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন আছে,—লম্ফে ঝম্পে একাজ চলে না। ইহা নেটিব সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থীর কাজ নহে—একাজ একটী রাজমন্ত্রীর।

এই প্রতিবাদে উৎসাহিত হইয়া বিশালফণা বিস্তার করত সর্প উঠিয়া ফোঁস ফোঁস-রবে আপনার শক্র হন্তৃত্ব ও বুদ্ধি চাতু-র্য্যাদি প্রতিপন্ন করিয়া মন্ত্রিত্ব চাহিল; সেই সঙ্গে রসিক মশক সজোরে বংশীধ্বনি করতঃ অতিবড় হস্তীকেও বিব্রত করিয়া কহিয়া উঠিল, ' আমি এ পর্য্যন্ত শক্র পীড়নে প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া

হইতে পারে।, এইরূপ অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। অবশেষে সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া পুনরপি কহিলেন—'আপনারা যে সকল প্রমাণানুসারে মন্ত্রিত্বের দাওয়া প্রদর্শন করিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রামাণই অকর্ম্মণ্য নহে। এমন কি, কেহ কেহ অবশ্য মন্ত্রীর উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আপনারা কেহই ব্যাঘ্রের-ন্যায় হাঁকে ডাকে উপযুক্ত নহেন—আজকাল যেরূপ ব্যবস্থায় রাজকার্য্য চলিতেছে, তাহাতে এরূপ একটী সভার মন্ত্রিত্ব করা ঠাণ্ডাধারের কাজ নহে, বিলক্ষণ হাঁক-ডাকের প্রয়োজন—দুগ্ধ যতই অল্প হউক সামান্য তাপে ফাঁপিয়া উপ্‌ছিয়া পড়া চাহি। নতুবা ডিস্‌রেলির গৌরব ধ্বজা দূর দেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতএব ব্যাঘ্র মহাশয়ই মন্ত্রীর উপযুক্ত পাত্র।

ক্রমশঃ

আর্য্য সঙ্গীত।

(গত প্রকাশিতের পর।)

৩৪

কোমল বাঁশরী তানে স্বর্গীয় অপূর্ব্ব গানে
ভাষিল আকাশ মার্গ ভাষিল জগৎ।
ভাগীরথী ধীরে ধীরে বলিলেন যুবকেরে
'বৎস! জিজ্ঞাসিলে যত 'আছি আমি অবগত
' দেখিয়াছি তব আর্য্য আর্য্যের সম্পদ্!

৩৫

' এই আর্য্যাবর্ত্ত পঁরে ' আছি বহুকাল ধরে
' কিন্তু বাছা! এবে আর বাঁচিনা জীবনে!
হয়েছি নির্জ্জীব প্রায়! শুদ্ধ মমতার দায়,
পড়ে আছি আর্য্যাবর্ত্তে শক্তি মাত্র নাহি গাত্রে
' হয়েছি অচল, অন্ধ হয়েছি নয়নে।

৩৬

‘ শৈল সম্রাটের মেয়ে ‘ শিব সম্মোহিনী হয়ে,
‘ ত্রিলোক বিজয়ী বীর ‘ ভাষেনা শান্তনু ধীর
‘ কুমার যাহার তারে দেখ বাছাধন।
“ বৃটীশ বাসিরা আসি ‘ সজোরে সম্মান নাশি
‘ হৃদে দিয়ে লৌহ স্তম্ভ করেছে বন্ধন।

৩৭

‘ বিষম বন্ধনে হায়! প্রাণ ছাড় ছাড় প্রায়
‘ কণ্ঠ রোধ হইয়াছে হৃদয় শুখায়ে গেছে
‘ তবে যে কহিছি কথা না কহিলে নয়!
আর্য্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ
অতএব যাও তুমি যথা হিমালয়!

৩৮

‘ বিনয়ে জিজ্ঞাস তাঁরে ‘ বলিবেন সবিস্তারে,
‘ অনন্ত কালের কথা ‘ আছে তাঁর মনে গাঁথা
অক্ষয় গিরীন্দ্র বাছা দেখেছে সকল!
‘ কাল সিন্ধু কত কাল? আছেন অনন্ত কাল
অনন্ত যুগান্ত হল তবুও অটল!

৩৯

‘ অক্ষয় অক্ষুণ্ণ তনু ‘ গেল হল কত মনু
‘ রয়েছে যেমন তাই প্রকাণ্ড ভূধর!
‘ নৈসর্গিক কোটী শত ‘ বিপ্লব ঘটিল কত
‘ মরু নদী হয়ে গেল ‘ সাগর সে মরু হল
নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর!

৪০

‘ অতুল বারিধি মাঝে- রাজ অট্টালিকা সাজে,
‘ রাজার ভবন স্থানে হয়েছে সাগর!

'মোর মত কত শত 'তরঙ্গিণী হল গত
'বসি উচ্চ সিংহাসনে 'দেখিছেন হৃষ্ট মনে
'চন্দ্র সূর্য্য-দিবা রাত্রি, হিমাদ্রি নশ্বর!

৪১

নিভিল বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ প্রবাহে ডুবিল সতী,
ভারত সন্তান দ্রুত চলিল তখন!
গগন কিরীটী. শিরে তুষার কুসুম পরে
-শোভে, যথা মহাকার গিরি শ্বেতাম্বরপ্রায়
পাদপ কুণ্ডলা-ধরা করে আলিঙ্গন!

৪২

হিমালয় সন্নিধানে উত্তরিয়া কত দিনে
অনন্ত দুর্দ্দশা গ্রস্ত ভারত সন্তান!
অমল নির্ঝর তীরে শ্রম-ক্লান্ত কলেবরে
বিষাদ তাপিত মনে দীন হীন ক্ষীণ প্রাণে
বসিল কাতরে হয়ে অতি ম্রিয়মাণ।

৪৩

তৃষ্ণেক্ষণ কাল, পরে অপূর্ব্ব প্রকৃতি হেরে
ভুলিল হৃদয় তার শ্রম হেতু দুঃখ ভার
লঘু হল, যুড়াইল সে দগ্ধ জীবন!
অপূর্ব্ব আহ্লাদ ভরে কহে গদ গদ স্বরে
"কি দেখিনু হেন শোভা দেখিনি কখন!

৪৪

"নিশ্চয় জেনেছি আমি- "সোনার ভারত ভূমি
'বিধাতার প্রিয় স্থান অপূর্ব্ব সদন।
'নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যেখানে যে শোভা আছে
'বিধি বুঝি নিজ করে বহুশ্রম যত্ন করে
'আনি—এই স্থানে সব করেছে রক্ষণ!

৪৫

অক্ষয় অনন্তাধারে ঐশ্বর্য্যের সীমা করে?
লুণ্ঠক অনন্ত কাল লুটিলে এ ধন
তবুও না—শেষ হবে দস্যু যে সে দস্যু রবে
হবে অপবাদ ক্লেশ তৃপ্তির না হবে শেষ
নিশার বিভব উষা হইবে যখন-

৪৬

তখন যে তুমি আমি- তোমাপেক্ষা ভাল আমি-
দস্যু সাধু স্বভাবের বিভিন্ন কল্পনা
অবশ্য যে বিজ্ঞ হবে যাহার প্রতিভা রবে
কি স্বদেশী ভিন্নদেশী সকলে স্বস্থানে বসি
করিবে নিশ্চয় (তবে তুমি করিবে না)

৪৭

দস্যুর স্বভাব যার জন্ম জন্ম রক্ষ তার
সাধু যে সে তাই রক সক চির দিন !
চির স্থির কিছু নয় এলো হল কত ক্ষয় !
পুররবা সে মান্ধাতা তাহারাই গেল কোথা !
ইহাত সামান্য কথা হীনাপেক্ষা হীন !

ক্রমশঃ

পূর্ণ মনস্কাম।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গীয় ১২৬৬ অব্দের বসন্তকাল। একদিন অপরাহ্নে চন্দন-নগরে গঙ্গার ধারে একটী দ্বি-তল বাটীর এক প্রশস্ত কক্ষ-মধ্যে

বিস্তৃত সতরঞ্চের উপর দুইটী যুবতী এবং কয়েকটী কিশোর বয়স্কা বালিকা উপবিষ্ট।। গৃহ-মধ্যে একটী পরিস্কন্ন ক্ষুদ্র আলমারীতে কয়েকখণ্ড পুস্তক রহিয়াছে;—গৃহটী আরও কত সুন্দর২ সামগ্রীতে সজ্জিত;—বিচিত্র চিত্র-মূর্ত্তি-অঙ্কিত কতকগুলি আলেখ্য গৃহের ভিত্তি-ললাটে সংলগ্ন রহিয়াছে;—কারপ্যাটে তোলা সপুষ্পা সুন্দরী মাধবী-লতা, বিধৌত-বস্ত্র-চীর রচিত বিমল মল্লিকা ফুলের মালা, নানা বর্ণের পুঁতির গ্রথিত অপূর্ব্ব কারু-কার্য্য প্রদর্শিত সুচিক্কণ গোলাপ ফুল ভিত্তি-হৃদয়ে বিলম্বিত রহিয়াছে। গৃহস্থিতা বালিকারা কত হাউ মাউ বকিতেছে, যুবতীরা তত বকিতেছেন না, ধীরে ধীরে একটী একটী কথা কহিতেছেন, তাঁহারা গম্ভীরা, উভয়েই সমবয়স্কা-উভয়েই অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী।-যুবতীরা ধীরে২ কথা কহিতেছেন। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে প্রগাঢ়-প্রণয়ে বদ্ধ। তাঁহারা অন্তর খুলিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া বুঝাইয়া২ কতসারবান্ কথা কহিতেছেন; উভয়ের বাক্যে উভয়ের হৃদয়-তন্ত্রী সজোরে স্পৃষ্ট হইতেছে, তন্ত্রী চঞ্চল হইয়া নাচিতেছে—কত সুরে বাজিতেছে, কখনও বিষাদে কখনও বিষাদ মিশ্রিত ঈষৎ আহ্লাদে হৃদয়স্থ স্নায়ু-যন্ত্র স্ফূরিত হইতেছে; তাঁহারা পরস্পরের ব্যথায় ব্যথিতা,—পরস্পরের অন্তরের সুখে সুখিনী,—সেই ব্যথা এবং সুখ সমভাবে অনুভব করিতে শিখিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রণয়ে বড় সুখ; তাহাতেই এক একটী কথায় অনন্ত ভাব-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত করিয়া কতসাধে দুইজনে গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন।

কেন? এত চিন্তা কেন? এত গাম্ভীর্য্য কিসের? যৌবন-চাঞ্চল্য খর্ব্ব করিয়া এত গাম্ভীর্য্য কিসের? তা এখন কে বলিবে? তাঁহাদের সম্মুখে কোন্ দুঃখ বা শোকের গভীর-তরঙ্গ উছলিতেছে তা কে বলিবে? তাঁহারা দুইজনে ধীরে২ কথা কহিতেছেন।—

বালিকা দিগের মধ্যে একটীর নাম কমলা,—কমলা দশম বর্ষীয়া বালিকা; যুবতী-দ্বয়ের কথার মাঝখানে কমলা কথা কহিল। বলিল “ বড় দিদি! তবে যে বিধু দিদীর মা বলিলেন অমলকৃষ্ণ বেঁচে আছেন!” যাঁহার প্রতি প্রশ্ন হইল, তিনি কমলার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—নাম বিমলা। পাঠক মহাশয়! এখন বিমলাকে চিনিতে পারিবেন। এই দুইটী যুবতীর মধ্যেই একটীর নাম বিমলা; বিমলা কমলার কথার উত্তরে বলিলেন “ আহা দিদি তোমার কথা সত্য হোক্, তিনি ফিরে আসুন।,, কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে সঙ্গিনী-যুবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “ সই! আমাদের কমল কেমন চতুর দেখেছ, কথাটী পড়িলেই ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে।,, বিমলা এই কথা বলিবার সময় যখন চাহিলেন, তখন দেখিলেন দুই বিন্দু অশ্রু সঙ্গিনীকে চক্ষে অঞ্চলদিতে অনুরোধ করিতেছে; সেই অশ্রু-বিন্দু-দ্বয় দৃঢ়-গ্রন্থি গলাইয়া বিমলার মর্ম্মে প্রবেশ করিল,—বিমলা নীরবে কান্দিলেন, কিন্তু চক্ষে জল পড়িলনা,—সে রোদন আর কেহ বুঝিল না কেবল সঙ্গিনী বুঝিলেন। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব—উভয়েরই চক্ষু নির্নিমেষ—উভয়েরই সকল অঙ্গই নিশ্চল।

বিমলা অনেকক্ষণ পরে বলিলেন “ সই! ”

সঙ্গিনী উত্তর করিলেন “ কেন সই! ,

বিমলা। “ শব্দ শুনিতে পাইতেছ? বোধ হয় গাড়ী আসিল।,

সঙ্গিনী। “ ও শব্দ তাঁর গাড়ীর নয়, তিনি আজ গাড়ীতে আসিবেননা। কাল যাইবার সময় বলিয়াছিলেন, ওপারে কোথায় একটী বালিকাবিদ্যালয় হইবার কথা হইতেছে, তাহারই কি পরামর্শ-জন্য আজ দশটার সময় নৈহাটী যাইবেন, অপরাহ্নে সেইখান হইতে একেবারে এখানে আসিবেন; তাহাতেই আজ গাড়ীতে আসিবেন না—নৌকায় আসিবেন। বেলাপ্রায় চারিটা

হইয়াছে, বোধকরি এতক্ষণ আসিতেছেন।

বিম। ‘ সই! মেমসাহেব তোমায় বেশ ভাল বাসেন, কাল যাইবার সময় আর কি বলিলেন ?,

সঙ্গি। ‘ যাহা বলিয়া থাকেন, আমিও তাঁহার কথা তোমাকে যাহা বলিয়া থাকি তাহাই বলিলেন ;-বলিলেন ‘পৃথিবীতে খৃষ্ট ধর্ম্মই পবিত্র। তাহা ভিন্ন মনুষ্যের পরিত্রাণের উপায় নাই।,

বিম। ‘ এ কথায় তুমি কি বলিলে ?,

সঙ্গি। আমি বলিলাম পরিত্রাণ কাকে বলে তাহা যে জানে না, তাকে পরিত্রাণের পথ দেখান বিফল !,

বিম। ‘‘তারপর তিনি আর কিছু বলিলেন ?,

সঙ্গি। ‘‘কিছু বলিলেন না—মুখ নত করিলেন, অধর প্রান্ত বিরক্তি চিহ্নে যেন একটু ফুলাইলেন—কিছু বলিলেন না. চঞ্চল-পদে গাড়ীতে উঠিলেন !,

যখন তাঁহারা এই কথা কহিতেছেন, তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপ অল্প হইয়াছে। যে কক্ষে বসিয়া আছেন, তাহা বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্ত-স্থিত কক্ষ—তাহার দক্ষিণ দিকের জানালা খোলা ;—দক্ষিণ দিকের বহিঃপার্শ্বে ভিত্তি সন্নিকটে কয়েকটী সারি সারি ঝাউবৃক্ষ। তখন বাসন্তিক অপরাহ্নের সরস সুমন্দ মৃদু বাতাস ঝাউবৃক্ষের সরস শাখাগুলির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। সরস বায়ুর উত্তেজনায় সরস শাখা-গুলি পরস্পর কর প্রসারণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া একটী অপর-টীর গাত্রে পড়িয়া, জড়াইয়া জড়াইয়া কত ভঙ্গী করিয়া নাচিতে-ছিল ; আপনাদের স্বাভাবিক মনোহর ঝিম-সুরে গাইতেছিল—যেমন চিরকাল গায় তেমনি সুরে গাইতেছিল। অন্যমনস্কা যুবতীরা সে নৃত্য গীত দেখিতে বা. শুনিতে পাইতেছিলেন না। সরস বায়ু কখনও ঝাউবৃক্ষ ছাড়িয়া খোলা জানালা দিয়া গৃহে

প্রবেশ করিয়া, গৃহ-স্থিত অন্যান্য সকল সামগ্রী ছাড়িয়া সরসাঙ্গী যুবতীদিগের ক্রুর্ ক্রুরে বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, তাঁহাদের কর্ণকুহরে ফ্ দিতেছিল, নাসিকা-বিবরে ফুৎকার দিতেছিল, কবরী-বন্ধনাবশিষ্ট ললাট-প্রান্ত-স্থিত ক্ষুদ ক্ষুদ্র কেশগুলি আস্তে আস্তে দোলাইতেছিল, বক্ষোপরি-বিন্যস্ত বস্ত্র-ভাগ-মধ্যে প্রবেশিয়া বস্ত্র সরাইয়া সরাইয়া শিথিলীকৃত করিয়া তন্মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছিল।—যুবতীরা অনন্য মনে মন খুলিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, বায়ুর রঙ্গ-রস অনুভব করিতে পারিতে ছিলেন না। যখন তাঁহাদের কথা হইতেছিল তখন উভয়ের মন উভয়ের মনে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কথা ফুরাইলে আকর্ষণ শিথিল হইল, উভয়েরই আপনার মন আপনার হইল, তখন বাহিরের কার্য্যে দৃষ্টি পড়িল ;—উভয়েই বায়ুর নিকট অপ্রতিভা হইলেন। নিজেরা অন্য মনস্কা ছিলেন বলিয়া, বায়ুকে দোষদিতে পারিলেন না। ঈষৎ মুখ-ভঙ্গীর সহিত সুন্দর-দন্তে গোলাপি অধর টিপিয়া, ঈষৎ মধুর হাসি হাসিয়া ব্যস্তভাবে অঙ্গ-বস্ত্র যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন; সন্নিবেশিত করিতে২ অর্দ্ধ-কটাক্ষে একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন—দেখিলেন কেহই নাই; বসন্ত-বায়ু গৃহ মধ্যে একা সঞ্চারণ করিতেছে। সেই লজ্জা-মাখা সুন্দর মুখের ঈষৎহাসি কেমন সুন্দর—দিন-মানের বিদ্যুতেরন্যায় ক্ষণজন্য অস্পষ্ট হাসি কেমন সুন্দর দেখাইল! সে হাসির মাধুর্য্য আর কেহ দেখিল না, কেবল বসন্তবায়ু একা দেখিল। তেমনি মুখের তেমনি ভাবের, তেমনি হাসি, যিনি দেখিয়াছেন, তিনি অবশ্য একদিন সুখী হইয়াছেন। যাহা হউক সেখানেত আর কেহ ছিল না, তবে এত লজ্জা কেন ?—আছে, লজ্জার গভীর কারণ আছে; নির্জ্জনেও লজ্জা না করিলে, কুল-বতীদিগের নিজের স্বভাবই তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবে, সেই নিন্দার ভয়ে এত লজ্জা।

সুন্দরীরা সুখস্পর্শ বায়ু-সেবন করিতে করিতে মুক্ত গবাক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অল্পই বেলা আছে; এখনও মেম-সাহেব আসিলেন না কেন? তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রকোষ্ঠের নিম্ন-তলে সিঁড়ীর দ্বারে জুতার শব্দ শুনিতে পাইলেন, কে আসিতেছে,—সকলে সাবধানে বসিলেন, দ্বারের-দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন একটী বিবী আসিলেন। কক্ষা-ভ্যন্তরে সতরঞ্চের উপর উত্তরদিকের ভিত্তির লাগাও দুইখানি চেয়ার সারি২ সংস্থাপিত আছে, বিবী তাহারই একখানিতে উপবেশন করিলেন। বিবীর দক্ষিণ হস্তে একটী ক্ষুদ্র রেশমি ছাতা, বামহস্তে একখানি ক্ষুদ্র রঞ্জিত পুস্তক। সর্ব্বাঙ্গ বিলাতি পরিচ্ছদে আবৃত, মস্তকে পালকের টুপি, গাত্রে বেগনিরঙের কোটের উপর বিচিত্র শিল্প-খচিত জামদানি ওড়না বিন্যস্ত আছে। চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু চঞ্চল, নাসিকা ঈষৎ টেপা ওষ্ঠাধর স্থূল—ওষ্ঠাধরের বর্ণ গোলাপ ফুল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ লাল বোধ হয়, শরীরের বর্ণ সম্পূর্ণ বিলাতি। বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিংশৎবর্ষ, কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার ললাটদেশ নিতান্ত প্রবীণার ন্যায় বলী-বিশিষ্ট। দেহটী ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি। তাঁহার নাম মিষ্ট্রেস্ "কর্ণাক,,

যে বাটীর একটী কক্ষ মধ্যে বাঙ্গালীর অন্তঃপুর—বিহারিণী কামিনীগণ বসিয়া আছেন, নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রী-সুলভ কথোপকথন করিতেছেন, সে বাটী বাঙ্গালীরই হইবে। তথায় বিবীর সমাগম কেন? বিবী শিক্ষয়িত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহ-মধ্যে বিবীর সমাগম হইলে, গৃহস্থিতা যুবতী ও বালিকা-গণ সেলাম করিল। যুবতীদ্বয়ের কথোপকথন স্থগিত হইল,

সকলেই নীরব। বিবী কথা কহিলেন, বিবী বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিতেন, বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে পারিতেন, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যেরূপ বাঙ্গালা কহিতেন, তাহা শুনিতে হয়ত সকল পাঠকের ভাল লাগিবেনা, কেহ বিকৃত বোধে পরিহাস করিতে পরেন—কাজনাই, তাঁহার বাঙ্গালা তাঁহারই থাকুক--আমরা তাঁহার কথা আমাদের নিজের ভাষায় বলিব। বিবী কহিলেন " বিধু! আজ এত বিমর্ষ কেন ?,, কক্ষ-স্থিতা দুইটী যুবতীর মধ্যে একটীর সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইয়াছে, তিনি বিমলা—অপরের নামই বিধুমুখী—বিধুমুখীর প্রতি প্রশ্ন হইল " বিধু আজ এত বিমর্ষ কেন ?,, বিধুমুখী ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সহিত অধরপ্রান্ত ঈষৎস্ফুরিত করিল—যেন ওষ্ঠাধর সীমায় একটু হাসির রেখা দেখা দিল, কেহ দেখিল,কেহ দেখিল ন ; এহাসি যেন কাহারও অনুরোধে বাহির হইল ; যেন প্রভাত সময়ের সরোবর-তীরস্থ গুল্মমধ্যে একটী খদ্যোতিকা কষ্টে স্বষ্টে একবারমাত্র দীপ্ত হইল, সে সময়ের সে দীপ্তি কেহ দেখিতে পাইল কেহ পাইল না। বিধুমুখী সেই হাসির সহিত মৃদু-স্বরে উত্তর করিলেন " না বিমর্ষ কৈ।, বিবী সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইলেন না। অন্য-মনস্ক-ভাবে বালিকাদিগের পাঠে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাদিগের ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি, গোলাপফুল প্রভৃতির গল্পগুলি কত মনঃসংযোগপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলেন। বালিকাদিগের পাঠ শেষ হইল।

বিবী যুবতীদিগেরপ্রতি নেত্র-পাত করিয়া কহিলেন " বিমলা আজ অধিক বেলা নাই, তথাপি তোমাদের এক আধটুক কাজ দেখি।, যুবতীরা আপনাদিগের টিনের বাক্স উদ্ঘাটিত করিয়া তন্মধ্য হইতে বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মোজা ও কারপ্যাট বাহির করিয়া দেখাইলেন, পুঁতির নির্ম্মিত কলম-দানে কত মনের মত

শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া প্রশংসা পাইলেন, বেসনি বস্ত্রের উপর মনোহর জামদান তুলিতে লাগিলেন, কদাচিৎ চিত্র-ফলকে তস্বীর ফলাইতে লাগিলেন, শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন;—সে দিন বেলা নাই বলিয়া তাঁহাদিগের পুস্তক পাঠ হইল না। বিবী গা-তুলিলেন। গমনের সময় বিধুমুখীকে বলিলেন 'এস বিধু বাড়ী যাবে ?' বিধুমুখী হৃদয় ভরিয়া শিক্ষয়িত্রীকে ভক্তি করেন, অন্তরের সহিত তাঁহার কথা শুনেন—তবে আজও সেই ভক্তি অচলা অটলা আছে কিনা তাহা বিধুমুখীই জানেন। যাহা হউক শিক্ষয়িত্রীর বাক্যে বিধুমুখী ধীরে ধীরে নীরবে উঠিলেন—যেন বাত্যা-পীড়িত তরুকে মূল-ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কেহ ধীরে ধীরে উঠাইল—বিধুমুখী বাস্তবিক বিমর্ষ।

তিনি উঠিয়া একবার বিমলার দিকে চাহিলেন, বিমলাও চাহিলেন,—দেখিলেন বিধুমুখীর চক্ষুর তারা গভীর তরঙ্গে ভাসিতেছে—ডব ডব করিতেছে; বিধুমুখীর সেই চক্ষুর মুহূর্ত্তজন্য চাহনিতে বিমলার হৃদয়ে অনন্ত-ভাব সমুদ্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইয়া উঠিল, বিপুল-তরঙ্গে পূর্ব্ব-স্মৃতির ভাব স্তূপ ডুবিতে লাগিল—উঠিতে লাগিল—ভাসিতে লাগিল; একবারে কত কথা মনে পড়িল; উভয়েরই হৃদয় ক্ষণজন্য স্তম্ভিত—অবসন্ন হইল; বিধুমুখী আস্তে আস্তে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন, আস্তে২ বিবীর পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই কক্ষের নিম্নতল—তথা হইতে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে নামিলেন; প্রাঙ্গণ হইতেই দৃষ্ট হইল বিবীর আরোহণের নিমিত্ত দ্বারদেশে কিটেন প্রস্তুত রহিয়াছে। দেখিয়া বিবী সেই প্রাঙ্গণ পার্শ্বেই বিধুমুখীর সহিত কি কথা কহিবার নিমিত্ত দাঁড়াইলেন, বিধুমুখীকে সম্বোধন করিয়া অন্যের অশ্রাব্যস্বরে অতি ধীরে ধীরে অনেকগুলি কথা কহিলেন, বিধুমুখী

নীরবে শুনিলেন—কোন উত্তর করিলেন না। শেষে কত সঙ্কুচিত ভাবে যেন কোথায় প্রাণ রাখিয়া বিবী আরএকটী কথা কহিলেন, কহিয়া বিধুমুখীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বিধুমুখী এতক্ষণ কথা ভাল হউক মন্দ হউক স্থিরভাবে শুনিতে ছিলেন, এই কথায় আর সে স্থিরতা রাখিতে পারিলেন না,-যেন অকস্মাৎ ভীমনাদী-সভার বিপুল বজ্রাগ্নি তাঁহারমস্তক ছিন্নভিন্ন করিয়া জ্বালাইতে লাগিল, হৃৎপিণ্ড দহিতে লাগিল, ঘোর গর্জ্জনে শ্রবণদ্বয় বধির করিল। তাঁহার নয়ন——প্রান্তে রক্তিমাভা রেখা প্রকাশিল; একবার চক্ষে জল পড়ে পড়ে বোধ হইল—পড়িল না; সুন্দর নিটোল ললাটে ধমনী শিহরিল; শব্দ-শূন্য নিশ্বাস অতি খর খর বহিতে লাগিল; রক্তের খর গতিতে যেন সর্ব্ব শরীর ঈষৎ কণ্টকিত হইল; সরল গ্রীবা কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া, ঈষৎ বঙ্কিম হইল; কোমল চক্ষে স্থির কটাক্ষ জ্বলিতে লাগিল। বক্র—গ্রীবা, তাহার উপরে স্থির চক্ষে লোল কটাক্ষ, যেন টঙ্কারিত ধনুর অগ্রে তীক্ষ্ণশর সংযোজিত হইয়াছে।-গোলাপী অধর লোহিত হইয়াছে, আর উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলে জানা-যায় অধর একটু ফুলিয়াছে, একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। আর কেহ অঙ্গ স্পর্শ করিল না বলিয়া বিধুমুখীর শারীরিক উষ্ণভাব অনুভব হইল না; কেহ বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উন্মোচন করিল না বলিয়া হৃদয়স্থ শোণিতাধারের তর তর স্পন্দন কেহ দেখিল না। বিধুমুখী বসিয়া পড়েন পড়েন বোধ হইল, কিন্তু পড়িলেন না—স্তম্ভাকার দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময়ে বিধুমুখীর অন্তঃকরণ চিনে, যদি তথায় এমন কেহ থাকিত, তবে সে দেখিত বিধুমুখীর হৃদয়সাগরে তুমুল ঝটিকা বহিতেছে, তাহার উপর আজ তেজ কটাল !!

বিধুমুখীর এই বিকৃত-গম্ভীরা মূর্ত্তি বিবীর অন্তঃকরণ স্পর্শ

করিল, তাঁহার অন্তরে ভীম আঘাত করিল, হৃদয়-যন্ত্র বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। বিবী অনেকক্ষণ নিঃস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন “ বিধু এক'া ছিলে কেন ?„—উত্তর নাই ; বিবী তখন স্বহস্তে বিধুমুখীর হস্ত ধরিয়া ঈষৎ উত্তোলিত করিলেন কত ভীত-সঙ্কুচিত স্বরে পুনরপি কহিলেন “ বিধু কথা কওনা কেন ?„ বিধুমুখীর যেন মোহ-ভঙ্গ হইল ! স্থির কটাক্ষ স্পন্দিত হইল, কিন্তু মুখে কথা নাই। বিবী একটু স-লজ্জভাবে আবার কথা কহিলেন ‘ বিধু তবে আমি আসি ’, বিধুমুখী এবার কথা কহিলেন, এরূপ তেজ-গম্ভীর স্বর বিধুমুখীর কণ্ঠে বিবী আর কখনও শুনেন নাই—এই নূতন শুনিলেন ‘ মেম সাহেব ! আমি আর বালিকা নহি, আমার সুখ-দুঃখ আর বালিকার মতন নহে, আমার সুখ-দুঃখ মর্ম্ম স্পর্শ করিতে শিখিয়াছে। আপনার কোন কথায় আমি যন্ত্রণা পাইব হয়ত এ বিশ্বাস আপনার একেবারেই না থাকিতে পারে। আপনি আমায় কত ভাল বাসেন, হাতে ধরিয়া কত বিষয় শিখাইয়াছেন, বলিতে আমার মুখে বাধে—আজ আপনার কথায় আমার মর্ম্মে ব্যথা হইয়াছে। আরও কথা আছে– আপনার কাছে বলিতে লজ্জা কি ? আমার মা শুনিয়াছেন আমার স্বামী অদ্যাপি জীবিত আছেন।

বিবী বিধুমুখীর এই সকল কথা শুনিলেন, এই কথাগুলি কহিতে কহিতে বিধুমুখী কয়েক বিন্দু অনিবার্য্য-অশ্রু মোচন করিলেন ; তাহাও দেখিলেন ; বিবী লজ্জিতা হইলেন, অপ্রতিভা হইলেন, মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া আত্ম-ভর্ৎসিতা হইলেন—আর বিধুমুখীর প্রতি চাহিতে পারিলেননা, নত-মুখে শকটারোহণ করিলেন।

বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যাবস্থা।

জানিনা কোন মহাপাপের ফলে বঙ্গে বালিকা হইয়া জন্মাইতে হয়! পশু পক্ষি-শাবকেরাও পিতা মাতার আদরে বঞ্চিত হয় না অভাগী বঙ্গ বালিকারা পিতা মাতার আদরে বঞ্চিতা। সংসারে বঙ্গ বালিকার দুঃখে দুঃখিত হইয়া 'আহা!' বলে এমন লোক নাই। তাহারা যেন স্রোতের তৃণ, স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে আবার স্রোতেই ভাসিয়া যাইবে কেহ দেখিয়াও দেখিবে না।

গর্ভবতী সন্তানের মাকে "তোমার কন্যা হইবে" বলিয়া কৌতুক কর, অমনি তাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ হইবে, অন্তরে অন্তর্দাহকারী বিবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, প্রফুল্ল মুখ খানি বিষন্ন কালিমমাখা হইয়া যাইবে।

কন্যা, জন্ম জন্মান্তরীণ পাপের প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য স্নেহ শূন্যা, আদরশূন্যা, অনুগ্রহ শূন্যা, অজ্ঞান অশিক্ষিতা পক্ষপাতময়ী বঙ্গভূমিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল, অমনি গ্রহমধ্যে, পল্লীমধ্যে আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীদের মধ্যে নিরানন্দের তরঙ্গ উঠিল! † পিতা মাতার শিরে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাঁহারা

---

† আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কোন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একদিন বিদ্যালয়েই উপস্থিত থাকিতে থাকিতে বাটীর পত্র পাইলেন। পত্রপাঠে জানিতে পারিলেন বাটীতে তাঁহার পরিবার একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয়ের মুখ হঠাৎ শুকাইয়া গেল, তিনি তখনি অবসর লইয়াবাসায় গেলেন। যাইবার সময় দেখা গেল তাঁহার শরীরে ভয়ানক জ্বর-হইয়াছে।

সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী তাঁহারা বিষাদে নীরব হইলেন। যাহারা শত্রু, বঙ্গে কন্যা হইলে তাহারাই আহ্লাদিত হয়, তাহারাই হাসিয়া থাকে, বালিকার জন্ম হওয়াতে সুতরাং বঙ্গীয় পিতা মাতার শত্রু হাঁসিল। ঠাকুরুণদিদি আমোদ আহ্লাদ ভাল বাসেন, পুত্র হইলে, তিনি পুত্রের পিতার কাছে নিশচা সন্দেশের দাওয়া করিতেন, মাতারকাছে ভাগ্যবতীর শ্লোক কাটিতেন। আজ্ কন্যা হইয়াছে, তাঁহারও কথা কহিবার উপায় নাই, তিনি হয়ত শুষ্ক নীরস কথায় বলিবেন "মেয়ের রাঙ্গা বর আনিতে হইবে, বাপ আজ হইতে টাকার যোগাড করুন!, শুনিয়া পিতা বাহিরে কাষ্ঠ হাঁসি হাঁসিলেন, কিন্তু অন্তরে স্বর্গ মর্ত্ত্য অকুল পাথার ভাবিতে লাগিলেন!

বালিকা সূতিকাগারে মরিলেই বোধ হয় প্রসূতি সন্তোষ পাইতেন, পিতার মনস্তাপ দূর হইত, আত্মীয় স্বজনেরা সুখী হইতেন, কিন্তু সে মরিবে কেন? সে যদি মরিবে তবে আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল কি? প্রসূতির অন্তরে পরিতাপ—কিন্তু সে পরিতাপ আপাততঃ কিছু সাম্য বটে। নৈসর্গিক স্নেহ বড আশ্চর্য্য সামগ্রী পাষাণী জননী আত্ম বিস্মৃতা হইয়া কন্যার মুখে স্তন দিল। স্তন দিক্ না কেন, তাহার সে বিস্মৃতি অচিরস্থায়িনী, কতক্ষণ? আবার যে সেই পরিতাপ। প্রসূতির পুত্র মুখ নিরীক্ষণ কামনা হৃদয়মধ্যে একবারে বদ্ধমূল হইয়াছিল, হঠাৎ তাহার উন্মূলন কল্পনা অন্তঃকরণ মধ্যে স্থান পাইতে পারে কি? গর্ভাবস্থায়, পিতা মাতার হৃদয়, গর্ভে কন্যা সম্ভব কল্পনা কোন রূপেই করিতে পারে না। বঙ্গদেশের পিতা মাতা আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমাত্মক কুসংস্কারাকুল সমাজ কর্ত্তৃক ক্রমাগত প্রতারিত হইয়া পুত্রের কোমল-নবনীত মুখমণ্ডল কল্পনায় চিত্র করেন। পুত্রের অমৃতাভিষিক্ত হাঁসি পুত্রের অমৃতাভিষিক্ত আধ আধ কথা,

পুত্রের বাল্য, কৌমার, কৈশোর, ক্রমাগত যে কোন মাধুর্য্য, যে কোন রমণীয়তা তাহা কল্পনায় চিত্র করেন। পুত্রের বিদ্যা, পুত্রের গৌরব, পুত্রের সম্পদ্—ঐশ্বর্য্য-সুখ-সচ্ছন্দতা, যাহাই জগতে সুখের বলিয়া পরিচিত, তাহারই কল্পনা করেন। আশার মোহে, কল্পনা চক্ষে গর্ভস্থ পুত্রকে কখনও কোট পেণ্টুলেনে, কখনও সামলা চাপ্‌কানে, কখনও বা এমে গাউনে সুসজ্জিত হইয়া বেড়াইতে দেখেন। হঠাৎ সেই গর্ভে কন্যা হইলে বঙ্গীয় জনক জননী যে কেমন মনস্তাপে দগ্ধ হন, তাহা সহৃদয় অপক্ষপাতী পাঠক! সুশীলা সহৃদয়া পাঠিকা! আপনারা নাও বুঝিতে পারেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা কন্যার মাতা বা পুত্রের পিতা তাঁহারা বিনোদিনীকে ক্ষমা করিবেন।

নহিলে নয়, তাই বঙ্গীয় প্রসূতি বঙ্গ বালিকার মুখে স্তন দিলেন। বালিকা কতক মাতৃ কৃপায়, কতক নৈসর্গিক নিয়মাধীনে, বর্দ্ধিতা ও রক্ষিতা হইতে লাগিল। দিন যায় কেহ দেখে না, বঙ্গ বালিকা বাড়িতেছে; মাস যায় কেহ দেখে না, বঙ্গবালিকা বাড়িতেছে। প্রসূতি অভাগী কন্যাকে প্রসব করিয়া অবধি বিষাদস্রোতে গা, ঢালিয়া দিয়াছেন; কন্যাকে দেখিয়া ভ্রমে বা অন্য মনস্কে হাঁসেন না। কন্যা আপনা আপনি হাঁসে, আপনা আপনি কাঁদে, আপনা আপনি নীরব হয়! *

দিন দিন তিল তিল করিয়া বাড়িতে বাড়িতে আজ বঙ্গবালিকা ছয় মাসের হইল। (আজ না করিলে নয় তাই) বালিকার নামকরণ হইবে। পুত্রের নামকরণ সময়ে বাটীতে মহোৎসব, পুত্রের মাতুল, পুত্রের মাসী, আরও আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব

* কোন কোন সমালোচক বঙ্গবালিকাদের দুর্ভাগ্যফল এত অধিক নয় বলিয়া ভাবিতে পারেন, কিন্তু এদেশীয় কৌলীন্য প্রথা স্মরণ করিলেই সে ভ্রম অন্তর্হিত হইবে

কত কে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। বাটীতে লোক ধরিত না। আজ ভাগ্যবান্, ভাগ্যবতী, পিতামাতার হৃদয় প্রবাহে আহ্লাদের তরঙ্গ উঠিত (নিতান্ত শত্রু ব্যতীত) প্রতিবাসীরা আজ 'হীরালাল বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন, বলিয়া কত আমোদ করিত। আর ঠাকুরুণদিদী। রাঙ্গা অধরে মধুর হাঁসি হাঁসিয়া খোঁকার মায়ের কাছে গিয়া বসিতেন। বৃদ্ধা আবার যুবতী হইয়া যুবতীর দলে মিশাইয়া যাইত। খোঁকার নাম কি রাখা হইবে?, বলিয়া অন্তঃপুরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। বৈঠকখানার নব্য বাবুর দল অভিধান লইয়া বসিতেন বৃদ্ধের দল সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ সপ্তকাণ্ড, অষ্টাদশ পর্ব্ব পুরাতন স্তূপ মন্থন করিতে বসিতেন, কিন্তু আজ বঙ্গবালিকার অন্নপ্রাশন (আবার বলি নইলে নয় তাই) আজ সে উৎসব নাই, সে আমোদ নাই সে স্ফূর্ত্তি নাই, কাহারও মুখে কোন কথাটী নাই। সমস্ত নীরব। পুত্রের অন্নপ্রাশনে পাঁচ শত টাকা ব্যয়, দিয়তাং ভোজ্যতাং কন্যার সময় পাঁচসিকা হইলেই যথেষ্ট হইল। পাঁচটী ব্রাহ্মণ ভোজন আর পাঁচ পয়সা পুরহিতের দক্ষিণা, আবার কি ঢের হয়েছে। কন্যার নাম রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র গোলযোগ নাই। আর না সুন্দরী, থাকোসুন্দরী ক্ষান্তসুন্দরী প্রভৃতি কয়েকটী নাম বঙ্গবালিকার জন্য সর্ব্ববাদি--সম্মত নির্ব্বাচিত হইয়াছে। উহারিমধ্যে একটী নাম বাছিয়া রাখা হইল।

কন্যার মাসী বড়মিষ্ট ভাল বাসিতেন, তাঁহার মিষ্ট ভালবাসার জ্বালায় শাকের ডালনা সুঁকিতে পারা যায় না, বুটের ডাইল চিনিরভারে খাইতে হয়। ঘন আউটন দুধেও মিষ্টের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই কেবল ওরূপ নামে সন্তোষ পাইলেন না। তিনি অভাগী বালিকার জন্য মিষ্টতর নাম অনুসন্ধান করিয়া গাছ-গাছড়া, ফল-ফুল মধু-মিষ্টান্ন, হীরা-জহরৎ

সোনা-রূপা, ধাতুপিণ্ড মাথা মুণ্ড হইতে অন্য একটী নাম বাছিয়া রাখিলেন। সে নাম বঙ্গবালিকার সৌভাগ্যের ফলে নহে, বালিকার মাসীর মিষ্ট প্রিয়তার অনুরোধে। বঙ্গবালিকা মরিবে না, পাথরে আঘাত করিলে, জলে ডুবাইলে, অনলে পোড়াইলেও যেন বঙ্গবালিকার মৃত্যু নাই; বলিকা যেন বর পাইয়া, অমৃত পান করিয়া, অমর হইয়া আসিয়াছে।

বঙ্গবালিকা পাঁচবৎসরের হইল, কথা কহিতে পারিল চলিয়া বেড়াইতে পারিল, অমনি দাসীত্ব শিখিতে লাগিল। বালিকা বড় বুদ্ধিমতী, পাঁচবৎসর বয়স হইতেই তরকারি কুটিতে পারে, গৃহ পরিষ্কার করিতে পারে. ছোট ভাইদিগকে কোলেকরিতে পারে। বঙ্গবালিকা পাঁচবৎসরের হইতেই নিয়োজিত হইল। আটবৎসরে পিতা দায়মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, মেয়ে অনেক বড় হইয়াছে, আর বিবাহ না দিলে চলে না, পিতা হয়ত পাঁচ-জায়গায় দেখিয়া শুনিয়া একটী দশবৎসরের অপোগণ্ড বালকের গলায় আটবৎসরের বালিকাকে বাঁধিয়া দিলেন। না হয় একজন অশীতিপরবয়স্ক মুমূর্ষ-দশাগ্রস্ত বৃদ্ধের পাদ-পদ্মে, কোমল কুসুম কলিকা বালিকাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, অথবা একজন পূর্ণবয়স্ক অশিক্ষিত সণ্ডা যুবকের সম্মুখে, সুশীলা, সরলা রূপের অপ্সরা বঙ্গবালিকাকে উৎসর্গ করিলেন। বিবাহের একবৎসর পরে হয়ত বালিকা বিধবা হইল, নয়ত স্বামীর কৌলীন্য মর্য্যাদা আছে, তাহার গণনাতীত বিবাহ; সুতরাং বিবাহ করিয়া অবধি আর তিনি শ্বশুরালয়াভিমুখে আসা দূরে থাকুক, চাহিয়াও দেখিলেন না। নয়ত মাতাল, লম্পট, প্রণয় বিবর্জ্জিত স্বামী। সুশীলা, সরলা, রূপের অপ্সরা, গুণের খনি বঙ্গবালিকাকে দুই-সন্ধ্যা লৌহ কঠোর পদাঘাতে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন। বঙ্গবালিকার পিতা মাতার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। অন্ধ বিধাতার মনোরথ পূর্ণ হইল। ক্রমশঃ

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী খণ্ডুয়া।

ইনি অতি সরলা ইঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ইঁহার পদ্যময়ী পত্র মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের সরল পাঠক ও সরলা পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম। বিঃ সম্পাদিকা।

সখিত্ব স্থাপন করি তোমার সহিত-
-বাসনা অন্তরে মম হয়েছে উদিত;
তব অনুরূপ হতে কভু নাহি পারি,
মানব সমাজে তুমি গুণবতী নারী।
নিয়ত সরলা আমি আপনার গুণে,
জ্বালহ উজ্জ্বল বাতি বঙ্গের ভবনে,
এইত বাসনা মম, ঈশ্বর নিকটে-
করিতেছি এ প্রার্থনা সদা করপুটে।
লিখন দ্বারায় তব সঙ্গেতে মিত্রতা
করিতে জন্মেছে মম হৃদয়েব্যগ্রতা।
" তুমি গুণবতী আমি গুণ হীনা হই,
ইহা বলে মনে ঘৃণা কর যদি সই-
তা হলে আমার আশা হবে ছার খার,
রহিবে মনেতে দুঃখ যাতনা অপার!
কিন্তু আশা আছে এক আমার অন্তরে
ফল হলে নম্র তরু ব্যক্ত চরাচরে।
সে আশা অন্তর মাঝে না হলে স্থাপন
কদাচ উদ্যত নাহি হইত এমন!
ঈশ্বর কখনও যদি দেন শুভ দিন
তা হলে দেশেতে আমি যাবার কালিন।
তোমার সহিত সখি! করিব মিলন
এ আশা অন্তর মাঝে করিনু স্থাপন।

পূর্ণমনস্কাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবী গমন করিলেপর বিধুমুখী তথায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন, মনে করিলেন একবার বিমলার নিকট যাইবেন, দুই একটী কথা কহিবেন, মনের জ্বালা কতক নিবারণ করিবেন, প্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু এখন সন্ধ্যা হইয়াছে—দুই একটী দীপালোক দৃষ্ট হইল, বিধু-মুখী কি ভাবিয়া একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন, একটী দুইটী করিয়া কয়টীই নক্ষত্র দেখিলেন; নক্ষত্রেরা নীরবে সঙ্কেত করিল, আজ আর বিমলার নিকট যাইয়া কাজ নাই—এখানেও দাঁড়াইয়া থাকা ভাল দেখায় না; বিধুমুখী বুঝিলেন,—গভীর চিন্তায় ডুবিতে ডুবিতে ভাসিতে ভাসিতে বাটী গমন করিলেন।

বিবী কর্ণাক যে বাটীতে পড়াইতে আইসেন, তাহা বীরেশ্বর মজুমদারের বাটী। বীরেশ্বর বাবু কলিকাতার একটী প্রধান হাউসের মুৎছুদ্দি—বহুদিনাবধি এই কার্য্যে থাকিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছিলেন।—গঙ্গার পশ্চিম তীরোপরি দক্ষিণ উত্তর ব্যাপী রাজ-পথ, রাজ-পথের পশ্চিম পার্শ্বেই বীরেশ্বর বাবুর এই বিচিত্র স্থাপত্য-সম্পন্ন প্রশস্ত অট্টালিকা, অট্টালিকা প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গা-হৃদয়স্থ নৌকারূঢ় ব্যক্তি-গণ নৌকা হইতে এই অট্টালিকার শোভা দেখিতে পাইত, দেখিয়া ইহার শিল্প চাতুর্য্যের প্রশংসা করিত। এ বাটী গঙ্গার এত নিকটবর্ত্তী যে নৌকায় বসিয়া ইহার বজ্রাঘাত—প্রতিরোধক ধাতুময় দণ্ডোপরিস্থ ধাতুময় পতঙ্গটীও দেখিতে পাওয়া যাইত।

বাটীর দক্ষিণ দিক্‌-স্থিত যে দ্বার দিয়া বিবী এবং বিধুমুখী বহির্গমন করিলেন, তাহা একটী ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বার মাত্র; তাহা উচ্চ

প্রাচীর বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র-প্রাঙ্গণের দ্বার, সেই প্রাঙ্গণ হইতে ভিতর বাটীর মধ্যে যাইবার নিম্ন তল দিয়া পথ ছিল না, দ্বি-তলো-পরি যে কক্ষ, বিমলা প্রভৃতির পাঠ গৃহ, সেই কক্ষ ভিতর বাটীর প্রাঙ্গণের সহিত এক সোপান শ্রেণীদ্বারা সংযুক্ত ছিল; অতএব ভিতর বাটী ও বহিঃপ্রাঙ্গণের যাতায়াতের পথ ঐ দ্বি-তল কক্ষের মধ্য দিয়াইছিল, সুতরাং সে পথে সচরাচর গতিবিধির সুবিধা ছিল না। তবে গুপ্ত-দ্বারটীকে এই স্ত্রী-বিদ্যালয়ের বহির্দ্বার বলিলেই হয়।—এই বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বেই ভগ্ন-প্রাচীর-রুদ্ধ একটী ক্ষুদ্র বাটী, বাটীর মধ্যে দুইটী প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ,—গৃহ পুরাতন—ছাদের উপরে ও ভিত্তি-গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-গুচ্ছ জন্মিয়াছে, স্থানে স্থানে দুই একখানি ইষ্টকও খসিয়া গিয়াছে, গৃহ নানাপ্রকারে জীর্ণ হইয়াছে। সেই গৃহের পার্শ্বেই প্রাচীরে সংলগ্ন খোলার ছাউনি একটী ক্ষুদ্র পাকশালা। আর বাটীর মধ্যে একটী আমগাছ, একটী পেয়ারা গাছ, একটী নিচুগাছ, একটী যূথিকা পুষ্পের ঝাড় এবং পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে একটু শাকের ক্ষেত—ক্ষেতের ধারে কয়েকটী লঙ্কার চারা।

এ বাটী কাহার? প্রাচীন লোকেরা বলিবে রামদাস বন্দো-পাধ্যায়ের; কিন্তু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন পরলোক গমন করিয়াছেন। তবে কি এ শূন্য বাটী? না—তাঁহার অর্দ্ধ-বৃদ্ধা বনিতা তাঁহার কন্যার সহিত এ বাটীতে বাস করিতেছেন। পাঠক মহাশয়! বোধকরি এই কন্যাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইনিই বিধু-মুখী। বিধু-মুখী যে বাটীতে বাস করেন, তাহার বহির্দ্বার পূর্ব্বদিকে; এই দ্বার বীরেশ্বর বাবুর বর্ণিত প্রাঙ্গণের গুপ্ত-দ্বারের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী; এমন উভয় বাটীতে স্ত্রী-লোক দিগের যাতায়াত কেহ বাহির হইতে প্রায় উপলব্ধি করিতে পারিত না। রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেশ্বর বাবুর প্রতিবাসী

এবং পরস্পর একটু সখ্যও ছিল—উভয়ে বাল্যকালে এক পাঠ-শালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিধু-মুখীও বাল্যাবধি বীরেশ্বর বাবুর বাটীতে প্রায় থাকিতেন, বাল্যাবধিই তাঁহার চরিত্রে সরলার ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল; তিনি মিষ্টি কথায় সকলের মন ভুলাই-তেন, তিনি নিজের মিষ্টতামাথা স্বভাবের সহিত কোন আবদার করিলেও সকলের মনে ভাল লাগিত। বিধুমুখী যখন বালিকা-দিগের সহিত বাল্য-ক্রীড়া করিতেন, তখন লোকে তাঁহাকে দুগ্ধে সর, পুষ্পে সুগন্ধ, বসন্তে মলয়বায়ু, কোকিলে কুহুরব, ময়ূরের নৃত্য, ভ্রমরের গুঞ্জন ভাবিয়া আদর করিত। তিনি সক-লেরই প্রিয়—সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে।

এখন পাঠক মহাশয়ের বিমলা কোথায়? তাঁহাকে যে অনেকক্ষণ দেখেন নাই! আছেন—তিনি এই বীরেশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বিবাহিতা হইলেও আদরের মেয়ে বলিয়া আজও পিত্রালয়ে।—বিমলা এবং বিধুমুখী সমবয়স্কা, তাঁহারা বাল্যাবধি একত্রে খেলা-ধূলা, একত্রে আমোদ প্রমোদ করিতেন, বাল্যাবধি প্রণয় বীজে জল সেচিতে শিখিয়াছেন, বাল্যাবধি উভয়ের মন উভয়কে আকৃষ্ট করিয়াছে, উভয়েই শৈশব কালের "সই", উভয়েরই শৈশবকালের ভাল বাসা। আজও সেই "সই" সেই ভাল বাসা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিধুমুখী বাটী গমন করিয়া গৃহমধ্যে নীরবে উপবেশন করি-লেন, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিধুমুখীর মাতা রোহিনী তাহা দেখিলেন,—দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন;

আর থাকিতে পারিলেন না, আপনিও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার হৃদয় একবার জর্জ্জরিতবৎ প্রতীয়মান হইল, ক্ষণ-জন্য জগৎ শূন্য দেখিলেন, বিধুমুখীর অন্তরালে একবার চক্ষু মুছিলেন। জামতা অমলকৃষ্ণকে মনে পড়িল, যেন চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠেন বোধ হইল, কিন্তু কান্দিলেন না—মনের বেগ মনেই ধারণ করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন ঘোর-বাত্যা-পীড়িত নবীনা ললিত-লতা ধূলি বিজড়িতা হইয়া লুঠিতেছে। রোহিণীর শোক-সিন্ধু পুনরপি উছলিল;—অতিকষ্টে সে বেগ আবার সংবরণ করিয়া বলিলেন—

"বিধু! উঠ মা একটু জল খাও! কোন্‌কালে ভাত খেয়েছ মুখটী শুকেয়ে গেছে।"

শোক দুঃখের কোন কথা মুখে আনিলেন না, পাছে বিধু-মুখীর ক্ষীণ হৃদয় দুলিয়া উঠিয়া আরও ক্ষীণ হয়। মাতার এটী বড় ভয়। তিনি একমাত্র আশ্রয় রূপিণী বিধু-মুখীর মন তুষ্টির জন্য কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে অমলকৃষ্ণকে পাইবেন, এই চিন্তায় মস্তিষ্ক ক্ষীণ করিতেছেন, হৃদযের রক্তা-ধার শুষ্ক করিতেছেন।

গৃহ-মধ্যে দীপ-দানে দীপ জ্বলিতেছিল; বিধুমুখী কি ভাবিয়া চকিত বিস্ফারিত নেত্রে দীপ-শিখারপ্রতি কটাক্ষ করিলেন. ক্ষুদ্র-দীপশিখার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রশ্মি-গুচ্ছ সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন-কটাক্ষে প্রতিফলিত হইল—বিমল রজত পাত্রে নীলমণি জ্বলিয়া উঠিল।——কে দেখে? এই স্বাভাবিক মধুর কটাক্ষ কে দেখে? ইহা তীব্র বা কুটিল কটাক্ষ নহে; যে কটাক্ষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রযুক্ত হয় ইহা সে কটাক্ষ নহে; সে কটাক্ষে চাতুরী আছে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কৃত্রিম উপকরণ আছে অযথা চাঞ্চল্য আছে; এ কটাক্ষ স্বর্গীয় ভাবযুক্ত অথচ মনোহর। দীপ! আজ তুমিই

সুখী, এ কোমল ছল ছল মোহন কটাক্ষ তোমারই জন্য; তুমি পুরুষ কি স্ত্রী জানিনা।—যে হও তুমি এ কটাক্ষে মোহিত হইয়াছ।

পাঠক মহাশয় ভাবিতেছেন দীপের প্রতি কটাক্ষ কিসের? আছে—কটাক্ষের কারণ আছে। আজ যে স্থানে যে দীপদানে দীপ জ্বলিতেছে বর্ষত্রয় অতীত হইল একদিবস রাত্রি-প্রহরেকের সময় সেই স্থানে সেই দীপ-দানে দীপ-জ্বলিতেছিল। দীপদানের পার্শ্বে বসিয়া অমলকৃষ্ণ তাম্রকূটে অগ্নি সংযোজন করিতেছিলেন; মৃদু ফুৎকার প্রবাহে নিকটস্থ দীপ-শিখা ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া অমলকৃষ্ণের তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত সুন্দর ওষ্ঠাধরের চাকচিক্য বাড়াইতেছিল; বিধু-মুখী শয্যোপরি বসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-মধ্য হইতে এমনি মধুর কটাক্ষে দেখিতেছিলেন, সেই দৃশ্যই যেন জগতের সৌন্দর্য্য-সার ভাবিয়া, যেন সে দৃশ্য-দর্শন অন্যের ভাগ্যে অঘটনীয় বোধ করিয়া আহ্লাদ-প্রাচুর্য্যে হৃদয় ভাসাইতেছিলেন; সুন্দর দন্তে কোমল অধর প্রান্ত মৃদু টিপিতে ছিলেন।

আজও সেই স্থানে সেই দীপ-দানে দীপ জ্বলিতেছে, বসন্তের-সান্ধ্য-সমীরণের মৃদু আন্দোলনে তেমনি মৃদু২দুলিতেছে, বিধুমুখীর অতি দুঃখের সময় অতি সুখের অবস্থা মনে পড়িল, তিনি আপনা ভুলিয়া দীপের প্রতি তেমনি কটাক্ষ করিলেন; স্পষ্ট কিছুই দেখিলেন না, একটু তন্মন হইয়াছিলেন বলিয়া মাতার পূর্ব্ব সম্বোধন শুনিতে পাইলেন না! রোহিণী আবার ডাকিয়া জল খাইতে বলিলেন, এবার বিধুমুখীর চমক ভাঙ্গিল কথা শুনিতে পাইলেন, আশা ফুরাইল, দীপ এবং মাতার নিকট অপ্রতিভা হইলেন—মনে মনে ক্ষুব্ধা হইলেন।

ক্ষণপরে বিধুমুখী ধীরে ধীরে উঠিলেন, হস্ত-মুখাদি ধৌত করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল—রাত্রির আহারাদি কথঞ্চিৎ সমাপন করিলেন। মাতার নিকট বিবীব কথা কিছুই বলিলেন

না, বলিতে লজ্জা করে—মনে মনে সংকল্প ‘ মার কাছে আজও সে কথা বলিব না।, সে কথা মনেও রাখিতে পারিবেন না, প্রকাশ করিবেন, প্রকাশ করিয়া মনের ক্ষোভ শান্তি করিবেন। কোথায় কাহার নিকট বলিবেন? কে শুনিবে? বিধুমুখীর দুঃখে দুঃখ ভাগিনী আর কে হইবে?—হইবে, সেই বাল্য সহচরী ‘ সই,—বিমলা।

বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৈশোর ও যৌবনাবস্থা

বালিকাকে এখন কি বলিব? লতায় মুকুল ধরিয়াছে, বালিকার আর সে বাল্যস্বভাব সুলভ চপলতা নাই, এখন সে আর এক রকম হইয়াছে। শরীরে, মুখে, নয়নে, কার্য্যে, কথনে, চলনে, উপবেশনে. হাস্যে, রোদনে আর এক রকম। এখন স মৃণ্ময় পুতুলের বিবাহ উপলক্ষে ধূলার অন্ন, কাদার মিষ্টান্ন, বনফুলের বনফলের ব্যঞ্জন রাঁধিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না। এখন সে কি করিবে? বঙ্গে শিল্প নাই, চিত্র নাই, কামিনীকে লেখা পড়া শিখিতে নাই * তবে সে কি করে? কিছু না করিয়া শুদ্ধ বসিয়া থাকিয়া এত বড় সময় কিরূপে অতিবাহিত করে?

---

* এই স্থানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার ঠাকুরুণ দিদি রূপে প্রতিমা, গুণে লক্ষ্মী, প্রতিবাসিনী মণ্ডলে জগত শেঠের মা, পাকস্থলীতে অন্নপূর্ণা, পরামর্শে কুন্তী, পতিপরায়ণতায় দময়ন্তী, এবং যশে রাণী ভবানী। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ ঠাকুরুণ দিদি মেয়েতে লেখা-পড়া

জগতে কোন প্রাণী, কোন মনুষ্য, কেবল বসিয়া থাকিতে পারে কি? না একটার অবলম্বনে সময়াতিপাত করে। পশুরা বনে বনে আহারান্বেষণ করে, পক্ষীরা কত কি করে; দুর্গম অরণ্যানী মধ্যে ঘন পত্রভার শোভিত তরুশাখে বসিয়া কলকণ্ঠে গান করে, কেহ শুনে না, মনুষ্য শুনে না, তুমি শুননা, সে মনুষ্যকে শুনাইতে তোমাকে শুনাইতে কাহাকেও শুনাইতে অভিলাষ করিয়া গান করে না, পাখী আপনি গায় আপনি শুনে, আপনি বুঝে! পিপীলিকা সারি সারি চলিয়া যায়,

---

শিখেনা কেন? আহা! তুমি যেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি একটু লেখা পড়া শিখিতে তাহা হইলে যার পরনাই ভাল হইত।,, কথা কিছু কৌতুক করিয়া বলি নাই, ঠাকুরুণ দিদিও বুঝে ছিলেন একথা কৌতুকের নয়। ঠাকুরুণ দিদি কখনও আমার কথায় বিরক্ত হইতেন না, সে দিন বিরক্ত হইলেন। আমি একটু সামান্য লেখাপড়া জানি বলিয়া আমায় কত অনুযোগ করিলেন। আমি বিধবা, ঠাকুরুণ দিদি আমার সধবা, সুতরাং তিনি অত্যন্ত রাগিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন 'শত্রুকেও এমন কথা বলিতে হয় না, লেখা-পড়া শিখিলে বিধবা হয় তাহা কি তুমি জাননা?, আমি অপ্রস্তুত হইলাম মর্ম্মে বড় ব্যথা পাইলাম! ঠাকুর দাদার কাছে নালিশ করিতে গেলাম। আমার ঠাকুর দাদা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সমাজে ব্যবস্থা দাতা, কলহে মীমাংসক, তর্কে তর্কবাগীশ, বিচারে ন্যায়রত্ন এবং বিদায়ে অগ্রগণ্য। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "স্ত্রী শিক্ষাটা প্রকৃতই দোষাবহ, উহাতে স্ত্রী চরিত্র কলুষিত হয়, সমাজে দোষাশ্রয় করে, ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়।,, আর একটী দুঃখের কথা বলি শুনুন আমি বৈ পড়িতে পারিতাম বলিয়া একবার আমার বিবাহ প্রস্তাব ভাঙ্গ হইয়াছিল।

কোথায় যায়? কেন যায়? কে জানে? অথচ তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজন উপলক্ষেই যায়, জগতে কেহ বসিয়া থাকে না।

তবে বঙ্গকামিনীরা কি করে? কিকরে অবশ্য বলিতে হইবে। যদি বঙ্গ বালিকা সামান্য অথবা মধ্যাবস্থাপন্ন-গৃহের বধূ অথবা কন্যা হন তাহা হইলে প্রাতে উঠিলেন, সম্মার্জ্জনী হাতে করিলেন, গৃহ-পরিষ্কারাদি গৃহকার্য্য সমস্ত করিলেন, স্নান করিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন, সকলকে আহার করাইলেন, নিজে আহার করিলেন। ইহা ব্যতীত আর কি করিবেন? আর কি কিছু করণীয় নাই? দাসীত্বের অবসর ক্রমে প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে কিম্বা আত্মীয়াদের মধ্যে একটা ঝগড়া আরম্ভ করিয়া রাখিলেন। নয়ত পাঁচজনে একস্থানে একত্রে সমবেত হইয়া কেশবিন্যাশ করিতে করিতে, কেশের জোড় ছাড়াইতে ছাড়াইতে, চুল চিরিতে চিরিতে এইরূপ হইতে লাগিল,—'নন্দুর বৌ, কাল তার শাশুড়ী মাগিকে বেশ জব্দ করেছিল!, ক্ষান্তর সতীন এই মাত্র তাকে কত গাল দিল!, এখনি মুখুয্যেদের বাড়ী সতীনের ঝগড়া শুনিতে যাইতে হইবে।, আমার শাশুড়ীমাগী মরে গেলে বাঁচি!, জানিনা মানুষের নোনদ কেন হয়, নোনদের এত জ্বালা। তার সেই ছেলে মেয়ের পাল, তাইতে আমার অলঙ্কার হয় না!,, এইরূপ। তিনি যদি খুব সুশীলা, সরলা, বুদ্ধিমতী মেয়ে হইলেন, তবে ঠাকুরুণ দিদির কাছে ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, মনসার কথা শিখিতে লাগিলেন। যদি তাহার উপর অবার একটু রসিকা হইলেন, কি প্রেমিকা হইলেন, তবে বিরহিণীর শ্লোক শিখিতে লাগিলেন, দাশুরায়ের পাঁচালির ছড়া শিখিতে লাগিলেন। যদি বিশেষ জ্ঞানবতী কি ধর্ম্মিষ্ঠা হইলেন তবে 'সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়, কোন্ ব্রত করিলে কতটা উপবাশ করিতে হয় বৃদ্ধা ঠাকুরুণ দিদীর কাছে জিজ্ঞাসা ক্রমে তাহাই শুনিতে

লাগিলেন। তিনি যদি খুব কর্ম্মিষ্ঠা হইলেন তবে কবরী রচনোপ-যোগী কেশ রজ্জু, অথবা গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য কড়ির ঝগড়া, কড়ির আয়না বস্ত্রাদি রক্ষার্থ কড়ির আল্না, সিন্দূর পেতে প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ৺ তাঁহার চিত্র বিদ্যায় যদি পটুতা থাকিল, তবে গৃহের ভিত্তি মূলে লক্ষ্মীগাছ আঁকিতে লাগিলেন, গৃহদ্বার পার্শ্বে পদ্মফুল আঁকিতে লাগিলেন। এরূপ কত কি করিতে লাগিলেন; কত বলিব?

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, আবার দাসীত্বে নিয়োজিতা। বলিতে ভুলিয়াছি বলিতে লজ্জাও করে, এই শ্রেণীর বঙ্গকামিনীদের আহারের সময়ও দাসীর মতন ব্যবস্থা! সমস্ত সারবান্ পুষ্টিকর দ্রব্য সামগ্রী বিধাতা যেন পুরুষদের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাতে পুরুষদেরই অধিকার। পুরুষদেরই ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহাই ভোজন করিয়া অবলাদের পরিতৃপ্তি। যাক্ আরও অনেক কথা আছে। প্রাতে উঠিয়া প্রহরার্দ্ধ রাত্রিপর্য্যন্ত বঙ্গকামিনী দাসীত্ব করিল তাহার পর বিশ্রাম। বিশ্রামের পর আবার নূতন বিপদ! স্বর্ণকার আনাড়ি নির্ব্বোধ, সে অলঙ্কার ভাল গড়িতে পারে নাই, তাহারই জন্য আজ কতদিন হইতে স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে বিষবৎ সম্পর্ক! বাক্যালাপ নাই। উমেশের পরিবারের সহিত তোমার

৺ ভারতবর্ষীয় স্ত্রী জাতির শিল্প নিপুণতা পূর্ব্বকালে যে ছিল না একথা আমরা বলিতে পারিনা। ছিল কি না ছিল তাহার প্রমাণ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নয় তবে আমরা ঐঐ সম্পর্কে দুই একটী কথা যতদূর বুঝি এই প্রবন্ধের মধ্যে যথাস্থানে বলিতে চেষ্টা পাইব। এক্ষণে আমাদের ভগিনীদিগের মধ্যে নূতন শিল্পের আলোচনা অত্যল্প পরিমাণ দেখা যাইতেছে। সেটী বঙ্গের সৌভাগ্য লক্ষণ বলিতে হইবে।

পরিবারের বহুদিন হইতে মনান্তর আছে। তুমি কতদিন পরে বিদেশ হইতে দাসত্ব করিয়া বাটী আশিয়াছ। উমেশ, তোমার বাল্য-ক্রীড়ার সঙ্গি যৌবনের সহচর, সরলতার পরমাত্মীয়,তুমি উমেশকে হৃদয় খুলে বিদেশের দুঃখ, দাসত্বের যন্ত্রণা, সমস্ত কথা বলিলে, না বলিলে অন্তরের গ্লানি নষ্ট হয় না। ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়াই বলিলে। আর তোমার রক্ষা নাই। বিশ্রামের সময় শাসনকর্ত্রী স্ত্রীর কাছে তোমার সেই বিচার হইল। বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হইলে, তোমার দণ্ড হইল তিরস্কার! তাহা-তেও হইল না, তুমি কয়েক দিনের জন্য আত্মক্ষমতায় স্থগিত রহিলে, প্রেয়সীর প্রণয় মধুর সম্ভাসণে বঞ্চিত রহিলে। তোমার আপিল শুনিবার উপরওয়ালা নাই। রমেশ, সুপুরুষ, সুবিদ্বান্, সুবোধ, রমেশের অদৃষ্ট বড় মন্দ। সংসারের মধ্যে সেই অবি-ভাবক, সংসারের অনেক খরচ একমাত্র দাসত্ব উপার্জীবিকা। রমেশ, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ভক্তি করে, অপোষ্য ভ্রাতা ভগিনী-গুলিকে স্নেহ করে সুতরাং স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে পারে না। বিজ্ঞ রমেশ পত্নীর নিকট সুখ পান না, রমেশ পত্নীর নিকট গণ্ডমূর্খ! পত্নীর সংস্কার যে তাহার পিতা মাতা তাহাকে হস্ত পদাদিতে বন্ধন করিয়া অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছে! রাম বাবু সমাজে মান্য গণ্য, দাসত্বে উচ্চ পদস্থ, উপায় আছে, খরচ নাই। পিতা মাতার ধার ধারেন না,ভ্রাতা ভগিনীর সম্বাদ নেন না, ভিখারীকে ভিক্ষা দেন না সুতরাং স্ত্রীর কোন প্রয়োজন পূরণ করিতে তিনি অপারক নন। রাজবাটীতে নাটকাভিনয় হইতেছে স্ত্রী খোট ধরিলেন, আমি 'নাটকাভিনয় দেখিতে যাইব।, রাম বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। ভাবিলেন এ প্রস্তাবে যদি অসম্মত হই, তবে বাটীতে এখনি আত্মহত্যার পাপ আশ্রয় করিবে, অথচ কোন রূপেইত অনুমোদন করিতে পারি না, বুঝা-

ইবার চেষ্টা করিলে বুঝিবে না, তাহাতে বিপরীত হইবে।, বলিলেন আজ ক্ষান্ত হও, কাল বাড়ীতেই নাটকাভিনয় দেখাইব, খরচ পত্র যাহা হয় হইবে।,,

আজ ঘোষালদের ফুলকুমারীর বিবাহ। বিনোদের স্ত্রী বিনোদকে লুকাইয়া বাসরে গিয়াছে. ইয়ং বেঙ্গল বিনোদ,জানিতে পারিলেন রাগে উন্মত্ত হইলেন বিনোদের সহ্য হইল না স্ত্রীহত্যা করিতে ইচ্ছা হইল, পিস্তল বাহির করিয়া শয্যায় ঠিক হইয়া বসিয়া রহিলেন। আজ রাত্রিতে ফুলকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে ঘোষাল পাড়ায় স্ত্রীহত্যা হইল!

আবার অবিনাশ বিদ্যান বুদ্ধিমান্, তাঁহার স্ত্রী নির্ব্বোধ! সরলা বলিয়াই নির্ব্বোধ। অবিনাশ কথা কহিলে কথার ভাব বুঝিতে পারে না। স্ত্রী যে সকল কথা কহে তাহাতে অবিনাশের মনেরতৃপ্তি জন্মেনা। স্ত্রী বিরহিণীর শ্লোক জানে তাহাতে অবিনাশের মন ভুলিবে কেন? অবিনাশ ক্লিওপেট্রার রূপ দেখিয়াছেন, বিমলার কৌশল দেখিয়াছেন. তিলোত্তমার সরলতা দেখিয়াছেন, প্রমিলার পতিপরায়ণতা দেখিয়াছেন. সুতরাং স্ত্রী তাহার নিকট মৃৎপুত্তল। অবিনাশ স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহেন না, শ্রদ্ধার হাঁসি হাঁসেন না। স্ত্রী বাটীর দাসী, দাসীত্ব করিয়া প্রহরার্দ্ধ রাত্রিতে অবসর পাইলেন, তাহার উপাস্য দেবতার কাছে গেলেন, দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। অবিনাশের আবার সংস্কার, বঙ্গীয় স্ত্রী মাত্রেই নির্ব্বোধ। সহস্র শিক্ষা পাইলেও ইহারা নির্ব্বোধ। তাহাদের মস্তিষ্ক পুরুষাপেক্ষা অনেক কম। যে পরিমাণে মস্তিষ্ক আছে, তাহাতে নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারিবেনা * আবার হরি নূতন কলেজ হইতে বাহির

* শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই একজন, শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দোহাই দিয়া এই মত সমর্থন করিতে চাহেন। এটী আমাদের বিবেচনায় একটী গুরুতর কথা, এবিষয়ে সাধারণের মতকি জানিতে ইচ্ছা হয়

হইয়াছেন। হরি স্ত্রীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু অশিক্ষিতা স্ত্রীকে একবারে হৃদয়ে রাখিতে সাহস করেন না। সুতরাং লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। কিন্তু বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়াইয়া তাঁহার পরিণাম চিন্তা উপস্থিত হইল। স্ত্রী একদিন গৃহকার্য্যের ঝঞ্ঝাটে পাঠাংশ আয়ত্ত করিতে অবসর পান নাই, হরি বাবু হতাশ হইয়া বলিয়া বসিলেন 'যে দেশের স্ত্রী আজীবন—প্রচ্ছন্ন দাসীত্বে প্রতিপালিতা তাহাদের দ্বারা আমাদের আশার অংশ মাত্র পূরণ হইবে এরূপ প্রত্যাশা আমি করি না।'*

ক্রমশঃ

বঙ্গ-দম্পতির-পরিণাম।

একে অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার
গভীর রজনী নিস্তব্ধ সংসার!
তাহে মেঘাবৃত আকাশ মণ্ডল,
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ক্ষরে অবিরল!
ভয়ঙ্করী-নিশা যে দিকে তাকাও
কেবলান্ধকার! নিস্তব্ধ, কোথাও
শব্দ মাত্র নাই, বিশ্ব নিদ্রাগত
জগতের প্রাণী নিদ্রা-অভিভূত!

---

* এবিষয়েও অনেকের একমত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলি প্রত্যাশা কর, প্রত্যাশা করাতে সুখ আছে, অতএব প্রত্যাশা কর।

বহে কিনা বহে পবন প্রশ্বাস-
বহে কিনা বহে জীবনের শ্বাস!
কদাচ কোথাও আকাশের কোলে
কাদম্বিনী হৃদে দামিনী বিজলে!
কদাচ অস্পষ্ট মেঘ গরজন।
হতেছে সুদূরে শুনিতে ভীষণ!
এসময়ে একি? অই অকস্মাৎ
"অধীনীরে ফেলে কোথা যাবে নাথ!"
কে বলিল? এযে বামাকণ্ঠ স্বর!
আবার ঐ শুন ওকি ভয়ঙ্কর!
বিকট অথচ অস্ফুট কি শব্দ
শুনি মন প্রাণ শঙ্কায় নিস্তব্ধ!
উঠেনা চরণ সিহরিল গাত্র
ভয়ে ভীত হয়ে মুদিলাম নেত্র!
স্বপ্নে কি সজ্ঞানে ভাবিলাম চিতে
স্বপ্ন নয় শব্দ অনতি দূরেতে,
অই দেখ ক্ষীণ নির্জ্জীব প্রদীপ
স্তিমিত শিখায় জ্বলে দীপ দীপ!
ক্ষণে নিভ নিভ ক্ষণে সমুজ্জ্বল
আপনা আপনি হতেছে কেবল!
সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে রুগ্ন শয্যোপরে
নবীন যুবক শয়িত, বিকারে—
প্রচ্ছন্ন উন্মত্ত অচেতন ক্ষণে
ক্ষণে অচৈতন্য মূর্চ্ছা ক্ষণে ক্ষণে!
প্রলাপে ডাকিছে প্রলাপে হাসিছে!
রক্ত হীন চক্ষে বিকট চাহিছে

শুনে গা শিহরে রক্ত কড় মড়ে!
অনিমিখ চক্ষে শূন্যে কি নেহারে!
সতত সঞ্চালে উপাধানে মাথা,
প্রলাপ কি বকে বলে কত কথা—
'দাও ছেড়ে দাও ধরনাক আর!
'যাই ছেড়ে দাও! একে ও আবার?
'অন্ধকার—বর্ণ চক্ষু রক্ত জবা
'রক্ত ধারা মুখে রক্ত লোল জিহ্বা।
'প্রকাণ্ড শরীর হাতেতে কুঠার!
'দাও ছেড়ে দাও মেলে এইবার।
'পথ যে দেখিনা যাই কোন্ দিকে?
'যে দিকে তাকাই নিকদ্ধ কণ্টকে।
'একি! অগ্নিনদী! যাই অন্যপথে!
'ছি ছি! গন্ধে মরি পড়েছি বিষ্ঠাতে।
'রাম রাম এযে বিষ্ঠার পাথার।
'ক্রিমি কিল কিল দিতেছে সাঁতার'
'মোটা মোটা পোকা বীজ বীজ করে।
'অসংখ্য পাতকী উঠে মাথা নেড়ে।
'গাত্রে মাংস নাই জীর্ণ অস্থি সার,
'নাকে মুখে ক্রিমি ঢুকে অনিবার।
'পরিত্রাহি ডাকে কে শুনে সে কথা,
'লৌহ গদাঘাতে চূর্ণ করে মাথা।
'যাবনা ওদিকে এই দিকে যাই,
'যাই ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও যাই,
ঘোর বাতোল্লাপে উঠে শয্যা হতে
অভাগিনী পত্নী ধরে দৃঢ়মতে!

বঙ্গকুলবালা অবলা সরলা,
শঙ্কায় আড়ষ্ট শোকেতে বিহ্বলা!
পাগলিনী প্রায় আলুথালু বেশা,
ধূলা ধূষরিত রুক্ষ মুক্ত কেশা:
' সংসারের বন্ধু সংসার সহায়,
' হৃদয়ের নিধি কোথা ছেড়ে যায়?
' কোথা রেখে যায় করে অনাথিনী!
' যাবে কোথা নাথ! হইব সঙ্গিনী!
' কারে দিয়ে যাবে দাসীরে তোমার?
' তোমা বিনে নাথ! সব অন্ধকার!
' জানিনা যে কিছু তোমাধনে বই?
' ছেড়ে'ত, দিবনা যাও দেখি কই?
বলি জড়াইয়া ধরে বাহুপাশে
উন্মত্ত যুবক উন্মত্ততা বশে
বাতোল্বণে মাতি হৃদে মারে লাথি,
দূরে আছাড়িয়া পড়ে গুণবতী।
হইল মূর্চ্ছিতা! মূর্চ্ছিত যুবক,
ক্ষণেকে চৈতন্য ক্ষণে মহাশোক।
' শূন্য জীব-নাশা সোনার সংসার,
' প্রণয়ের ছবি প্রতিমা সোনার:
' হৃদয়ের গ্রন্থি অভিন্ন হৃদয়া
' একই জীবন ভিন্ন ভিন্ন কায়া।
' কার্য্যেতে কারণ অন্তরের আশা
' সঙ্কল্পে প্রার্থনা পানেতে পিপাসা।
' কর্ম্মেতে উৎসাহ বদান্যে করুণা
' হাস্যেতে প্রফুল্ল চিন্তাতে বিমনা,

' রোদনেতে অশ্রু ভোজনেতে ক্ষুধা',
' রসনার স্বাদ রসনার সুধা !
' বিলাসে সৌন্দর্য্য উৎসবে আহ্লাদ,
' কৌতুকে কৌশল প্রেমেতে উন্মাদ !
' মানেতে গৌরব আদরে মানিনী,
' তর্কে বিবেচনা হৃদে উদ্বোধিনী!
' নয়নের দৃষ্টি শ্রবণের শ্রুতি
' দেহে পরমাণু চেতনের স্মৃতি !
' অন্তরে বাসনা জীবনে — জীবনী;
' সব প্রিয়েময়। ঘরণী গৃহিণী ;
' প্রাণ প্রিয়াতমা কোথা ফেলে যাব ?
' সোনার প্রতিমা কারে দিয়ে যাব ?
' প্রাণের দোসর সরল শিক্ষিত।
' সুখেতে সন্তোষ দুঃখেতে দুঃখিত,
' হাসিতে হাসিত রোদনে রোদন,
' সন্তোষে সন্তোষ ভোজনে ভোজন,
' একই হৃদয় একই স্বভাব ;
' একই জীবন সব একভাব ;
' হেন বন্ধুনিধি আছে যে আমার,
' কোথা রেখে যাব প্রাণের আধার ?
' বহুদিন হারায়েছি পিতা মাতা,
' সেই স্নেহ রাশি সেই বৎসলতা,
' সেই, যদি ক্ষণে নয়ন অন্তর-
' হইতাম আমি, হইয়া কাতর,
" হয়ে পাগলিনী মণিহারা ফণী,
" আমার সন্ধানে ছুটিত অমনি,

' জননী আমার করি হাহাকার !
' কত অন্বেষিত ! এখন সংসার।
' ত্যজিয়া যেতেছি, আসিবনা আর,
' কোথা কে খুঁজিবে করি হাহাকার
' নয়নের মণি হৃদয়ের ধন,
' দরিদ্রের নিধি অমূল্য রতন,
' মরুভূমে ছায়া পিপাসার জল,
' শরীরে সামর্থ্য দুর্ব্বলের বল।
' বিপদে বিপন্ন কার্য্যেতে কুশল,
' জীবনে সহায় ভরসার স্থল।
' জীবন আধার সোদর আমার
' কোথা এসময় দেখি একবার।
' কোথা প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন ?
' কোথা বা কি রবে ; এইযে ভবন,
' শূন্য রবে পড়ি উহু মরি মরি।
' যাতনা বিষম সহিতে নাপারি।
' কিরূপে ছাড়িব সংসারের মায়া ?
' ক্ষণপরে পড়ে রবে শূন্য কায়া !
ভাবিতে যাতনা বাড়িল অমনি,
পড়ে অশ্রু-ধারা ফেটে আঁখি মণি !
' সংসারের বস্তু সকলি সুন্দর,
' সকলি রহিবে সকলি নশ্বর
' রহিবে আকাশ রহিবে অবনী ;
' রবে অন্ধকার চন্দ্র দিন মণি ;
' হইবে প্রভাত উঠিবে ভাস্কর,
' জাগিবে আহ্লাদে সুর-চরাচর ;

' ঘুমায়েছে সবে জাগিবে আবার,
' আমি ঘুমাইব জাগিবনা আর !!
' রবে আর সব আমিই চলিনু।
' প্রাণের প্রতিমা কারে দিয়ে গেনু।
' কারে দিয়ে গেনু এসবার ভার ?
' এই আছি ক্ষণে থাকিবনা আর।
' ক্ষণ পরে হব শ্মশানে সন্ন্যাসী।
' চিতাতে পুরিব হব ভস্ম-রাশি ;
' কিম্বা এই দেহ শৃগালে খাইবে,
' এই মাথা কোথা গড়াগড়ী যাবে,
' এই দেহ-অস্থি মিশাবে মাটিতে,
' কিম্বা যে কি হবে কে পারে বলিতে ?
' এই চক্ষু মোর কাকে উপাড়িবে।
' শকুনী গৃধিনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।
' কালে কেহ ছিনু ভাবিবেনা কেউ,
' বায়ু অন্তে জলে মিলাইবে ঢেউ !
' সহজে বাঙ্গালি ! উদরের দায়,
' প্রচ্ছন্ন দাসত্বে পরাধীনতায়,
' জর্জ্জরিত ছিনু, নাই কীর্ত্তিলেশ,
' চিতাও নিভাবে হবে সব শেষ।
' বৃথা রঙ্গ-রসে গিয়াছিনু মজে,
' যৌবনের গর্ব্বে শোনিতের তেজে,
' ফুলাইয়া ছাতি মন্দ-মত্ত গতি,
' মদ-মত্ত-হৃদে একদিন যদি,
' ভেবেছি ঈশ্বরে ! এখন কিঙ্করে,
' সঙ্কটে সাহায্য—প্রাণ যে কি করে !!

যাতনা বিষম কাল-কূট বিষে,
জারিল মস্তিষ্ক ক্রমে হৃদে এসে,
বসিল শেলেষ্মা কণ্ঠ-রোধ করি ?
ইচ্ছা, কহে কথা কহিবে কি করি ?
কফ শ্বাসে কণ্ঠ ডাকে ঘর-ঘর,
অবশ শরীর অবশ-অন্তর।
শিরাপথে রক্ত স্পন্দিত নাহয়
নিশ্চেষ্ট ; ইন্দ্রিয় অচৈতন্যময়।
চক্ষে দৃষ্টি নাই আছে জ্ঞান লেশ,
বধির শ্রবণ যন্ত্রণা অশেষ।
অন্ধকার সব শব্দ মাত্র নাই,
নাই বায়ু-লেশ কিছুমাত্র নাই।
নিভাইল আলো সঙ্গী হলো শ্বাস,
সঙ্গি লীলা খেলা শূন্য ক্রিড়া বাস।
ভার্য্যা গুণবতী মূর্চ্ছা অবসাদে,
দেখে প্রাণ বঁধু চির আঁখি মুদে।
যুগল নয়নে কাল নিদ্রা আসি,
ঢুলাইল ; চির চৈতন্য বিনাশি,
ঘুমাইল, আর বহেনা বাতাস,
সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ নিঃশব্দ আবাস।
জ্যোতির্ম্ময়ী ভালে ধমনী স্ফুরিল,
যুগল নয়নে অগ্নি নিকলিল।
শিহরিল অঙ্গ স্থির হল আঁখি,
স্থির কলেবর। হয়ে অগ্নি মুখী,
অতি উচ্চকণ্ঠে ছাড়িল চীৎকার,
শূন্য জল স্থলে হল হাহাকার।

চেয়ে দেখ, সতী স্নুবর্ণ প্রতিমা !
সেই মুখ-ছবি যৌবন গরিমা,
সেই প্রফুল্লিত শোভা বিস্তারিত,
স্থির সেই চক্ষে সেই বিস্ফারিত,
শ্বেত পদ্ম-দলে নীল মণি জ্বলে
কিন্তু প্রাণ নাই, হায় ! কি হল রে !
কিহলরে ! আর কাজ কি সংসারে !
চল সবে যাই পুড়িব অঙ্গারে।
দম্পতির চিতা বড় সুখ স্থান,
চল বিসর্জ্জিব চিতানলে প্রাণ !
দরিদ্রের গৃহে দরিদ্রতা লয়ে,
কাঙ্গালের কাছে কাঙ্গালিনী হয়ে,
জাতি অশিক্ষিতা অসভ্য ঘৃণিতা,
কুটীরে নিরুদ্ধা বস্ত্রাব গুণ্ঠিতা,
রব চিরকাল দাসীত্ব করিব,
নয়নে নয়নে সতত থাকিব,
মানসে পূজিব, সঙ্গ ছাড়িব না,
একত্রে চিতাতে পুড়িব দুজনা।
প্রার্থনা করিয়া যাব কায় মনে;
জন্ম জন্ম যেন পাই সেই ধনে।
শ্বাপদ সঙ্কুল সংসার অরণ্যে !
দুর্গমের পথ দেখাবার জন্যে,
সরল সুশীল বাঙ্গালী-জীবন,
উপযুক্ত সঙ্গী পথিক সুজন।
কাজকি সম্পদ, সভ্যতা সুশিক্ষা ?
থাকুক দারিদ্র্য মেগে খাব ভিক্ষা !

অসভ্য অলস কাঙ্গালী বাঙ্গালী,
যাহা আছি তাই রব চিরকালি,
বঙ্গকুলবতী প্রেমে মাখা সতী,
জীবন্তে জীবিতা মরণে সংহতি,
হেন পত্নী যার কুটীরে গৃহিণী,
কাজ কি তাহার অট্টালিকা? মণি—
মুক্তাদি খচিত অপূর্ব্ব ভবন?
বৈজয়ন্ত পুরী-নিবিড় গহন,
একই তাহার! কিসের অভাব?
সকলি সুখের সব এক ভাব।
কাজ কি সভ্যতা? সম্পদ কি ছার,
কুটিরে স্বর্ণ-প্রতিমা যাহার,
হৃদয়ে যাহার সরল প্রণয়
সরল জীবন সরলতা ময়।
স্বর্গীয় প্রকৃতি স্বর্গীয় হৃদয়,
স্বর্গীয় বাসনা সভ্য কি সে নয়?
নয় কি সভ্রান্ত? নয় কি সে সুখী?
দরিদ্রতা দুঃখে হয় কি সে দুঃখী?

সৌরবৎসর।

অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ, যে নিয়ম অবলম্বন করিয়া বর্ষ পরিমাণ স্থির করিয়াছেন, যে নিয়ম, নির্ণীত হওয়ার বহুশতাব্দী পরেও আমাদিগের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, অদ্য আমরা সেই নিয়মের সহিত পাশ্চত্য পণ্ডিতগণের বর্ষ নিরূপণ নিয়মের পার্থক্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আমরাও সূর্য্যকে দৃশ্যমান আকাশ মণ্ডল সম্পূর্ণরূপে একবার পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে দেখিলেই, সম্পূর্ণ একবৎসর গণনা করি, তাঁহারাও প্রায় সেইরূপ করিয়া থাকেন। এস্থলে বিভিন্নতা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে, রাশিচক্র ও রবিমার্গ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলেরন্যায় ৩৬০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে; পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে, যেখানে নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয়, তদুপরি আকাশ মণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থল পরিবেষ্টন করিয়া যে রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম বিষুব রেখা। পৃথিবীর মেরুদণ্ড বর্দ্ধিত করিলে আকাশ প্রান্তের যে দুই স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থানকে ধ্রুব স্থান বলা যাইতে পারে। এক ধ্রুব স্থানহইতে বিষুব রেখা ছেদ করিয়া অপর ধ্রুবস্থান পর্য্যন্ত, উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ যে ৩৬০ টী রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম দ্রাঘিমাংশ ও বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে যে ৯০ টী করিয়া রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে নভোমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া কল্পিত হয়, তাহাদিগকে অক্ষাংশ কহে। এতদ্ভিন্ন বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিন্ন্যূন ২৩।। অক্ষাংশ অন্তরে আকাশ মণ্ডলকে পূর্ব্বপশ্চিমে বেষ্টন করিয়া অপর দুইটী রেখা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদিগের নাম অয়নান্ত বৃত্ত। এই রেখাদ্বয় সূর্য্য মণ্ডলের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের শেষ সীমা। এতদুভয় অয়নান্তবৃত্তের মধ্যস্থিত আকাশ মণ্ডল, প্রতি ত্রিংশ দ্রাঘিমাংশে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ রাশিতে (মেষাদি) বিভক্ত হইয়াছে, আবার প্রত্যেক রাশি ২।। করিয়া সমুদায় রাশি চক্র, অশ্বিন্যাদি ২৭ টী নক্ষত্রে বিভক্ত।

আমরা সূর্য্যকে প্রায় একএকদিন এক এক অংশ, প্রায় ১৩। এক এক নক্ষত্র, এক এক মাস এক এক রাশি, ভোগ করিয়া সম্বৎসরে সম্পূর্ণ রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতে দেখি। রাশিচক্রের উপর সূর্য্যের এই দৃশ্যমান গতি যে পথের উপর দিয়া হয় সেই

পথে যে রেখা কল্পিত হয় তাহার নাম রবিমার্গ। এই রবিমার্গ বিষুব রেখার সহিত সর্ব্বত্র সমান্তরাল নহে; উহা দুইস্থানে বিষুব রেখা ছেদ করিয়া ক্রমশঃ বক্রভাবে উভয় অয়নান্ত বৃত্ত স্পর্শ করিয়া আছে। বিষুব রেখার সহিত রবিমার্গের সংযোগ-স্থানদ্বয়ের নাম বিষুব পদ, এই স্থান হইতে দুই অয়নান্ত বৃত্তের যেযে স্থান রবিমার্গের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে তাহার ব্যবধান ৯০ দ্রাঘিমাংশ। আবার অয়নান্ত বৃত্ত বিষুব রেখা হইতে প্রায় ২৩।। অক্ষাংশ অন্তরে অবস্থিত এই হেতু বিষুব পদদ্বয়ের প্রায় ২৩।। অংশ কোন উৎপন্ন হয়। রবিমার্গ রাশি চক্রের উপর স্থির নহে, বিষুব পদদ্বয় সম্বৎসরে প্রায় সপাদ ৫০ বিকলা পশ্চিমদিকে অপসৃত হয় সুতরাং একবার সূর্য্যকে যে স্থির নক্ষত্রের সম-সূত্র নিম্নে বিষুব স্থলে দেখা যাইবে, সম্বৎসর পরে সেই স্থির নক্ষত্রের প্রায় ৫০। বিকলা পশ্চিমেই বিষুব সংক্রমণ ঘটিবে।

এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার অবসর প্রাপ্ত হইলাম। রাশি চক্রের উপর রবিমার্গের সংস্থান ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রস্তাবিত বিষয় সহজেই বোধ গম্য হইবে। অস্মদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ, সূর্য্যকে এক স্থির নক্ষত্রের নিম্ন হইতে একবার সম্পূর্ণ রাশিচক্রের পরিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় সেই স্থির নক্ষত্রের সম্মুখে আসিতে দেখিলে, একবৎসর গণনা করেন; অর্থাৎ রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্রের সন্ধি-স্থলে সূর্য্যকে অবলোকন করিলে বৈশাখ মাস আরম্ভ করিয়া পুনরায় সম্বৎসর পরে সূর্য্যকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলে চৈত্রমাসের শেষ করেন। অপর ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, কোনও বিষুব পদের উপর হইতে সূর্য্যকে রবিমার্গের উপর ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে একবার পরিবেষ্টন করত পুনরায় সেই বিষুব পদের উপর আসিতে দেখিলে এক বৎসর গণনা করেন ইহাতেই অস্মদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বৎসরে প্রায় ৫১ পলের ন্যূনা-তিরেক হয়। কারণ আমরা যে কালে সূর্য্যকে একবার রবিমার্গ

প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে দেখি, সেইকালের মধ্যে বিষুব পদদ্বয়। রাশি চক্রের উপর সপাদ ৫০ বিকলা পুরো গমন করে। এক বিষুব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই বিষুব পদের উপর সূর্য্যকে আসিতে দেখিলেই ইয়ুরোপীয় বৎসর শেষ হইল; কিন্তু আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বিষুব পদের সমসূত্রস্থিত কোনও স্থির নক্ষত্রের নিম্ন হইতে পুনরায় সেই স্থির নক্ষত্রের পার্শ্বে না দেখিলে বৎসরের শেষ করিব না। কাজেই ইয়ুরোপীয় বৎসর পূর্ণ করিয়া সূর্য্য ৫০। বিকলা পূর্ব্বাভিমুখে না আসিলে, আমাদিগের বৎসরের শেষ হইবে না। এই স্থানটুকু আসিতে প্রায় ৫১ পলের আবশ্যক হয়, তজ্জন্যই ইয়ুরোপীয় বৎসর অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় বৎসর প্রায় ৫১ পল বড়।

ঋতু পরিবর্ত্তন সূর্য্যের ক্রান্তি অনুসারে হইয়া থাকে; রাশি ভোগের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আমাদিগের বৎসর রাশি ভোগ অনুসারে, ইয়ুরোপীয় বৎসর ক্রান্তি অনুযায়ী, তন্নিমিত্তই ইয়ুরোপে যে মাসে যে ঋতু, চিরদিন তাহা সমান থাকিবে; আমাদের মাসের সহিত ঋতুর কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। এক্ষণে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্ম; সূর্য্য বিষুব রেখা অতিক্রম করিয়া, কিঞ্চিৎ উত্তরে আসিলেই বৈশাখমাস আরম্ভ হইতেছে; প্রায় ৪০০০ সহস্র বৎসর পরে এই দুইমাস সম্পূর্ণ বর্ষায় পরিণত হইবে। তৎকালে বৈশাখমাসের মধ্য ভাগেই সূর্য্যকে উত্তর অয়নান্ত বৃত্তের উপর দেখা যাইবে। এইরূপে ইয়ুরোপীয় বৎসরের সহিত আমাদিগের বৎসরের ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তফাৎ পড়িয়া ২৫৭৯০ বৎসরে সম্পূর্ণ একবৎসরের তফাৎ পড়িবে, অর্থাৎ ঐ কালের মধ্যে ইয়ুরোপীয় ২৫৭৯১ বৎসর হইবে। এই ২৫৭৯০ বৎসরে বিষুব পদদ্বয় একবার সম্পূর্ণ রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ এক্ষণে রাশিচক্রের যেযে স্থানে বিষুব পদদ্বয় অবস্থান করিতেছে, ঐ পরিমিতকালপরে একবার রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় ঠিক সেই সেই স্থানে আগমন করিবে; সুতরাং ঐকাল পরেই বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশীয় বৎসরে যে মাসে যে ঋতু, পুনরায় সেই মাসে সেই ঋতুর আবির্ভাব হইবে। এই সুবৃহৎ কালকে আমরা একটী মহাযুগ আখ্যা প্রদান করিতে পারি।

পূর্ণমনস্কাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আর অধিক রাত্রি নাই, ভোর হইয়াছে; এসময় বসন্তের কোকিল ছাড়িবে কেন? কোকিল বীরেশ্বর বাবুর বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণের ঝাউ-বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, স্বীয় বাঁশীতে স-বলে ফুৎকার দিল। কুহু-রবে নৈশ-নিস্তব্ধ-গগন ভরিয়া উঠিল; সে রব মলয় মারুতে মিশিয়া গঙ্গা-হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিল; কদাচিৎ একূল ওকূল মজাইতে লাগিল; নাবিকদিগের কর্ণ-কুহর ভাসাইতে লাগিল। তাহারাও সময় বুঝিয়া নৌকা খুলিল।

এসংসারে সকলেই অনুকরণ প্রিয়। অনুকরণ-প্রিয়তা জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। অনুকরণ প্রবৃত্তি না থাকিলে, জৈব-জগৎ অচল হইত, মনুষ্য-জগতের কোন বিষয়ের নূতন উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইত না। অনুকরণ হইতেই উন্নতি। চিত্র-কর-পুত্র পিতার নিকট তুলি ধরিতে শিখিল, পিতার যতদূর বিদ্যা পিতা ততদূর শিখাইলেন, চিত্র-কর-পুত্র শিক্ষানুসারে রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল, মিশ্র-বর্ণে ব্যুৎপন্ন হইয়া বিবিধ বর্ণ ফলাইতে লাগিল; তথাপি মনের মতন সকল বর্ণ ফলে না; ভাবিতে লাগিল কিসে খেদ মিটে? কিসে মনের মত সকল বর্ণ ফলে? ভাবিয়া ভাবিয়া এ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিল, সূর্য্য কিরণ, সকল বর্ণের মূল—"ফটগ্রাফে," মনের

মত সকল বর্ণই ফলে, তাহাই ফলিতে লাগিল। চিত্র-কর-পুত্র চিত্রবিদ্যার অসম্ভাবিত উন্নতি করিল। যদি সে পিতার অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইত, তবে চিত্র-বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। এইরূপ অনুকরণেই সকল বিষয়ের উন্নতি। নাবিকগণ কোকিলের অনুকরণে গঙ্গা-হৃদয়-বিহারী স্নিগ্ধ বাসন্তিক সমীরণে গা-ঢালিয়া দিয়া ‘সারি, গাইতে আরম্ভ করিল। নাবিকদিগের গীত-রব এবং কোকিলের কুহু-স্বর মিশ্রিত হইতে লাগিল, সেই মিশ্রিত স্বরের অনুকরণে গঙ্গাও অস্পষ্ট মধুর প্রতিধ্বনি তুলিয়া তীরস্থ জীব-গণের শ্রবণ জুড়াইতে লাগিল। এখনও প্রভাতের বিলম্ব আছে—কাক ডাকে নাই। কাক প্রভাতের গায়ক। কোকিল বিরহ গায়-কাক প্রভাতি ভজন গায়। কাক এখন ডাকিলে, পাছে কেহ অরসিক-কাক প্রভাত চিনেনা বলিয়া নিন্দা করে, এই গৌরব-ভঙ্গের ভয়ে কাক এখন ডাকিতে সাহস করিতেছে না।

এইরূপে অনেকক্ষণ গেল, ক্রমে কাক ডাকিল, পূর্ব্বদিকে প্রভাত-লক্ষণ প্রকাশিত হইল; নক্ষত্রেরা পেচক-নয়নের সহোদর, তাহারা সূর্য্যের আলোকে বড় বিরক্ত, তাহারা অন্ধকারের রায় বাহাদুর, পাছে সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের নিজের প্রভাবের লাঘব হয়, এই ভয়ে একে একে সরিতে লাগিল; এখন অনন্ত নির্ম্মল নীলাকাশের নক্ষত্র কয়টীর সংখ্যা করিতে পারাগেল।—প্রাভাতিক স্থির গগনে ফিঙ্গা ঝাঁপদিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার রসিকতা কেহ বুঝিল কেহ বুঝিল না। ক্রমে স্পষ্ট প্রভাত—খোলা-দুয়ার পাইলেই আলো বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে লাগিল। ঝাউ-বৃক্ষের ক্ষুদ্র-পত্রাবরণে আর কোকিলের পোষায় না, তাহাকে কাল রঙ্ ঢাকিতে হইবে।—নিকটস্থ ক্ষুদ্র শ্যাম-মেঘ-খণ্ড-রঙ একটী মুকুলিত আম্র-বৃক্ষ দেখিয়া কোকিল

আহ্লাদে উচ্চ-রবে গোটা দুই কুহু ছুডাইয়া তাহাতেই গিয়া আশ্রয় লইল। সূর্য্য উঠিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া ফুল-বাগানে সূর্য্য-মুখীর অবগুণ্ঠন চুল চুল পরিমাণে অপসৃত হইতে লাগিল! এদিকে ভ্রমরেরা আফিসের পরিচ্ছদ পরিতে লাগিল কতক নিদ্রায় কতক চিন্তায় বিধুমুখীর নিশা প্রভাত হইল; তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আবাল-সঙ্গিনী বিমলার নিকট গমন করিলেন।

রোহিণী আজ অন্যদিন অপেক্ষা বিধুমুখীকে অধিক বিষণ্ণা দেখিলেন, কিন্তু অধিক বিষণ্ণতার নূতন কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। বিধুমুখীর মুখে কিছুই শুনিলেন না। নিজে কত অনুমান করিলেন,—কত ভাবিলেন,--কত কান্দিলেন। দুই দণ্ড বেলা হইয়াছে;—রোহিণী বাটীর বাহিরে আসিয়া ভব-নাপিতানীকে দেখিতে পাইলেন। ভব নাপিতের মেয়ে—বাল-বিধবা—এখন অনুমান চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে; সে ভ্রাতার গৃহের চিরকর্ত্রী। দায়ে দৈবে পাড়ার সকল বাটীতেই তাহার গতি বিধি আছে। ভব সুন্দরী চতুরা এবং বুদ্ধিমতী, আর যেন সকলের ব্যথায় ব্যথিতা.—সুতরাং কাজ পড়িলে সে সকল বাটীর গৃহিণী, সকলেই তাহার মর্য্যাদা করে, ভ্রাতার গৃহের কাজ-কর্ম্মের বড় একটা চাপ নাই। কাজের মধ্যে সিন্দুরের পেতে হাতে করিয়া পাড়া বেড়ান। ভব ঘোর আমুদে, কিন্তু প্রযোজন পড়িলে অতীব প্রবীণা।-ভব বিধুর মাকে চিরদিন অন্তরের সহিত ভাল বাসে, আজ বিধুর মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে "কি বিধুর মা এই গা—তুলিলে নাকি?" বলিয়া দাঁড়াইল।

রোহিণী। "ভবি ঠাকুরঝি—আয় বন্! অনেকক্ষণ উঠি-

য়াছি। বিধুর দশা দেখিয়া আর আমার আহার নিদ্রা নাই, পেটে অন্নদিতে আর ইচ্ছা হয় না।,,

ভব। "আহা! তবে কি বিধুর মা—মায়ের প্রাণ কতই ধড় ফড় করে। বিধুমুখীর এখন জ্ঞান হইয়াছে, দেখিয়া শুনিয়া সকলই বুঝিতে পারিতেছে, স্বামী থাকিতেও সুখ হইল না এ কি অল্প দুঃখ?,,

রোহিণী। "ভবি ঠাকুরঝি! আমার অমলকৃষ্ণ আজও বেঁচে আছেন বলিয়া কি তোদের বোধ হয়?,,

ভব। 'বালাই বেঁচে আছেন বৈকি! তোমার বিধু-মুখী মহালক্ষ্মী উঁহার সিঁথের সিন্দূর কখনও ক্ষয় হবে না।,

রোহি। 'আর বোন্! যে আমার কপাল! তাহাতে ও কথা মনে করিতেও সাহস হয় না। দেখ আজ আমার সৌদামিনী থাকিলে, এককুড়ি তিন বৎসরের হইত, তাহার কত ছেলে পুলে হইত। আর অমলকৃষ্ণ বাড়ীতে থাকিলে বিধুরও এতদিন ছেলে হইত। তা অদৃষ্টের কোন্ খানটা বলিব বল।,

ভব। 'আচ্ছা বিধুর মা! আর দুঃখ করিওনা বাড়ীতে যাও—আমি আবার বিকালে আসিব।, বলিয়া প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিধু-মুখী বিমলাদের বাটীতে গিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বিমলাকে ডাকিলেন। বিমলার আসিতে যতক্ষণ বিলম্ব হইল, ততক্ষণ বিধু-মুখী একাকিনী গৃহ-মধ্যে বসিলেন। পূর্ব্বদিকের মুক্ত-বাতায়ন-পথে প্রাতঃকালের মৃদু-হিল্লোল-ময়ী গঙ্গা, দর্শন করিতে লাগিলেন। জাহ্নবী-হৃদয়ে বিমল-সুনীল-তরঙ্গ—তরঙ্গের পশ্চাতে তরঙ্গ—তাহার পশ্চাতে তরঙ্গ, এইরূপ অনন্ত

তরঙ্গ-মালা সারি সারি ছুটিতেছে। একটী অপরটীতে মিশিতেছে, যেন আবার বিযুক্ত হইতেছে। কখন খেয়ার নৌকার ক্ষেপণী-তাড়নে তরঙ্গগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, আবার নৌকা সরিলেই অবকাশ পাইয়া পূর্ব্ব-বৎ সারি গাঁথিয়া উঠিতেছে। বান্ধাঘাটে প্রাতঃ-স্নান-কারীদিগের বিবিধ প্রকার কলরব, খেয়াঘাটে নাবিকগণের প্রথম খেয়ার আরোহি-আহ্বানের কলরব, তীরস্থ-বৃক্ষে পক্ষি-গণের প্রাভাতিক আনন্দ-সূচক কলরব নানা কলরবে গঙ্গা বিচিত্র কোলাহলী নদী হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দূরে একখানি নৌকা শ্বেত-বর্ণ পালভরে ধীরে ধীরে চলিতেছে ; যেন নীল গগন-বক্ষে বসন্তকাল-জাত শুভ্র-মেঘ-খণ্ডকে বসন্ত-বায়ু ধীরে ধীরে সরাইতেছে। কোমল কিরণ সিন্দূর-রঞ্জিত সূর্য্যদেব গঙ্গার পূর্ব্ব-কূলস্থ আম্র কাননের মধ্য দিয়া প্রথম দুই একবার উঁকি দিতেছিলেন. ক্রমে আম্র-বৃক্ষ, উচ্চ সৌধ-শিখর, মন্দির চূরা অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। কোমল-কিরণ তেজ বাড়িল ; সকলের গঙ্গাস্নান দেখিয়া কিরণ রাশিও গঙ্গা-জলে অবতরণ করিল ; গঙ্গার একূল ওকূল যুড়াইয়া পড়িল ; তরঙ্গ-শিরে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব ‘ঝিলিমিলি’, খেলিতে লাগিল ; যেন তরঙ্গ-রাজী অত্যুজ্জ্বল রত্ন-মুকুটে ভূষিত হইয়া আহ্লাদে নাচিতেছে। পাঠক মহাশয় ! একবার দেখুন তাই বটে কি না ? বিধুমুখীত এসকল ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেছিল না। তাঁহার হৃদয় তরঙ্গোপরিস্থ চঞ্চল-সূর্য্য-কিরণ-বৎ চঞ্চল। বিবীর বিষ বর্ষী-বাক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ এখনও বিঘূর্ণিত হইতেছিল।— বিবী জীর্ণ-গৃহের প্রবল-বাত্যা, মুমূর্ষু-জীবের কাল সর্পিণী, তাঁহার মন্ত্রণা বড় ভয়াবহ।

বিমলা আসিয়া দেখিলেন, বিধুমুখী বিষণ্ণমুখী ; গভীর চিন্তায় নিমগ্না। বিমলা একটু বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সই একা বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

বিধু-মুখী বিমলার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন,

"যাহা ভাবি তাহাই ভাবিতেছি, সই! মেম সাহেবের কথা শুনিয়াছ?"

বিম। "না—কি কথা? কাল কি আবার কিছু বলিয়াছেন?"

বিধু। "বলিয়াছেন, সে কথায় বড় যন্ত্রণা পাইতে হয়; মা শুনিলে হয়ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেন।"

বিম। "এমন কি বলিয়াছেন? তোমার মাকি তাহা শুনেন নাই?"

বিধু। "না। তাঁহাকে শুনাই নাই, সে কথা বলিতে লজ্জা আসিতে লাগিল, কান্না পাইতে লাগিল, তাহাতেই আর বলিলাম না।"

বিম। "কি কথাটা শুনি?"

বিধু। "কাল বাটী যাইবার সময়, মেমসাহেব ঐ বড় ঝাউ তলায় দাঁড়াইয়া, খৃষ্টধর্ম্ম, অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার বিষয়,—তারপর কত একথা সেকথা কহিলেন; আমি শুনি বা না শুনি চুপ করিয়া রহিলাম, কোন উত্তর করিলাম না। ইহাতে তিনি কি বুঝিয়া বলিলেন, 'বিধু-মুখী! তোমার স্বামী অনেক দিন দেশান্তরে গিয়াছেন, একাল পর্য্যন্ত কোন সম্বাদ নাই, গতিক দেখিয়া বোধ হয় আর তিনি বাড়ী আসিবেন না; অথবা কি হইয়াছে কিছুই নিশ্চয় নাই। আমার বিবেচনায় কি স্ত্রী কি পুরুষ সংসার বিচ্যুত হইয়া কাহারও একা থাকা উচিত নহে; বিশেষতঃ তোমাকে উদাসিনীর ন্যায় দেখিতে আমার বড় অসুখ হয়; তোমাকে সংসারে আনিতে আমার বড় ইচ্ছা, কিন্তু কিসে আনি? তোমার ত স্বামী নাই।'—এই পর্য্যন্ত বলিতে বিধুমুখীর নয়নাশ্রু বেগে বিগলিত হইল; বিমলাও চক্ষুর জল মুচিলেন।

বিমলা কহিলেন,—

" বালাই মেম সাহেব এমন কথা কেন বলিলেন ?,,

বিধু। ' সই আরও কথা আছে। একথায় আমার হৃদয় ব্যথিত হইলেও আমি কিছু বলিলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, সে দিন পড়িয়া শুনাইয়াছি এবং দেখাইয়াছি, তোমাদের শাস্ত্রেও বিধবা বিবাহ আছে ; তবে একটী সুপাত্র দেখিয়া তোমার বিবাহ হওয়ার দোষ কি ?—তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছেন বলিয়া লোকে কেবল প্রবোধ দেয় মাত্র।,

এই কথা বলিতে বিধুমুখীর অঙ্গ শিহরিল। বিমলা কহিলেন ' উঃ—! মাগী এমন কথা মুখে আনিল ?—তুমি চুপ করিয়াই রহিলে ?,,

বিধু। ' না—আর থাকিতে পারিলাম না—খেদে দুঃখে রাগে শরীর কাঁপিতে লাগিল।, তাহার পর যাহা ঘটিল পাঠক মহাশয় তাহা অবগত আছেন, বিমলাও বিধুমুখীর নিকট তাহাই অবগত হইলেন।

বিমলা এই সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন ' একথা না হয় বাবাকে বলা যাউক ;—উভয়েই ক্ষণেক নিস্তব্ধ। আবার বলিলেন ' না—এখন বলিয়া কাজ নাই, মেম সাহেব যতই চেষ্টা করুন; যতই বলুন, আমাদের কি করিবেন ? তবে শুনিতে মন্দ কথা।,

বিধুমুখী কহিলেন তিনি কিছু করুন, আর নাই করুন, তাঁহার কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেই আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা বটে, কিন্তু বড় ভয়—প্রকাশিত হইলে লোকে আমার প্রতি কেমন এক ভাবে চাহিবে; না বুঝিয়া কত কাণাকাণি করিবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'বিবী তোমাকে কি বলিয়াছিল ?, আমার সর্ব্বনাশ-আমি তাহাতে কি উত্তর দিব ? লজ্জায় জড়ী-ভূতা হইব, কিছুই নয়

তবুও কিছু বলিতে পারিব না। হে পরমেশ্বর! আমাকে লইয়া কেন এত গোলমাল! সুখের আশা মিটিয়াছে, এখন সত্য করিয়া বলিতেছি মরণই মঙ্গল। মরণ সোজা কথা কিন্তু ঘটে কৈ ?,

বিমলা একবার ছলছল চক্ষে খেদপূর্ণস্বরে কহিলেন ' সই !; ওকথা মুখে আনিওনা, এখনকি মরিবার বয়স ? আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি তোমার স্বামী বেঁচে আছেন ! ফিরিয়া বাটী আসিবেন ; সুখ কোথাও যায় নাই, আবার সকল সুখ ফিরিয়া আসিবে। নিরাশার দূরে, আশার সুখ কাছে কাছে ফিরে। সই আশা ছাড়িব কেন ?,

---

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার পর কয়দিন বিবী আপন অভিপ্রায়ের আর কোন কথা বিধুমুখীকে বলিলেন না। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ-ভ বেই রহিলেন ; যেন আর সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই সময় একদিন স্নানাদিরপর বিমলা এবং বিধুমুখী পাঠ-গৃহে বসিয়া আছেন. আজও পূর্ব্বদিকের গবাক্ষ-পথ-বিমুক্ত। দেখিলেন গঙ্গার ঘাটে একখানি পশ্চিম দেশীয় বাণিজ্য-নৌকা হইতে এক ব্যক্তি অবতরণ করিল। তাহার পরিচ্ছদ-বিন্যাস মেরুজা-ধাদী বা ভোজপুরীয় জমাদারেবন্যায়, কিন্তু শরীরাবয়ব সম্পূর্ণ পশ্চিম দেশীয়ের মত বোধ হয় না। তাহার বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক চত্তারিংশবর্ষ বলিয়া অনুমান হয়। হাতে একগাছি দুইহস্ত পরিমিত গাঁইট রাখা লালবর্ণ বাঁশের লাঠি। গোঁফ-গুচ্ছ শ্বেতাভ ;— পুরুষটী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। কে সে পুরুষ ? এ কথা লইয়া স্ত্রীলোকদিগের তর্ক বিতর্ক করিবার কিছুই ছিল না; কোথাকার কে একজন আসিল তাঁহারা এইমাত্র দেখিলেন।

আবার ক্ষণেক পরে দেখিলেন একটী যুবতী ও একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা ঘাটে স্নান করিতেছে। বালিকা জল ছুড়িতেছে, সন্তরণ করিতেছে, হাসিতেছে, উচ্চ-রবে মনের আহ্লাদ মুখে প্রকাশ করিতেছে। যুবতী পাছে জল নড়ে, এজন্য সাবধানে স্নান করিতেছে, হাসির কারণ উপস্থিত হইলে, মনের ভাব বাহিরে সঙ্কোচ করিয়া মৃদু হাসি হাসিতেছে; ধীরে ধীরে কথা কহিতেছে। খেদ মিটাইয়া স্নানটীও হইতেছে না; এক একবার সাবধানে গাত্র-বস্ত্র উন্মোচন করিয়া, চারিদিক্ চাহিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছে. আবার হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া দশনে রসনা টিপিয়া সর্ব্ব শরীর বস্ত্রাচ্ছাদন করিতেছে।

বিধুমুখী একদৃষ্টে এই ব্যাপারগুলি মনের সহিত দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন ' সই! স্ত্রীলোকের জীবনে যৌবনই কষ্ট প্রদ যত ভয় যত বিপদ যৌবনের সঙ্গেই উপস্থিত হয়। দেখ বালিকাটী কত ক্রীড়া করিতেছে, অন্তরের আনন্দ বাহিরে ছুটাইতেছে, বালিকা কত সুখিনী। আর হতভাগিনী যুবতী ভয়েই জড় সড়! যেন কত কি চুরি করিয়াছে; পথে চলিয়া যাইবার সময় কত সাবধানতার আবশ্যক, পাছে চলন-ভঙ্গী বা পদ-শব্দ জন্য নিন্দিতা হইতে হয়, এসকল গাম্ভীর্য্য কেবল যৌবনের অনুরোধ। এসব যন্ত্রণাও সহজ,—যৌবনের আরও গুরুতর জ্বালা কত রহিয়াছে ভাবিয়া দেখ দেখি?— আমি যে বিষে জ্বলিতেছি, সে বিষের মূল যৌবন হইতেই উৎপন্ন! যৌবন না হইলে কে আমায় আজ হাড়ে হাড়ে জ্বালাইত? কাহাকেইবা ভয় করিতাম? এখন পুরুষ জাতিকে পরম শত্রু বলিয়া বোধ হয়, কাছে আসিলে বিষ লাগে; কেন—তাহাদের কি অপরাধ? বাল্যকালে তাহাদিগকে কত সুন্দর বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহাদের সেই সৌন্দর্য্য ভয়ের আকর হইয়াছে। সই মনে পড়ে? অনেকদিন

হইল একবার বারডুয়ারিরকাছে কি বাজী হইয়াছিল, আমরা ভবী পিশীর সঙ্গে দেখিতে গিয়াছিলাম ; আসিবার সময় পথে জল আসিল, অল্প জলে ভিজিতে ভিজিতে খানিক দৌড়াইলাম, আর যখন দৌড়াইতে পারি না দেখিয়া কাদের পাকা দরজায় কয়জন পুরুষ বসিয়া ছিল, তাহারা আমাদের ডাকিয়া হাত ধরিয়া দরজায় তুলিয়া লইল।,

বিম। 'হাঁ সই! তা আবার মনে পড়ে না। ভবী পিশী সেই নীচের একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারপর বাটী আসিলে, ভিজে ছিলাম বলিয়া মা একবার মুখ করিলেন, আর তার পরদিনে আমাদের কমলের ভুজনো হল।,

বিধু। 'তবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি সই! তখনও যে পুরুষ এখনও সেই পুরুষ—কিন্তু আর আমরা তাহাদের সে-রূপ আহ্বানের পাত্রী নই; যৌবন পাইয়া যেন নূতন জীব হইয়াছি! এখন পুরুষ দেখিলেই লুকাইতে যাই। সে ভয় কে দেখায়? কেবল যৌবন।,

বিম। 'এখন কি আবার বালিকা হইতে ইচ্ছা হয়?,

বিধু। 'কেন না ইচ্ছা হইবে? যৌবনে কি সুখ? সে সুখ ত কৈ বুঝিতে পারিলাম না!—তাই বলি যৌবন কে চায়?

বিম। 'যৌবন কাহাকেও চাহিতে হয় না!,

বিধু। 'তবে কে আনিয়া দেয়?,

বিম। 'জলে কমল আপনি ফুটে,
আকাশেরচাঁদ আপনি উঠে,
ফুলে মধু আপনি হয়,
দেহে যৌবন আপনি আসে,
কাহাকেও আনিয়া দিতে হয় না।,

বিধু। 'তা বটে, লোকে এমন বালাই চাহিবে কেন? তাই

আপনি আসে আপনি যায়। কিন্তু যার যৌবন তার কি সুখ ?,
বিম। ' যদি দিন পাই তবে সে সুখ দেখাইব।,
এই সময় পথি-মধ্যে একটী উচ্চ অশ্ব-চিৎকার ধ্বনিত হইল তাঁহারা উভয়েই গবাক্ষ-দ্বার দিয়া নত-চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, যে পুরুষটীকে বিবী তাঁহার জামাতা করিবেন বলিয়া একদিন সেই পথে বিধুমুখী ও বিমলাকে দেখাইয়া ছিলেন, আজও সেই পুরুষ আশ্বারোহণে যাইতেছেন। এ চিৎকার তাঁহারই অশ্বের।

অনন্তগগন।

অনেকে অনন্ত গুণ, অনন্ত লীলা, অনন্ত সাগর প্রভৃতির গল্প করিয়া থাকেন, কিন্তু গাগনিক অনন্ততা সেরূপ নহে ; গগন প্রকৃত অনন্ত। তুমি মনুষ্য—তুমি জীব-মধ্যে সমাজ বুঝিয়াছ, তুমি প্রধান-জীব—যে হেতু তোমার মনের গৌরব অধিক ;—তুমি তোমার সেই মনকে নিয়োগ কর, মন আকাশীয় সীমা-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হউক, বিবিধ বায়ু-স্তর ভেদ করিয়া দূর-প্রদেশে ভ্রমণ করুক,—যতই আন্দোলন করুক,—শেষে বিচলিত, বিঘূর্ণিত উন্মত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে ;—বলিবে গগন অনন্ত। তুমি বৈজ্ঞানিক—তোমার বিজ্ঞান-মন্ত্র সকল বিষয়েই দুর্দ্ধর্ষ শক্তি-শালী ! তুমি বিজ্ঞান-রূপ ইন্দ্রজাল প্রভাবে ফুৎকারে জল উড়াইতে পার, ইচ্ছা হইলে

গৃহ প্রাঙ্গণে তাড়িতা লোক প্রজ্বালিত করিতে পার, প্রখর-অগ্নি-বর্ষী ভীম-নাদি বজ্রকে মন্ত্র-মুগ্ধ-ভুজঙ্গের ন্যায় পদ-তল-বিনস্ত্য ধূলি-রাশি-মধ্যে বিন্যত করিতে পার, বহুদূরবাসী সূর্য্য-চন্দ্রকে নামাইয়া আনিয়া ক্রোড়স্থ দর্পণে দেখাইতে পার, তাহাদিগের পরস্পর দূরত্ব গণনা করিতে পার; তুমি বৈজ্ঞানিক—তুমি সকলই করিতে পার! তজ্জন্য তোমার অহঙ্কার! কিন্তু আজ একবার গগনের পরিমাণ নির্ণয়ে তোমার বিজ্ঞানকে প্রেরণ কর দেখি! বিজ্ঞান আপনার জ্যোতির্বি-শক্তির সহযোগে এজগৎ হইতে জগদন্তর—তথা হইতে অন্য জগৎ, ইত্যাদি ক্রমে জগতে জগতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, কত কাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে; তুমি দেখিবে বিজ্ঞান অপ্রতিভ!-তুমি বুঝিবে গগন অনন্ত।

তোমার বাটীর চতুষ্পার্শ্বে তোমার প্রতিবেশীমণ্ডলী, তাহাদিগেরও পার্শ্বে পার্শ্বে অধিবাসি-গণ একত্রে একটী গ্রাম বা নগর বসাইয়াছে। গ্রাম বা নগর আকাশের যতটুকু স্থান ব্যাপিয়াছে, তুমি তাহার পরিমাণ করিতে পার। এইরূপে অনেকগুলি গ্রাম নগর মিলিত হইয়া একটী প্রদেশ হয়, অনেকগুলি প্রদেশে একটী দেশ, অনেকগুলি দেশে

একটী মহাদেশ, আবার অনেকগুলি মহাদেশের এক ত্রাব স্থান পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি সেই বিস্তৃত পৃথিবী-মণ্ডলেরও পরিমাণ করিতে পার। কিন্তু পৃথিবীর উপরিস্থ সমস্ত ভূভাগ এত বিস্তৃত, যে তাহার প্রত্যেক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করা তোমার সাধ্য নহে; পার্থিব-মনুষ্যের জীবিত কাল যতই দীর্ঘ হউক মনুষ্য এক জীবনে কখই সে কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না।—তবে তুমি পৃথিবীর কিরূপ পরিমাণ করিতে পার?—পৃথিবী গোল-বস্তু তাহার পরিধি এবং ব্যাস মাত্রের অনুমানিক পরিমাণ বুঝিয়াছ। তাহার পরিধি পরিমাণ কিঞ্চিদূন তিন সহস্র যোজন। আকাশের সেই প্রমাণ আয়তন-মধ্যে পৃথিবী অবস্থিতা। পৃথিবী স্থিরা নহে, সূর্য্য-প্রদক্ষিণার্থে নিয়ত ভ্রমণশীলা। সূর্য্যও তোমার অপরিচিত নহে; তুমি প্রতিদিন তাহার আলো ও তাপ ভোগ করিতেছে, তাহার অনন্ত উজ্জ্বল কিরণ হইতে কত কৌতুক দেখিতেছ। অনেক কষ্টে তাহার কথঞ্চিৎ পরিমাণ স্থির করিয়াছ—সূর্য্য-মণ্ডল স্থূলতঃ পৃথিবীর অপেক্ষা প্রায় ১৪,০০,০০০ গুণ বৃহৎ। সেই প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট হইতে পৃথিবী ১,১৪,৫০,০০০ যোজন দূরে অবস্থিতা থাকিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট-পথে প্রতিদণ্ডে প্রায় ৩.০০০ যোজন

আকাশীয় পথ অতিক্রম করে। পৃথিবী যে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করে, তাহাকে একটী বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করাযায়। পৃথিবীর গতি অনুসারে সেই বৃত্তের পরিধি ৬,৫৭,৪৫,০০০ যোজন পরিমিত। অতএব সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর কক্ষান্তর্গত গাগনিক আয়তনও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপে সূর্য্য হইতে ক্রম-দূরবর্ত্তী অন্যান্য গ্রহ পরম্পরারও দূরত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তদনুসারে তাহাদিগেরও কক্ষ-পথের পরিধি স্থির করা যায। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এপর্য্যন্ত যতদূর জানা গিযাছে, তাহাতে নেপচ্যুন গ্রহই সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে নেপচ্যুন গ্রহের দূরত্ব ৩১,২৫,০০০০০ যোজন। চেষ্টা করিলে তাহারও ভ্রমণ কক্ষের পরিধি পরিমাণ আনুমানিকরূপে নির্ণীত হইয়া তোমার উচ্চ সংখ্যায় ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু সেই পরিমাণ মাত্র জানিলেও বিশেষ কিছু বুঝা গেল না।

সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নেপচ্যুন-গ্রহের কক্ষ-সীমা পর্য্যন্ত স্থান ও পদার্থ সমবায়ে একটী সৌরজগৎ এই সৌরজগৎ গগনের যে পরিমানস্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহার পরিধি জানিলেও সেই সুবৃহৎ আকাশীয় অংশের বিশালত্ব ধারণা করিতে মনুষ্য হৃদয়

অসমর্থ। আবার সৌর-জগৎ-মধ্যে কত গ্রহ, কত ধূম-কেতু, কত উল্কা পিণ্ড অনবরত ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা করাও এক প্রকার অসাধ্য। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কালে নির্দ্দিষ্ট-পথ ভ্রমণের পরিমাণ আছে; তাহাদিগের ভার-পরিমাণাদি অন্যান্য গুণও আছে; দুঃসাধ্য সাধন-কারি পণ্ডিত-গণ দ্বারা পৃথিবীর ভার-পরিমাণ ১,৬৩,৮৬,-৩০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ মণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা হউক এই যে কিয়দ্গুণ মাত্র জ্ঞাত একটী সৌর-জগতের আয়তন-মাত্র ধারণা করিতে মানবীয় অন্তঃকরণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, সেই সৌর-জগৎও স্থির নহে। সমস্ত গ্রহ-উপ-গ্রহাদি সংবলিত সূর্য্যমণ্ডল অসীম শূন্য-মণ্ডলে প্রতিদণ্ডে ৯০০ যোজন আকাশীয় পথ ভ্রমণ করিতেছে। অদ্ভুত গগন-ক্ষেত্রে এরূপ অদ্ভুত আয়তন বিশিষ্ট কত সৌর-জগতের অবস্থান তাহারই বা কে সংখ্যা করিবে?

আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উল্লেখ আছে। এই সৌর-জগৎকে যদি একটী ব্রহ্মাণ্ড ধরা যায়, তবে আর এরূপ ব্রহ্মাণ্ড কোথায়? ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নিসংশয়ে অবধারণ করিয়াছেন, যে আকাশের এক একটী নক্ষত্র

এক এক সৌর জগৎ সদৃশ! নক্ষত্র-গণ সূর্য্যেরন্যায় অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহাদি সমভিব্যাহারে গগণমার্গে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। মানব! এখন একবার বিবেচনা কর গগনে কত নক্ষত্র! জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বলে তুমি তৎ সংখ্যাবধারণেও একেবারে অনভিজ্ঞ নহ।

কেবল চক্ষুতে যত দেখাযায়, পণ্ডিতগণের সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা ৬,০০০ মাত্র। কিন্তু দূর-বীক্ষণের সহায়তায় গগণ পর্য্যবেক্ষণ কর, নক্ষত্রস্তূপ মানবীয় সংখ্যার অতীত হইয়া পড়িবে। নির্ম্মল-রাত্রির আকাশ-মধ্যে যে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত শুভ্র-মেঘ-খণ্ডবৎ পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে সচরাচর হরিতালিকা (যম কুলি) বলে, সরউইলিয়ম হর্শেলের দৌরবীক্ষণিক গণনায় তদন্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ১,৮০০,০০০০। মসূর সাকার্ণাক্ বিবিধ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি চক্ষুগোচর কি দূরবীক্ষণগোচর আকাশ মণ্ডলে সমুদায়ে ৭,৭০,—০০,০০০ নক্ষত্র বিদ্যমান আছে।

এই সংখ্যাই কি গাগনিক নক্ষত্র-পুঞ্জের শেষ-সীমা? কখনই নহে। বিজ্ঞান-বলে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দিন দিন যত তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে; এই প্রমাণ-দৃষ্টেই নক্ষত্র-পুঞ্জের অসীমত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট দূর-বীক্ষণ দ্বারা সুদূর আকাশ-ক্ষেত্রে নীহারিকা নামক যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে, বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বিদ্-গণের মতে তৎ-সমুদায়ও কোটি কোটি নক্ষত্রের স্তূপ!! মানব! এখন একবার ভাবিয়া দেখ, সেই অভাবনীয় অনন্ত নক্ষত্র-পুঞ্জ এক এক বিশাল সৌর--জগৎ--তুল্য! তাহারা সকলেই সূর্য্যেরন্যায় ভ্রমণ শীল, কত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ যোজন পথ নিয়ত অতিক্রম করিতেছে, অথচ কেহ কাহারও গতি বাধা দিতেছেনা, কেহ কাহাকে স্পর্শ করিতেছে না, যেন গগনের পাশে পাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলি গগন অনন্ত।

বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আবার যাহারা বিধব, অথবা কুলীন পত্নী, তাহাদের অদৃষ্ট-লিপি আর এক বিধাতার! তাহারা, পরিবারের-মধ্যবর্ত্তী একজন অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধেরও দাসী, আবার একজন পঞ্চম-বর্ষীয় বালকেরও দাসী: সকল অবস্থার--লোকেরই দাসী। দাসীত্বের ঝঞ্ঝাটে, তাহাদের আর্দ্র-কেশ আর্দ্রই রহিয়া যায়; শুকাইবার অবকাশ থাকে না। পিতামাতা যতদিন জীবিত থাকে, বঙ্গেরবিধবা, বা, কুলীন-পত্নী-দের ততদিন যৎকিঞ্চিৎ দুঃখের লাঘব দেখিতে

পাওয়া যায় বটে; কিন্তু পিতা মাতার অবর্ত্তমানে, ভ্রাতার বা, দেবরের-সংসারে, অভাগী-দিগে কে আর চাহিয়া দেখে? কে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া,—তাহাদের মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া, "আহা!", বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে? মরে-যাই!—একে সেই-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে ভয়ানক দাসীত্ব-বেদন, তাহার উপর আবার, পরিবারদের কালকূট-বিষ-মিশ্রিত নিদারুণ বাক্য-জ্বালা!! পাঠক! কুসুম-সুকোমল-অবলা-হৃদয়ে, কত সহিবে বল দেখি? পাঠিকা! বলদেখি, বাটীতে একজন অভাগী ননন্দা থাকিলে, বৌ, তাহাকে ছাড়িয়া প্রতি-বাসিনীদের সঙ্গে, ঝগড়া করিতে যায় কি? তদ্রূপ, ননন্দার, বধূই হর্ত্তী-কর্ত্তী বিধাত্রী। বধূ বিরূপ হইলে, ননন্দার আর এতবড় পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান থাকে না।

কুলীন-পত্নী সমস্ত দিন দাসীত্ব করিয়া, যথাসময়ে, অন্যের পাত্রাবশিষ্ট অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। বিধবা, সেই অপরাহ্ণে সমস্ত পরিবারের পাকাদি সমাপন করিয়া সকলের আহারাদির পর, নিজের হবিষ্যান্ন, নিজে পাক করিয়া, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শ্রাদ্ধের-পিণ্ড কোনরূপে গলাধঃকরণ করে। ইহা সকলেই জানে, বঙ্গে, কুলীন-পত্নী ক্রীত দাসী, বিধবা পাচিকা!

আবার, বঙ্গ-কামিনী যদি উচ্চ অবস্থাপন্ন-গৃহের বধূ বা, কন্যা হইলেন, তাহা হইলে তিনি কি করেন? তিনি প্রাতে উঠেন, প্রাতঃকৃত্য স্বয়ং সম্পন্ন না করিলে চলে না সুতরাং তাহাও করেন। স্নানের সময় স্নান করেন,—আহারের সময় আহার করেন; তারপর কি করেন? এত, দিবার প্রথমার্দ্ধ ভাগ—এখনও সূর্য্যাস্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে; দিন যেন যায় না—দিন বড় দীর্ঘ। বাস্তবিক, কি, দিন বড় দীর্ঘ?

না,—তুমি বাঙ্গালী; – উদারান্নের নিমিত্ত চিন্তায় ব্যাকুলিত-

দাসত্বে আবদ্ধ,—প্রভুর মন-রক্ষা করিতে বিব্রত,—প্রভুর তীব্র-বক্রোক্তিতে জ্বালাতন ;—তুমি বলিতে পার, দিন আর যায় না। আমি বিধাতার বিড়ম্বিতা,—বঙ্গের সমাজ সংস্কারিণী হইয়া বিনোদিনীতে লিখিতে অনুরুদ্ধা. লিখিতে জানিনা, পাঠক পাঠিকাকে কি করিয়া সন্তোষ করিব, ভাবিয়া আকুলিতা হইয়াছি, আমার, যে দিন যায়, সেই দিনই ভাল ; সুতরাং আমিও বলিতে পারি ' দিন আর যায় না।, বঙ্গের. কুলীন পত্নী বা বিধবা কামিনীদের হৃদয়ে আশা নাই,—ভরসা নাই,—সংসারে তিষ্ঠিবার কোন সামগ্রীই নাই। তাহাদিগের হৃদয় মহাশোকে পরিপূর্ণ,—মহাদুঃখে জর্জ্জরিত ; একদিন তাহারা বলিতে পারে, ' দিন আর যায় না,—দিন বড় দীর্ঘ !. তুমি আমি ভ্রান্ত ; কিছু জাননা,—কিছু জানিনা,—তাই বলিলে,—তাই বলিলাম " দিন আর যায় না।, দিন যায় —দিন আর কাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে ? দিন যায়। তবে. দিন কাহারও পক্ষে কিছু বড়, কাহাও পক্ষে কিছু ছোট। তোমার আমার দিন বড় বলিয়া, দ্বি-তল-সৌধোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন করিয়া. আশার মোহে মুগ্ধমতী কুসুম-কোমলা যুবতী, কেন বলিবে, ' দিন আর যায় না ?, যিনি, আপনাকে স্বর্গ-বিদ্যাধরী বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইন্দ্রের পত্নী অপেক্ষা ভাগ্যবতী মনে করেন;—পৃথিবীর দণ্ড-মুণ্ডের হর্ত্রী কর্ত্রী বিধাত্রী মনে করেন, তাঁহার ইচ্ছা, তোমার আমার মত নহে। ইচ্ছা,—দিন তাঁহার সুখের অপেক্ষায় বসিয়া থাকুক,—' দিন যেন যায় না।, যাঁহারা তাহাই ভাবেন, বাস্তবিক, তাঁহাদের দিন বড় ক্ষুদ্র। কখন, কোন্‌দিকে কি হইয়া দিন চলিয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলেন না। অথচ কি করিলেন ?

বিধাতা যাঁহাদিগকে বিলাস-সরসীতে সুখের কমল করিয়া

সৃজন করিয়াছেন,--যাঁহাদিগকে অন্যের নিশ্বাস-বায়ুতে দুলিয়া দুলিয়া নিজের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তাহাই করিবেন। ভাল, আর কিছু কি করেন না?—গল্প করেন;—গল্প দুই চারি লক্ষের,—তোমার আমার শুনিবার উপযুক্ত নয়।

নানামতে দিন গেল রাত্রি আসিল। এইবার বিশ্রাম। বিশ্রামটা--তোমার কি?—আমার একটু আবশ্যক আছে। সূর্য্যমুখী, ধনবানের কন্যা। কৌলীন্যের অনুরোধে, পিতা বহুদূরে দরিদ্রের গৃহে বিবাহ দিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখীর স্বামী, আমাদের পাঠকের মত সুশীল—সুশিক্ষিত; বিবাহ একের অধিক করেন নাই। যুবতী স্ত্রী, শ্বশুরালয়ে রাখা যুক্তি বিরুদ্ধ-নীতি-বিরুদ্ধ; সুতরাং কালীপ্রসন্ন, শ্বশুরকে বলিলেন 'আমি পরিবার লইয়া যাইব।' কালীপ্রসন্নের বড় মানুষ শ্বশুর, আপনার কন্যাকে জামাতার গৃহে যাইতে হইবে, বিবাহের সময় তাহা বিবেচনা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কন্যার বিবাহ হইল, তারপর অন্নের প্রলোভনে জামাতাকে নিজগৃহে অন্নদাস করিয়া রাখিবেন। কিন্তু, জামাতা এখন সে কথায় বিরক্ত হইতেছেন। শ্বশুর তাঁহার কথায় মনোযোগ করিতেছেন না দেখিয়া, তিনি পুনরপি বলিলেন। এবার, শ্বশুর উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার কন্যা পাঠাইতে কোনরূপেই পারিব না।' কালীপ্রসন্ন, স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিতেন, স্ত্রীও তাঁহাকে ভাল বাসে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্বশুরের তদ্রূপ, নৈরাশ্য-জনক কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু মনে মনে সম্পূর্ণ আশা ছিল 'স্ত্রী, তাঁহার অনুগামিনী হইবে।'

বিশ্রামের সময় কালীপ্রসন্ন সূর্য্যমুখীকে বলিলেন, 'তোমাকে আমার বাটী যাইতে হইবে; এবিষয়ে তোমার পিতা এই কথা

বলেন,—তুমি কি বল ?, সূর্য্যমুখী বলিল, ' তিনি এমন কথা না বলিলেও আমি যাইতাম না। সেখানে তোমার আছে কি, তাই যাব ?, কালীপ্রসন্ন, স্ত্রীর এই মর্ম্ম-জ্বালাকর বাক্যে অধীর হইলেন,-যাতনায় অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, ' আমি এজন্মে আর আসিব না।, সূর্য্যমুখী বলিল, ' ইচ্ছা হয়, আসিবে, নচেৎ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে,—আমি তাহার কি বলিব ?, কালীপ্রসন্ন স্ত্রীকে আর কিছু না বলিয়া প্রাতে উঠিয়া বাটী চলিয়া গেলেন এবং অগত্যা আর একটী বিবাহ করিলেন।

রাত্রিতে বিশ্রামের সময় নসু বাবু আপনার স্ত্রীকে বলিলেন, 'প্রিয়নাথের জমীদারীতে দুর্ভিক্ষের জন্য কয়েক বৎসর হইতে এক পয়সা আদায় নাই, কালেক্টরিতে টাকা দাখিল না হওয়ার জন্য তাহার জমীদারী নীলাম হইবার সম্ভাবনা। আমাকে কিছু টাকা কর্জ্জ চায়। প্রিয়নাথকে টাকা দিলে আদায় হইবার ভাবনা নাই। সে আমার পরম বন্ধু। এ বিষয়ে তুমি কি বল ?, স্ত্রী, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, এমন কাজ করিতে পাইবে না। প্রিয়নাথ বাবুর টাকার অভাব কি? তাঁহার বৌর গায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার আছে, তাই এখনি বেচে দিতে পারে।, নসু বাবু বলিলেন, ' না প্রিয়নাথ আমার বন্ধু;—টাকা চাহিয়াছে তাহার অনেক টাকার সম্ভ্রম—টাকা দিতে হইবে।, নসুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ' না,—ওর বোউ আমার খোঁকাকে একদিনও দেখিতে আ—সে নাই;—টাকা কোন রূপেই দেওয়া হইবে না, যদি দাও, তবে আমি মাথা কুটিয়া মরিব।, নসুবাবু, কি করেন অবশেষে, স্ত্রীর কথাই রক্ষা করিলেন।

এই স্থানেই বলিয়া রাখি, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের কোন কথার আমারা উল্লেখ করিব না। কেন করিব না,—বোধ করি, সে

কথা বলিবার তত অপেক্ষা নাই। আমাদের পাঠক পাঠিকা হয়ত বুঝিয়াছেন, "বিনোদিনী„ বঙ্গের প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাদের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী নহে। 'কুমারী বিনোদিনী' চির কৌমার্য্যে এই বঙ্গ-ভূমিতে হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া গাইয়া খাইয়া বেড়াইবে, কিন্তু প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধাদের কাছে যাইবে না। তাহাদের চরণে দূর হইতেই প্রণিপাত করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

(ক্রমশঃ)

সারদী প্রদোষ।

শারদ পূর্ণিম প্রদোষ মাধুরী
হেরিয়া মজিল নয়ন মোর,
উপলিল হৃদে ভাবের প্রবাহ
থর থর প্রেমে হয়েছি ভোর!

সুখে টলমল চ'ল চ'ল চ'ল
চলিতে পারিনে ভাবের ভরে,
বলিতে পারি না কি হ'ল সহসা
কে বুঝে-কে শুনে-কে মোরে ধরে?

দেখে যারে! তোরা দেখেযা দেখেযা
কি ছিনু-কি হ'নু-কি হ'ল মোর!
শোক তাপ জরা মরণ ভুলেছি
এ সুখের বুঝি নাহিক ওড়!

দরিদ্র হয়েছে রাজ রাজেশ্বর।
রাজ রাজেশ্বর সুখিকি এত ?
বিষয় সম্ভোগ ক্ষুদ্র সুখ স্পৃহা
-যাহার, সে কিসে আমার মত ?

'তুমি আমি, যার নিযতির বল,
নিযোগের প্রভু, নিয়ন্তা আদি।
বাক্যে সর্ব্বে সর্ব্বা কার্য্যে কৃতদাস
- রাজা রাজপাদ রাজনীতি বিধি.-.

—'তুমি আমি, আছি, তাইতে সকল
নহিলে ওসব থাকিত কোথা ?
কোথায় থাকিত রাজ সিংহাসন ?'
কে ধরিত শীরে সোনার ছাতা ?

কে ধরিত দণ্ড.—কে উড়াত ধ্বজ ?
কে দিত মাথায় মুকুট তুলে ?
দাড়ায়ে সম্মুখে 'রাজা-রাজা বলে,
ডাকিত কে কারে হৃদয় খুলে ?

হৃৎপিণ্ড চিরি রুধির লইয়া
কে -পূজিত কারে হৃদয় ভরে ?
অস্থি-মাংস-মজ্জা মেদ মন প্রাণ, —
—কে দিত কাহার সেবার তরে ?

কার তীব্র রক্তে—কে ধুইত অসি ?

কে শোষিত রক্ত পৃথ্বি পারাবার ?
সিংহাসনে বসি, আরক্ত নয়নে
কে ছাড়িত ঘন ঘোর হুহুংকার ?

কোথা র'ত দাস-দাসী অট্টালিকা ?
রতন পর্য্যঙ্ক ? রূপসী প্রেয়সী
মহিষীর প্রেম ? বসন্তের ফুল
সুখাত ! সুখাত বিলাস সয়সী !

বসিতনা কুঞ্জে বসন্তের পীক,
ফুটিতনা ফুল প্রমোদ বনে,
মধু পিয়ে অলি গুণ গুণ রবে
মোহ মন্ত্র তবে দিত কি কানে !

বন্দীভাবে স্তুতি গাইতনা শুক
পিঞ্জরে বসিয়া প্রফুল্ল মনে।
সঙ্গীতে বিমুগ্ধ সরল কুরঙ্গ
তাইতে ভ্রমিছে ব্যাধের সনে!

সামান্য অঙ্কুশে প্রমত্ত কুঞ্জর
বাধ্য কি হইত ? শুনিত কথা ?
মদ মত্ত সিংহ মাংশ প্রলোভনে
লৌহ নিগড়েকি গলাত মাথা ?

(ক্রমশঃ)

পূর্ণমনস্কাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হুগলীর বড় রাস্তার পার্শ্বে উদ্যান মধ্যে বিবী কর্ণাকের বাটী। বিবীর স্বামী একজন পাদ্রি। একদিন পূর্ব্বাহ্নে আটটার সময় পাদ্রি সাহেব স্থানান্তর গমন করিয়াছেন; বাটীর খানসামা, খিদমৎকার, আয়া প্রভৃতি দাস দাসীগণ স্বস্বকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বাটীর একটী কামড়ার মধ্যে তিন হস্ত অন্তর পরস্পর সম্মুখ-বর্ত্তী দুইখানি চেয়ারের একখানিতে বিবী উপবিষ্ট, দ্বিতীয় খানিতে অপর একটী সাহেব। তাঁহারা উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন। সাহেবটীর গাত্রে একটু ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী গন্ধ পাওয়া যায়।—তাঁহার নাম জে পিটার্ষণ, তাঁহার পিতা গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো সাহেবের সময় বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আইসেন, এবং মান্দ্রাজে কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠীতে একটী কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া, কোম্পানীর কার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গেরে গমন করেন। সেখানে কোন ভদ্রবংশীয়া মুসলমান মহিলার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহারই পাণি-গ্রহণ করেন; সেই কামিনীর গর্ভে পিটার্ষণের জন্ম হয়।

পিটার্ষণ ডাক্তারি করিতেন। তিনি কোন কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ডাক্তারি শিক্ষা করেন নাই। বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা তৎ-কালে ডাক্তারির কিছু আদর ছিল দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় এক প্রকার শিক্ষিত করিয়া, কলিকা-

তায় একটী প্রধান ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। পিটার্ষণ তথায় অনেকদিন কার্য্য শিক্ষা করিয়া, তৎকার্য্যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলে, ডাক্তারখানার কর্ত্তৃ-পক্ষেরা তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীর ডাক্তারের উপযুক্ত প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। তিনিও মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিচক্ষণতার সহিত চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখ্যাতি লাভ ও বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবিধ বিলাস-পূর্ণ আহার পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে ছিল।—তখন তাঁহার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের অধিক হয় নাই। দেখিতে সুশ্রী—বর্ণটী বিলাতি না হউক গৌরবর্ণ বটে; কৃষ্ণবর্ণ কেশ—কদম্বে আলবট ফেযণে সিঁথি কাটা, তাহার উপরে পোমেটম ভুর ভুর করিতেছে। উপযুক্ত বয়স হইলেও অদ্যাপি শ্মশ্রু দেখাযায় নাই। কোট, হ্যাট, পেণ্টুলেন, বুট প্রভৃতি পরিচ্ছদগুলি সমুদায়ই বিলাতি—বিবীর সহিত কথা কহিবার সময় টুপিটী হাতে ছিল। বিবীর সহিত মন খুলিয়া গম্ভীরভাবে কথা চলিতেছে—পিটার্ষণের অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। পিটার্ষণ বাঙ্গালীর সন্তান হইলে, এ অবস্থায় এত বয়সে তাঁহার হয়ত তিন চারিটী সন্তান হইত, কিন্তু ইংরাজ-সন্তান পিটার্ষণের তাহা ঘটে নাই। তাঁহার বিবাহ প্রবৃত্তি অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত মনের মত সকল সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশ-জাতা ইংরাজ-কন্যা বিবাহ করিবারও কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকতা ছিল।—কি করি পাঠক মহাশয়! চক্ষু মুদিয়া বলিতে হইল আপনার পরিচিতা পবিত্রমতি বিধুমুখী পিটার্ষণের ঐ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার লক্ষ্য-স্থল!! বলিতে কি পাপিষ্ঠা বিবী ঐ ঘটনা সম্পাদনের মধ্য-বর্ত্তিনী ঘটিকা।

বিবী বলিলেন। ‘ কেমন! দেখিয়া মনস্থ হইয়াছে ?,

পিটার্যণ। ‘ বেশ সুন্দরী বটে—কিন্তু মনের অবস্থা কিছুই জানা গেল না, জানিবার উপায়ও নাই।,

বিবী। ‘ যেমন মূর্ত্তিটী প্রেম-মাখা, তেমনি আমি জানি, তার মনও অতি সরল; যদি এ ঘটনা ঘটে তবে তুমি তাহাকে লইয়া বিলক্ষণ সুখী হইতে পারিবে বলিয়া আশা হয়।,

পিট। ‘ তাঁহার বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই আমারও সে আসা বলবতী হয়।,

বিবী। ‘ তুমি একবার দূর হইতে দেখিয়াই এত বুঝিতে পারিয়াছ ?,

পিট। ‘ একবার নহে—আর একবার দেখিয়াছি।,

বিবী। ‘ সে দিনের পর আবার কখন ?,

পিট। ‘ আর একদিন ঐ পথে ঘোড়ায় যাইতে যাইতে, সেই পাঠ-গৃহের নিম্নে রাস্তায় ঘোড়াকে কৌশলে বিকৃতস্বরে চিৎকার করাইলাম, সেই চিৎকারের সহিত উপরে জানালার দিকে চাহিলাম; প্রথম দর্শন--দিনের সেই সঙ্গিনীর সহিত বিধুমুখী মুখ বাহির করিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে চক্ষুর তৃপ্তি হইল না।,

বিবী। ‘ প্রথম দিন কেমন দেখিয়াছিলে ?,

পিট। ‘ সে দিন যে ছাদের উপর খোলা যায়গা, কাযেই বেশ দেখিয়াছিলাম। আপনি আমারপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া, যখন তাঁহাদের অগোচরে বিধু-মুখীকে বিধু-মুখী বলিয়া চিনাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সঙ্কেতাঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, আমি তখন বিধুমুখীকে চিনিয়া তাঁহার লুকান লুকান অথচ প্রশান্ত ভাবের চাহনি দেখিতে লাগিলাম। সে চাহনি ক্ষণ মাত্রও ভুলিতে পারিতেছি না। মনে হয় কাছে বসিয়া চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করি এবং তাহার দুই একটী কথা শুনি।,

বিবী। 'তাহা আপাততঃ অসম্ভব—তথাপি কোন প্রকারে চেষ্টা করিতেছি।,

পিট। 'আচ্ছা! সে দিন আমাকে দেখিবার পর আমার সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল ?,

বিবী। অধিক কথার কোন কারণ ছিল না, তবে তাহারা উভয়েই আমাকে বলিয়াছিল 'আপনার দিব্য সুন্দর জামাই হইবে।, আমি তোমাকে জামাই করিব বলিয়া, তাহাদের কাছে তোমার পরিচয় দিয়াছি।,

পিট; 'বেশ পরামর্শ বটে।,

বিবী। 'আচ্ছা বল দেখি তোমার সব যোগাড়ের কত দুর ?,

পিট। *'সকল যোগাড়ই প্রায় ঠিক হইয়াছে।,*

বিবী। 'ইহার মধ্যে কোথায় কি সন্ধান করিলে ?,

পিট। 'সব ঠিকানা করিয়া, রমেশ বাবুর স্বাক্ষর জাল করাইয়া অনেকদিন পত্র পাঠাইয়াছি ,

বিবী। 'রমেশ বাবু কে ?,

পিট। 'তাঁহার বাড়ী দেব-দাসপুর, তিনি অমলকৃষ্ণ মুখুজ্যের একজন পরমবিশ্বাসী বন্ধু।,

বিবী। 'পত্র পড়িয়াই ফিরিয়া আসিবার সখ মিটিবে ত ?,

পিট। 'সে ঔষধ বিলক্ষণ দেওয়া গিয়াছে; আর এখানকার জন্য যাহা করিয়াছি, তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।,

বিবী। আবার কি করিলে ?,

এই কথার উত্তর দিবার সময় পিটার্ষণ সাহেব বিবীর কর্ণের নিকট মুখ আনত করিয়া চুপে চুপে কি কথা বলিলেন।

বিবী কহিলেন, 'এত দূর করিয়াছ ?,

পিট। 'করিয়াছি—না করিলে ভিতরের সকল গোলমাল মিটিত না।,,

এই কথার পর পিটার্যণ গমনোন্মুখ হইলেন, বিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীর পদ-সঞ্চারে গমন করিলেন। বিবী একাগ্র চিত্তে কি ভাবিতে লাগিলেন!

নবম-পরিচ্ছেদ।

সত্য বলুন দেখি পাঠক মহাশয়! অমলকৃষ্ণ কে আপনার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে কি না? আমার বোধ হয় হইয়াছে।-অমল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটী দেব-দাসপুর; তিনি ফুলে মেলের কুলীন —বংশ মর্য্যাদায় তৃতীয় পুরুষ। যদিও বাল্যকালে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার পিতার কিছু সঙ্গতি থাকায় নিজের যত্নে অনেকদূর ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া ছিলেন। তাঁহার যখন পঞ্চ-দশ বৎসর বয়স তখন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া কন্যা বিধু-মুখীর সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হয়। অমলকৃষ্ণের চরিত্রও অমল ছিল—তিনি কোন কুৎসিত ব্যাপারে কখন মিশিতেন না। বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথানুসারে তাঁহার বহুসংখ্যক বিবাহ সঙ্ঘটনের সম্ভাবনা-সত্ত্বেও একাধিক বিবাহ করেন নাই।-তিনি জানিতেন বিবাহ বিলাসদ্রব্য বা আসবাবের মধ্যে নহে; ইহা সংসার স্থাপনের মূল মাত্র। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমাবেশ ব্যতীত সংসার নির্ম্মিত হয় না বলিয়াই, বিবাহ-বন্ধনের উৎপত্তি। দম্পতির মধ্যে পবিত্র প্রণয়ই আবার সংসারিক সুখের মূল।—যে সংসারে সেই প্রণয় জনিত সুখ আছে, তাহাই সংসার; যে সংসারে তাহা নাই, সেই সংসারই অরণ্য। একটী পুরুষের বহু স্ত্রী কিম্বা একটী স্ত্রীর

বহুস্বামী বর্ত্তমান থাকা সাংসারিক সুখের একটী প্রধান অন্তরায়-যিনি যত সরল বা সরলা হউন, দাম্পত্য প্রণয় ধারণ করিতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহারও হৃদয়ে এক সময়ে একাধিক স্থান দেখিতে পাইবে না! তাহা হইলে সে প্রণয়ের সুখ ত একান্ত হইল না। অতএব একস্বামীর এক স্ত্রী এবং একস্ত্রীর এক স্বামী নির্দ্দিষ্ট হওয়াই স্বভাব-সিদ্ধ। তজ্জন্যই জাগতিক জীব-মণ্ডলীর পর্য্যবেক্ষণে দেখিতে পাইবে পুরুষ এবং স্ত্রীর সংখ্যা (এক আধটী ইতর স্থল ব্যতীত) প্রায় সমাংশ। সেই সমাংশ-তানুসারে কার্য্যকরা অন্ততঃ মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য। অমলকৃষ্ণ এই সকল বিচার করিয়া একাধিক বিবাহ করেন নাই।

তিনি বিধুমুখীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইযাছিলেন—তাঁহা-দিগের বিবাহ রাত্রি হইতেই পরস্পারের অমৃত-দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—উভয়েই উভয়কে অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসিয়া-ছিলেন। অমলকৃষ্ণের বিবাহেরপর তাঁহার মাতারও পরলোক হয়, এবং তাঁহার ভ্রাতা কি ভগিনী কেহই ছিল না। সুতরাং তিনি বাটীর মধ্যে একাকী। পাঠ্যাবস্থা হইতেই প্রবাসী বলিয়া তিনি বিধু-মুখীকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি যখন বিষয় কার্য্য হইতে অবকাশ পাইতেন, তখনই দুই একদিন মাত্র নিজবাটীর তত্ত্বাবধান করত অনেক দিনই বিধু-মুখীর পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিতেন। বিধু-মুখীও বাটীর মধ্যে একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ সন্তান; আবার অমলকৃষ্ণ তাঁহার আশ্রয়—সুতরাং অমলকৃষ্ণের পক্ষে সে বাটী নিজ বাটী হইতে ভিন্ন বোধ হইত না।

অমলকৃষ্ণ অল্প বয়সেই কলিকাতার সদর দেওয়ানীর একটী সামান্য কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে স্বীয় কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিলে, অতিশীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি হয়।—তৎপরে

প্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহের (মিউটিনি) সময় যখন ইংরাজ সেনা-পতি জেনেরেল হ্যাবেলক অনেক যুদ্ধ সমাধানানন্তর কাণপুর পুনরুদ্ধার করেন এবং তথায় সসৈন্যে ক্লান্ত হইয়া; অন্য সৈনিকের সাহার্য্যার্থীরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সেই সময়ে পারস্য যুদ্ধ হইতে সগৌরবে আগত সর্ জেমস্ আউট্রাম্ অযোধ্যার প্রধান কমিষণরের পদে নিযুক্ত হইয়া আপাততঃ সৈন্য-সহ কাণপুরাভিমুখে হ্যাবেলকের সাহায্যার্থে যাত্রা করেন। কোন কারণে সেই সময়ে আউট্রাম্ অমলকৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার সৌজন্য ও কার্য্য-দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অযোধ্যায় কোন বিশেষ-রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন বলিয়া, সমভিব্যাহারেই লইয়া গিয়াছিলেন। অমলকৃষ্ণের সহিত বোলাকচাঁদ বক্সি নামক একজন রজপুত জাতীয় পরি-চারক ছিল। বোলাকচাঁদ বুদ্ধিমান্—সুচতুর—সাহসী এবং পরম বিশ্বাসী ভৃত্য। বোলাকচাঁদের প্র-পিতামহ বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে দিল্লী হইতে রাজ-কার্য্য-বিশেষ সাধ-নের নিমিত্ত মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হয়; এবং তথায় কিছু দিন থাকিয়াই নবাবের শুভ-দৃষ্টিতে পতিত হয়। সে তদবধি মুর্শি-দাবাদেই বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, ক্রমে পরিবারাদি আনয়ন করে, এবং আজীবন নবাবের সৈন্য দিগকে সন্নিবেশ-ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রণালী আদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছিল। তৎপরে তাহার পুত্র-পৌত্রাদিও বঙ্গ-দেশেই বাস করিয়া আসিতেছিল। বোলাক্‌চাঁদও মুর্শিদাবাদে বাস করিত, কিন্তু নবাব-সরকারে বিবিধ-বিশৃ-ঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে তথায় চাকরী করার অসুবিধা বুঝিয়া, কলিকাতার সদর দেওয়ানীতে দ্বার-রক্ষি-গণের অধ্যক্ষতা কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছিল,

বোলাকচাঁদের অমলকৃষ্ণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচয় হইয়া-

ছিল; সে অমলকৃষ্ণকে অতিশয় ভাল বাসিত; এমন কি এক-দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, মনে মনে অসুখী হইত; তাঁহাকে দেখিলে সন্তুষ্ট থাকিত। কেন এরূপ হইয়াছিল তাহা জানি না। —যখন অমলকৃষ্ণ আউট্রাম্ সাহেবের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে যান, সেই সময়ে বোলাকচাঁদও অমলকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বা অন্যকারণ বশতঃ অল্প বেতনেই তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া, তৎসমভিব্যাহারে যায়।

আউট্রাম্ কাণপুরে উপস্থিত এবং সেনাপতি হ্যাবলকের সহিত মিলিত হইয়া, সদর্পে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় অমলকৃষ্ণকে কমিষণর আফিসের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিবেন স্থির করিয়া, রেষিডেন্সিতে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি করিলেন।

এখানে ইতিহাসের সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রস্তাবিত উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার যে যে অংশের সম্বন্ধ আছে, তাহা বর্ণিত হইতেছে মাত্র।

হ্যাবলক যদিও একটী সুনিপুণ রণ-পণ্ডিতকে সহকারী পাই-য়াছিলেন বটে,তথাপি রেসিডেন্সির অবস্থা ও তথাকার উদ্বেলিত বিদ্রোহী দলের পরাক্রম-চিহ্ন সকলে বিচক্ষণতার সহিত অনু-ভব করিয়া, নিশ্চয় করিলেন যে আরও বহু-সংখ্যক সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত শত্রু-পক্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য্য। এমন সময়ে রুষীয় সংগ্রাম-বিজয়ী সর্ কলিন্ ক্যাম্বেল সাহেব ভারতবর্ষীয় প্রধান সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়া, ভূরি-প্রমাণ ইউরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে ইংরাজ-পতাকা অব্যাহত রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, কলিকাতা হইতে যাত্রা করত প্রভূত শত্রু অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় যুদ্ধ-ঘোষণাদি না করিয়া, কোন নিগূঢ় কারণে কাণ-

পুরে গমন করিলেন; সেই সঙ্গে বিশেষ হেতু বশতঃ অমল-কৃষ্ণকেও একবার কাণপুর যাইতে হইল।

তাঁহারা কাণপুরে উপস্থিত হইলে, গোয়ালিয়ারস্থিত কতক-গুলি সৈন্যের সহিত নানাসাহেব স্বীয় সেনাদল সমাবিষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কাণপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বীর--দর্পী কলিন ক্যাম্বেল সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না; লোষ্ট্র-স্পৃষ্ট ভুজঙ্গ-বৎ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সৈনিক দল সুসজ্জিত করিলেন -বিপক্ষ-পক্ষের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। উভয় দল নিকট-বর্ত্তী হইল—যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলেই ভীম পরাক্রম দেখাইল, অস্ত্রাস্ফালনে রণ-স্থল চকিত হইল, ঝন্ ঝন্ শব্দে তরবারি নাচিতে লাগিল। সৈন্য গণের ভীম কোলাহলের সহিত বন্দুকের দ্রুম্ দ্রুম্ শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিল। বারুদের ধূম-জালে যুদ্ধ-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল। ক্ষণ-কাল মধ্যেই ইংরাজের বিপুল বিক্রম সিপাহীগণের পক্ষে অসহ্য হইল—তাহাদের দৃঢ়-শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে লাগিল—ব্যূহ-গ্রন্থি প্রভিন্ন হইতে লাগিল—আর রক্ষা নাই, তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। ইংরাজের আবার জয়! -

ইংরাজ শিবিরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পট-গৃহে বোলাক্ চাঁদের সহিত অমলকৃষ্ণ অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ইংরাজের রণ-নৈপুণ্য দেখিতে ছিলেন। রণ-বিতাড়িত-সিপাহী-পক্ষের বহু-সংখ্যক সৈন্য দল-বদ্ধ হইয়া সেই তাম্বুর পার্শ্ব দিয়া ধাবিত হইতে হইতে দেখিল, দুই তিনটী নিরীহ ব্যক্তি তাম্বু-মধ্যে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। তাহাদিগের একজন বাঙ্গালী। সৈন্য দিগেরর মধ্যে একজন মুসলমান বলিল—' শুনিয়াছি কুলাঙ্গার বাঙ্গালীর মন্ত্রণা-বলেই এ ভারতে ' এংরাজের নবাবি, -অতএব মরিবার পূর্ব্বে ঐ পাপিষ্ঠকে জীবিত দেখিয়া যাইব না!, বলিয়াই সকলে মিলিয়া

তাম্বু আক্রমণ করিল। অমলকৃষ্ণ বুঝিলেন, এ যাত্রায় এরূপ ফল অনিবার্য্য; অতএব ভীত হইলেন না। নিকটে একজন উড়িয়া সহিশ বসিয়াছিল, সে উপস্থিত ব্যাপারে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইল।—গৃহ-মধ্যে অস্ত্র ছিল। বোলাকচাঁদ প্রভুর অনুমতি লইয়া অগ্রে অসি গ্রহণ করিল। অমলকৃষ্ণের পার্শ্বে বন্দুক প্রস্তুত ছিল—তীক্ষ্ণ তরবারিও লম্বিত ছিল। অমলকৃষ্ণ তাহাদিগকে কি বলিবার নিমিত্ত সম্বোধন করিলেন; কিন্তু বলিবার অবসর পাইলেন না। অবিলম্বে দুইজন সৈনিক পুরুষ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাম্বু-মধ্যে প্রবেশিল।

অমলকৃষ্ণের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না; তিনি সত্বর বন্দুকমাত্র হস্তে লইয়াই, লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বাহিরে দাঁড়াইলেন। এদিকে একজন বোলাকচাঁদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি সঞ্চালন করিল বোলাকচাঁদ শিক্ষা কৌশলে চর্ম্ম-ফলক দ্বারা সে আঘাত প্রতিরোধ করিয়াই, বেগে বাহির হইয়া অমলকৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইল। আ-হন্তারপ্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল 'আয় নরাধম! রজঃপুত কেমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে দেখাই। প্রভুর অসাক্ষাতে গৃহের মধ্যে লুকাইয়া কেন মরিব? মরিতে হয় প্রভুকে সম্মুখে জীবিত দেখিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক মরিব। এই কথায় পূর্ব্ব আঘাতকারী-মুসলমান দ্বিগুণতর পরাক্রমের সহিত বোলাকচাঁদকে পুনরপি আক্রমণ করিল; বোলাকচাঁদ তাহার সে উদ্যমও নিষ্ফল করিল; এবং স-দর্পে স্বীয় অসি আস্ফালিয়া অদ্ভুত শিক্ষা-কৌশলে শত্রু-মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। এই সময়ে অপর একব্যক্তি অমলকৃষ্ণেরপ্রতি অসি উত্তোলন করিল,—তিনি যুদ্ধ কৌশল জানিতেন না কিন্তু বিলক্ষণ সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি যদিও নির্ভয়-হৃদয়ে হস্তস্থিত বন্দুকদ্বারা শত্রু তরবারির সম্পূর্ণ আঘাত প্রতিরোধ করিলেন বটে, কিন্তু সে আঘাত নিষ্ফল

হইল না; তাহাতে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের দুইটী অঙ্গুলির অগ্র-ভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অমলকৃষ্ণ অস্থির হইলেন, ভীম-কোপে সিংহ-বৎ গর্জ্জন করিয়া বন্দুক ছাড়িলেন,—বন্দুকের প্রজ্বলৎ গুলির আঘাতে সম্মুখীন শত্রু কঠিনরূপে আহত হইয়া পড়িয়াগেল। অমনি বিপক্ষ-গণ সকলেই একোদ্দমে গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া ঘোরতররূপে তাঁহাদিগের দুইজনকে আক্রমণ করিল। বন্দুকের ভীম-শব্দ এবং সিপাহী সৈন্য-গণের আক্রমণ কোলাহল শুনিতে পাইয়া, অন্য দিক হইতে একদল ইংরাজ সৈন্য ক্ষণমাত্রে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল,এবং বিপুল পরাক্রম প্রদর্শন-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল মধ্যে শত্রুগণকে হতাহত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই অমলকৃষ্ণ ও বোলাকচাঁদের সর্ব্বশরীর বিপক্ষ-প্রহরণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল. তাঁহারা উভয়েই অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাদিগের অবস্থা স্ব-চক্ষে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশেষরূপ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শারদী প্রদোষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রক্ত তৃষ্ণাতুর বিলাসি সার্দ্দূল
স্বুবর্ণ শৃঙ্খলে না গেলে বাঁধা,
বংশীরবে মুগ্ধ ভুজঙ্গ না হলে
ভেকের ভ্রূকুটী থাকিত কোথা?

রাজা, রাজপাট, রাজ প্রতিনিধি,
ধ্বজ, ছত্র, দণ্ড, কিরিট হার,

মুকুট মর্য্যাদা, আজ্ঞা, দূত মন্ত্রী,
সৈন্য, সেনাপতি, শিবির আর—

কামান, বন্দুক, ভল্ল, তরবার
ফাঁদি, কারাগার, বিচারালয়—
পূরাতে একের যদৃচ্ছা বাসনা
স্থাপিত হয়েছে এমন নয়!

একের মিটাতে ভোগ সুখ স্পৃহা,
অপরে চিরিয়া হৃদয়াধার,
রুধির দিবে সে রাজনীতি-ইহা
বলেনা, একথা শুনিনা আর!

' একের বিলাস সম্ভোগের তরে
পৃথিবীকে দায়ী হইতে হয়, –
শোষিতে সমুদ্র, পৃথ্বি নর রক্ত,
রাজ নীতি যদি এমন কয়!

-চাহিনা সে-নীতি-চাহিনা-সে রাজা,
চাহিনা সে রাজ্য চাহিনা সুখ!
হেন রাজ পদ জগত হইতে
উঠিয়া গেলেও নাহিক দুঃখ!

পৃথিবী হইতে এক দিন যদি
' রাজা-রাজ্য, শব্দ মুছিয়া যায়

' তুমি-আমি , শক্ত থাকিলে জগতে,
বিশেষ ক্ষতি না হইবে তায় !

ধর্ম্মাধি করণে, ধর্ম্ম অবতার --
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধি বিধাতা হয়ে
বসিলেই হ'ল ! ' তুমি আমি কেটা
কে দেখে ? কাজকি ও কথা লয়ে ?

উর্দ্ধে দৃষ্টি করে দেখ একবার,
কোটি তরবার তোমার শিরে
ঝুলে সূক্ষ্ম কেশে নড়েনা চড়েনা !
কখন উপরে পড়িবে ছিঁড়ে !

পর পীড়া শান্তি — পর দুঃখ নাশ,
পরের কারণে ভাবনা যাঁর,
সেই রাজা, তাঁর মঙ্গলের তরে
প্রাণ দিতে আছে আপত্তি কার ?

" তোমার আমার ,; সুখের কারণে
শয়নে ভোজনে ভাবনা যাঁ'র, -
অবশ্য) সে জন রাজ রাজেশ্বর
কিন্তু, কার্য্যতঃ দাদাস তাঁর !

কেবলে রাজত্ব সুখের সামগ্রী ?
কেবলে জগতে রাজারা সুখী ?

অধীনতা পাপ পর পীড়া গ্লানি,
চিন্তা, অনুযোগে সতত দুঃখি!

বিদ্রোহে, বিগ্রহে শান্তিতে শিবিরে
বিচারে, গমনে, ভ্রমণে পথে;
শান্ত্রি পরিবৃত রত্ন সিংহাসনে,
কুঞ্জরেতে কিম্বা ঘোটকে রথে,

রাজ হর্ম্ম মধ্যে রতন পর্য্যঙ্কে
মহিষী হৃদয়ে প্রমোদ বনে,
বিলাস সরসে, সুন্দরী কমলে
ভ্রমর নাগর পীযূষ পানে,

প্রান্তরে কান্তারে গৃহেতে বাহিরে,
শয়নে, ভোজনে জলে কি স্থলে,
পদে পদে যার বিপদের ভয়!
কোথায় কে আছে খড়্গ তুলে—

ভাবিতে ভাবিতে শীর্ণ দেহ যার,
সে কিসে হইবে আমার মত?
পার্থিব জীবন স্বর্গীয় সুখের
স্রোতেতে ঢেলেছি জনম মত!

কাজকি রাজত্ব? রাজত্ব কি ছার!
কাজকি বিলাস, সম্ভোগ-সুখ-?

কাজকি বসন ? রতন ভূষণ—
কাজকি ? কিছুতে নাহিক সুখ !

ত্যজিব বসন, মাখিব ভসম,
যেখানে সেখানে বেরাব সুখে।
হাসিব-কাঁদিব. মাতিব গাইব,
হেসনা. হেসনা আমায় দেখে !

কভু বনে বনে বন পাখীসনে
হৃদয় খুলিয়া গাইব গান !
কর তালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া
মাতিব. মাতাব পশুর প্রাণ !

বনে বনে ফিরি, বন ফুল ছিঁড়ি
গাথিব কুসুম মনের মত,
আপনি পরিব আপনি দেখিব
আপনা আপনি হাসিব কত !

আপন আদরে, আপনি ভাসিব
আপন গরবে করিব মান,
হৃদয়ের বঁধু আকাশে ডাকিয়া
আবার গাইব খুলিয়া প্রাণ !

"অহে নীলাম্বর প্রাণাধিক বঁধু !
দেখি একবার করাল বেশ,
অনন্ত আসনে, নীল কাদম্বিনী
খুলিয়া দিক হে নিবিড় কেশ !

'চক্ মক্ করে চমকি চপলা
করাল কটাক্ষে চাহ কি ফিরে।
লোলো রসনে রুধিরের ধার!
আরক্ত নয়ন সুধার ঘোরে!

'ঘোর—উন্মত্ত উলঙ্গী ভীমাঙ্গী,
উলঙ্গ খড়্গ খর্পর করে—
নাচিছে হাসিছে খিল্ খিল্ খিল্
ঘন ঘন-ঘোর হুঙ্কার ছাড়ে!

'নাচিছে পিশাচী প্রেতিনী ডাকিনী
শাঁখিনী! চেড়িতে দিতেছে সুধা।
বলে মার! মার! মাররে অসুরে
দে দে দে রুধির, মিটারে ক্ষুধা।

'কবন্ধ নাচিছে, দানাতে হাসিছে!
রক্ত মাংস মাথা মগজ হাড়
পিতেছে, খেতেছে চিবায়ে দশনে,
কড় মড় মড় শবদ তার।

'মূলা সারি দাঁত, দরি মড়া আঁত
বিকট চেহারা পিশাচ দল,
সগুরে রুধিরে, ডুবে পান করে,
তবু না টুটিল দানব বল।

'দেখিয়া নয়নে, করাল বদনে,
চাহিল ক্রোধেতে অধির হয়ে,

ঘন ঘোর রবে দুন্দভি বাজিল
ত্রিভুবন হ,ল আকুল ভয়ে।

'ঘন হুহংকারে চপলা সঞ্চারে
বজ্র ঘোর নাদে বধির সব।
হ'ল অন্ধকার সব একাকার
সব শূন্য ময় সব নিরব!

অহে প্রিয়তম! আদি অন্ত হীন
নীলিম মধুর নিখিলাধার!
তুমিই সত্য তুমিই নিত্য, তব
বিনা নাথ কি আছে আর?

তাইতে বলি হে হৃদয় খুলিয়া;
তোমার অনন্ত হৃদয় ফোটে,
অনন্ত মহিম সেই করালিনী
বাহির হউক! অসুরে যুঠে

—স্বর্গ পুরিখান ছার খার করে,—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লয়েছে কেড়ে!
ভয়েতে বিহ্বল দেবতা সকল.
পলায়েছে সব অমরা ছেড়ে!

অমবার জীব অসুরের দাস!
দুর্দ্দশা কিবা আছে হে শেষ?
পায়ের পাদুকা মাথায় উঠেছে
রসাতলে গেল অমরা দেশ!

অপবিত্র এজীব বলিয়া যা-দিকে
পদাঘাৎ-কেহ করিত না-ক
সেই নারকিরা দেবতা হৃদয়ে
পদাঘাৎ করে চাহিয়া দেখ !

ওহে শূন্য বধূ ! তাইতে কাঁদিয়া
দেবতারা আজ তোমায় বলে,
রাখ যদি নাথ ! থাকে স্বর্গ তবে,
নতুবা ও নাম মুছিয়া ফেলে !

ভাঙ্গিল নন্দন, লুঠে নিল সুধা
বৈজয়ন্তে হল ভুতের বাসা।
ঐরাবত পৃষ্ঠে কুক্কুর উঠেছে
কে দেখে নয়নে দেবের দসা ?

মন্দাকিনী স্রোত সুখায়ে গিয়েছে !
পারিজাত কলি ফুটেনা আর
বাজেনা বাসরি ঝঙ্কারেনা বিনা,
ভগ্ন যন্ত্র, ছিন্ন হয়েছে তার !

নাচেনা অপসরী, গায়না কিন্নরী,
গন্ধর্ব্ব বাদিএ ভুলেছে তাল,
অমরা নির্জ্জরা ত্রিদিবে হয়েছে
মহামারি ! সব গ্রাসিল কাল !

সেই করালিনী, কুল কুণ্ডলিনী

আছে বিশ্বাধার ডাকি বার বার
এবার রাখহে দেবের মান।

ছেদ বিদারিয়া বাহির করিয়া
সেই ভীমা-মূর্ত্তি দেখাও ফিরে!
সেই হুহুংকার শুনিতে আবার
মনে বড় নাথ বাসনা করে!

অনন্ত গম্ভীরে, ঘোর হুহুংকারে
করালে! তোরে নাচিতে হবে,
সেই ঘন রঙ্গে ভৈরব তরঙ্গে
ডুবাগো ব্রহ্মাণ্ড! নতুবা তবে

—নাশিয়া অসুরে, রাখ্‌গো অমরে
জগদম্বে! আর কত কাল ভবে
সহিব যাতনা? মা! তুই থাকিতে
দেবের দেবত্ব অসুরে লবে?

জ্যোতিষ্ক ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগের দর্শন।

অসংখ্য জড়পিণ্ড আকাশ মণ্ডলে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; আমরা যে পৃথিবীর উপরি বাস করি, সেটীও তাহাদিগেরই অন্যতর। দিবাভাগে তন্মধ্যে কেবল সূর্য্যই লক্ষিত হয়; তাহারই প্রখর কিরণে অপর জ্যোতিষ্ক সকল লুক্কায়িত থাকে। কৃষ্ণবর্ণ

কখনও অসম্পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডলও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিশা-কালে সূর্য্য রশ্মি তিরোহিত হইলেই যে সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থে গগন মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয়, সেই সমস্ত জড়পিণ্ডের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্ক। সমুদায় জ্যোতিষ্কের সংখ্যা নিরূপণ করা আমা-দিগের সাধ্যাতীত। যতগুলি আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখা যায়। ঐ যন্ত্রের যতহ উন্নতি হইতেছে, ততই অধিক জ্যোতিষ্ক আমা-দিগের সম্মুখে পতিত হইতেছে। এমন কি, এক্ষণে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডলে এত অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যে শূন্য স্থান গুলির মধ্যে মধ্যে এক একটী কৃষ্ণ বর্ণ দাগ বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু যে উপায়ে যতই আমরা দেখিতে পাই না কেন, ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, যে, যাবতীয় জ্যেতিষ্কের অত্যল্প অংশ মাত্র আমাদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে।

সমস্ত জ্যোতিষ্ককে, নক্ষত্র ও গ্রহ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যে গুলি স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট ও তাহাদিগের জ্যো-তিতে অপরগুলি আলোকিত হয়, তাহারাই নক্ষত্র। আমাদি-গের আলোক দাতা সূর্য্যও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে গুলি স্বয়ং নিষ্প্রভ ও কোন নক্ষত্রের কিরণে সমুজ্জ্বল হয়, সেই গুলিই গ্রহ। এই পৃথিবী এবং শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা উপগ্রহ নামে কতকগুলিকে নির্দ্দেশ করিলেও তাহারা গ্রহদিগের সহিত এক ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া, এ প্রস্তাবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ কোন ও বৃহত্তর গ্রহের নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহার বলাধিক্যহেতু ক্ষুদ্রটী প্রবলের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যেমন পৃথিবী ও চন্দ্র গ্রহ যুগল, পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া এক সঙ্গে

সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে, অথচ পৃথিবীর বলাধিক্য হেতু আবার চন্দ্রকেও নিয়মিতকালে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতে হইতেছে; এই হেতু চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।

আমরা যে সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আকাশ মণ্ডলে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অধিকাংশই নক্ষত্র। উহারা সকলেই তেজোময় ও বৃহদাকার। এমন কি, এই পৃথিবী হইতে ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বড় যে সূর্য্য ও যাহার কিরণ ৯,৫৩,৬৮৪৬০ মাইল অন্তরে থাকিয়াও আমাদিগের নিকট সময়ে সময়ে অসহ্য হইয়া উঠে; বিস্তর নক্ষত্র ইহা অপেক্ষা প্রখর ও বৃহত্তর। কেবল অত্যন্ত দূরত্ব নিবন্ধনই আমরা ঈদৃশ ক্ষুদ্রাকার দেখি ও তাহাদিগের আলোক আমাদিগের গৃহ কার্য্যের সাহায্য করিতে পারে না। সূর্য্য পৃথিবীর ব্যবধান ৯.৫৩;৬,৮;৪৬০ মাইল হইলেও অন্যান্য নক্ষত্রের পরিমাণে অত্যন্ত নিকট বলিতে পারাযায়। অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা লুব্ধক আমাদিগের এই জগতের কেন্দ্রস্থিত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী। সূর্য্য হইতে তাহার ব্যবধান ন্যূনাধিক ৩,৫২,০০.০০;০০,০০.০০০ মাইল। অন্যান্য নক্ষত্রের ব্যবধান ইহা অপেক্ষাও শত শত ক্রোশ অধিক। এইরূপ দূরত্বহেতুই, গতি থাকিলেও আমারা নক্ষত্রগণের গতি সহজে অল্প কালে অনুভব করিতে পারি না। তন্নিবন্ধনই গ্রহদিগের গতির সহিত পরিমাণ করিতে নক্ষত্রগণকে সহজেই অচল বলিতে হয়, এবং সেই স্থির কল্প নক্ষত্রগণ দ্বারাই আমরা নভোমণ্ডলে রাশিচক্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি। পরন্তু মধ্যে মধ্যে রাশিচক্রের বিষয় সমালোচিত ও সংশোধিত না হইলে. বহুকাল পরে রাশিচক্রে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। যে সকল নক্ষত্র দ্বারা এক্ষণে আমরা যে যে রাশি স্থান নির্দ্দেশ করি, দীর্ঘকাল পরে সেই সেই রাশিতে সেই সেই নক্ষত্র না থাকিবার সম্ভাবনা আছে। সে যাহা

হউক আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত নক্ষত্র দেখিতে পাই, আপাততঃ তাহাদিগকে অচল বলিয়া বোধ হয় ও তাহাদিগকে স্থির গণ্য করিয়াই তাহাদিগের (রাশিচক্রের) নিম্নে অন্যান্য গ্রহদিগের গতি নির্ণয় করি

পৃথিবী স্বীয় কক্ষের উপর দিয়া সূর্য্যকে পরিবেষ্টনকরে। যৎকালে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীকে যে নক্ষত্রের উপর দেখিবার সম্ভাবনা, আমরা সূর্য্যকে ঠিক তাহার বিপরীত দিকের নক্ষত্রের নিম্ন দেখিতে পাই; এবং যেমন পৃথিবী পূর্ব্বদিকে এক নক্ষত্রের নিম্নে হইতে অন্য নক্ষত্রের নিম্নে আইসে, সেই রূপ আমারা সূর্যকেও তাহার বিপরীত দিক্‌স্থ এক নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্রের নিম্নে দেখিতে পাই। অর্থাৎ সূর্য্য সম্বন্ধে পৃথিবী যখন তুলারাশিতে প্রবেশ করে, আমরা সেই সময় সূর্য্যকে তাহার সপ্তম মেষ রাশিতে প্রবেশ করিতে দেখি। এই রূপে পৃথিবী তুলা হইতে বৃশ্চিক রাশিতে গমন করিলে, সূর্য্যকে তাহার বিপরীত দিকে বৃষ রাশিতে দেখিতে পাই। পরন্তু আমরা সূর্য্যকে যখন যে রাশিতে দেখিতে পাই, তখন সেই রাশির অন্তর্গত নক্ষত্র গুলি ব্যতিত, অপর সমস্ত নক্ষত্রই রাত্রি কালে কোনওনাকোনও সময়ে আমাদিগের দৃষ্টী পথে পতিত হয়। যখন সূর্য্য, মেষ রাশির মধ্যস্থলে অবস্থান করে, তখন সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার না হইতে হইতেই মেষ রাশির অবশিষ্ট অংশটুকু অস্ত হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন সে সময়ে আমরা সন্ধ্যাকালে বৃষ রাশির অন্তর্গত নক্ষত্র গুলিকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম গগণে দেখিতে পাই ও তুলা রাশিস্থিত নক্ষত্র সমুহ সন্ধ্যার সময় উদিত হইয়া প্রাতঃকালে অস্ত যায়, এবং সূর্য্যভোগ্য মেষ রাশির অব্যবহিত পশ্চিম দিক্ স্থিত মীন রাশির অন্তর্গত নক্ষত্র গুলিকে সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতে দেখি। পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রযুক্ত যেমন এক

অহোরাত্রে সূর্য্যকে এক বার পৃথিবী পরিবেষ্টন করা অনুভব হয়, সেই রূপ নক্ষত্র গণকেও প্রায় ঐ সমান কালে একবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করা অনুভূত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সূর্য্য বা নক্ষত্র কেহই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে না। কেবল পৃথিবী আপন কক্ষের উপর শকট চক্রের গতির ন্যায় উল্টাইয়া ঘুরিয়া যাওয়াতেই যাবতীয় জ্যোতিষ্ক প্রায় এক সময়ে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিল বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর গতি জন্য এরূপ না ঘটিলে কখনই প্রায় সমান কালে সকল জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তন সম্ভবেনা।

বিষুব রেখার উপরিস্থিত নক্ষত্র সকল যত কাল আমাদিগের দৃষ্টির সম্মুখে থাকে, ঠিক সেই সমান কাল পৃথিবীর আবর্ত্তন হেতু তাহার অন্য পার্শ্বের সম্মুখে অর্থাৎ আমাদিগের বিপরীত দিকে অবস্থান করে। দিবসের বাধা না থাকিলে ঐ সকল নক্ষত্রকে আমরা কিঞ্চিন্ন্যূন ১২ ঘণ্টাকাল আমাদিগের সম্মুখে দেখিতে পাই ও ঠিক সেই পরিমিত কাল আমাদিগের দৃষ্টির ব্যবধানে, অর্থাৎ চক্রবালের নিম্নে থাকে। অপর যে সকল নক্ষত্র বিষুব রেখার যেমত অক্ষাংশ অন্তরে অবস্থান করে, তাহাদিগের দর্শনও অদর্শনের কালের ততন্যূনাতিরেক হয়। আমরা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরাংশে অবস্থিতি করি। আমাদিগের পক্ষে বিষুব রেখার উত্তর দিকে যে নক্ষত্র যত অধিক অন্তর, সে তত অধিক কাল আমাদিগের সম্মুখে থাকিবে, ও ঐ রেখার যে যত দূর দক্ষিণে সে তত অল্প কাল আমাদের সম্মুখে পড়িবে। এই রূপে কালের ন্যূনাতিরেক ঘটিয়া একবারে উত্তর ধ্রুব স্থানের নিকট বর্ত্তী নক্ষত্র সকল, চির কালই আমাদিগের সম্মুখে থাকে; অর্থাৎ কখনই তাহাদিগকে অস্ত যাইতে দেখিনা ও দক্ষিণ ধ্রুব স্থানের নিকট বর্ত্তী নক্ষত্র গুলিকে, কখনই দেখিতে পাই না। পৃথিবীর যে স্থান যত অক্ষাংশ অন্তর, সে স্থান হইতে এক ধ্রুব

স্থানের তত অক্ষাংশ অন্তর পর্য্যন্ত চির প্রকাশ, ও অন্য ধ্রুব স্থানের তত অক্ষাংশ অন্তর পর্য্যন্ত চির নির্ব্বানে থাকে। পৃথিবীর উভয় মেরুর উপরিস্থিত নক্ষত্র দ্বয় চির দিন স্থির। তাহাদিগকে কখনই সরিতে নড়িতে দেখা যায় না। তজ্জন্য সেই নক্ষত্র দ্বয়কে ধ্রুব নক্ষত্র কহে। আমরা উত্তরাকাশে চক্রবালের কিঞ্চিত ঊর্দ্ধে উত্তর মেরুর উপরিস্থিত ধ্রুব নক্ষত্রটী দেখিতে পাই। সে চির দিন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকের ধ্রুব মণ্ডলের অবশিষ্ট নক্ষত্রগণ, মিষি মণ্ডল বা ক্রৌমণ্ডল প্রভৃতি নক্ষত্র সকল যেন তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরে। কুমেরুর উপরিস্থিত ধ্রুব তারা আমরা কখনই দেখিতে পাই না।

এই পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, সেই জগতের অধীন কতক গুলি গ্রহ মাত্র আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রহ সকল নিষ্প্রভ, নক্ষত্রের আলোকে তাহারা আলোকিত হয় বলিয়াই তাহাদিগের যে ভাগ আমাদিগের সম্মুখে থাকে, সেই ভাগের যে অংশটী আলোক বিশিষ্ট সেই অংশ মাত্রই আমরা দেখিতে পাই। তজ্জন্যই সকল সময় সকল গ্রহের পূর্ণাবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়না। তজ্জন্যই চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। স্বয়ংতেজোময় নাহওয়াতে উহাদিগকে নক্ষত্রগণের ন্যায় অতিদূর দেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এপর্য্যন্ত সূর্য্য হইতে২৮,৫৮০ মাইলের অধিক দূরের কোনও গ্রহ আমাদিগের প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই। নক্ষত্রের সহিত ইহার দূরত্বের পরিমাণ করিতে হইলে; উহা অতি নিকট, কিন্তু ঐ গ্রহই দেখিতে হইলে, আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হয়। যে রূপ দূর দেশে নক্ষত্র সকল অবস্থান করিতেছে, সে রূপ দূরে গ্রহদিগের ও অস্তিত্ব নিতান্তই সম্ভব কিন্তু তাদৃশ দূরস্থ গ্রহের দর্শন কদাপি সম্ভব নহে। এপর্য্যন্ত যত গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, তৎ সমুদায়ই এই পৃথিবীর ন্যায় এই

পূর্ণমনস্কাম।

দশম-পরিচ্ছেদ।

কানপুরের যুদ্ধ-ব্যাপার সমাধান করিয়া, কলিন্ ক্যাম্বেল বাহাদুর অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। আর অমলকৃষ্ণ এবং বোলা-কচাঁদ কানপুরে থাকিয়াই চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন।—বো-লাকচাঁদ অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল। অমলকৃষ্ণের শরীরের ক্ষতস্থান সকল প্রবল হইয়া উঠিল, সেই শরীরে আবার জ্বর দেখাদিল দিনে দিনে আহারের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল অতিশয় শীর্ণ, দেহে কিছুমাত্র বল নাই—শয়ন ব্যতীত উপবেশনের সামর্থ্য নাই। ক্ষত স্থানের অংশ বিশেষে পুতিগন্ধ নির্গত হইতেছে। কথা কহিবার শক্তি হ্রাস হয়াইছে। চিকিৎসকও স্বীয় প্রশ্নের উত্তর ব্যতীত অন্য একটীমাত্র কথা কহি-তে নিষেধ করিয়াছেন, অথচ মনোমধ্যে কত ভাব উদয় হইতেছে, শারিরীক যন্ত্রণার কিছুমাত্র লাঘব হইলেই কত কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মনের সকল কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন? অন্তরের কথা বুঝিতে ত নিকটে কেহই নাই!—বোলাকচাঁদ এখন কথঞ্চিৎ শুশ্রূষা করিতে পারিতেছে, সর্ব্বদাই নিকটে থাকে, প্রাণের সহিত অমলকৃষ্ণকে ভালবাসে, তাঁহার মুখে একটী সামান্য কথা শুনিতে পাইলেও মনে মনে স্বর্গ সুখ ভোগকরে; অমলকৃষ্ণ ও জানেন, বোলাকচাঁদ তাঁহার বিপদের বন্ধু, এই দুর্ঘট-নায় বোলাকচাঁদই তাহার পিতৃ মাতৃ স্থানীয়। কিন্তু রোগের যন্ত্রণা ভিন্ন ও সময়ে সময়ে যে যন্ত্রণা-শেল তাঁহার হৃদয় কন্দর ক্ষত বিক্ষত করিত, সে যন্ত্রণার কথা হয়ত বোলকচাঁদ বুঝেনা,

তজ্জন্য সে সকল ভাব তাঁহার হৃদয় মধ্যে আপনি উঠিত আপনি বিলীন হইত; কেহ অনুভব করিতে পারিত না।

ক্রমে অমলকৃষ্ণ আরও ক্ষীণ হইয়া আসিলেন; জলমাত্র পান করিয়া দুই দিন অতিবাহিত হইল। নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া জীবনে নৈরাশ্য বোধ করিতে লাগিলেন। এই বোধ যখনই স্মৃতিকে আক্রমণ করে, তখনই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হয় নষ্টাবশিষ্ট ক্ষীণ শোণিত-বেগ ঈষৎ উদ্রিক্ত হয় ভাবেন এজন্মে আর বিধুমুখীকে দেখিতে পাইবেন না।

এই সময় এক দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় ডাক্তারের নিয়োজিত পরিচারকেরা নিয়মিত কার্য্য সমাপন করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, অমলকৃষ্ণ একটী প্রশস্ত চৌপায়ীর উপর পরিস্কৃত শয্যায় শয়নে রহিয়াছেন। তাঁহার এক পার্শ্বে অর্দ্ধশীর্ণ বোলাকচাঁদ অতিদীন ভাবে উপবিষ্ট হইয়া ডাক্তারের মলম-ঔষধ তাঁহার ক্ষতস্থানে ক্ষীণাঙ্গুলির সাবধান সঞ্চালন দ্বারা ধীরে ধীরে লেপন করিতেছে। অমলকৃষ্ণ ক্ষণ জন্য অত্যল্প মাত্র অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষীণ দৃষ্টিতে গৃহ ভিত্তীর উর্দ্ধদেশে দেখিতে পাইলেন, একটী উর্ণ-নাভ জাল প্রস্তুত করিতেছে; অমলকৃষ্ণের স্থির নয়ন দ্বয় একবার নাচিয়া উঠিল, অকস্মাৎ নেত্র ভাসিয়া দরদরিত বেগে অশ্রু বিগলিত হইল; সেই সামান্য নীরব রোদন জন্য শ্রমে সর্ব্ব শরীর একবার অবসন্ন হইল।—বোলাকচাঁদ বুঝিল জীবন তৃষ্ণা কি আশ্চর্য্য মায়াময় পদার্থ! তাহারও চক্ষে জল পড়িল; সে সূক্ষ্ম রসনাগ্র ভাগ দ্বারা অমলকৃষ্ণের অশ্রু অতি যত্নে মোচন করিয়া দিল! আর বলিল—

“ভাবনা কি? উহাতে আরো অসুখ বাড়ে!” অমলকৃষ্ণ নীরব। তাঁহার সেই সময়ের মনোভাব তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? অমলকৃষ্ণ কেন উর্ণ-নাভের জাল দেখিয়া কাঁদিলেন?

সেই জালই রোদনের কারণ। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্ণে বিধুমুখীদের গৃহে এমনি একটী ঊর্ণ-নাভের জাল অমল কৃষ্ণ ছিন্ন করিতেছিলেন; বিধুমুখী তাহা দেখিয়া বলিলেন; মাকড়-সার জাল ছিঁড়িলে কেন? উহা সংসারের দৃষ্টান্ত; মাকড়সা অন্যান্য জীবদিগকে সংসারের কাজ দেখাইয়া দেয়, তাহারা দেখিয়া সংসারে জড়াইতে শিখে. তুমি আদর্শ সংসার ভাঙ্গিলে কেন?,, এই কথায় তখন অমলকৃষ্ণ মৃদু হাঁসিয়াছিলেন। এখন সেই ঊর্ণ-নাভের নির্ম্মিত আদর্শ-সংসার দেখিয়া বিধুমুখীকে মনে পড়িল। যেন সেই সুকোমল বিলাসময়ী কান্তির ঈষৎ গম্ভীর ভাব স্মৃতিপটে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অমলকৃষ্ণ তখন হাঁসিয়াছিলেন, এখন কান্দিলেন।

সে দিন এই রূপ নানা দুঃখে কাটিয়াগেল। পর দিন প্রাতঃ কালে ভিষক আগমন করিলেন ধাতু পরীক্ষা করিয়াই কিছু সন্তুষ্টি লক্ষণ প্রকাশিলেন,—অমলকৃষ্ণে জ্বরের অপেক্ষাকৃত লাঘব হইয়াছে। ইহাতেই বোলাকচাঁদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল; অহ্লাদে আট খানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"আজ কি খাইবেন?,,

ভিষক। "খাইবার এখনও অনেক বিলম্ব—আজ্ লঘুপথ্য মাত্র।

ভিষক ঔষধ ও পথ্যাদির বিশেষব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গে-লেন। অমলকৃষ্ণ সে দিন অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে জ্বর সম্পূর্ণ উপশান্ত হইয়া আসিল, ক্ষত স্থান সকল শুষ্ক হইতে লাগিল, কয়েক দিনের মধ্যেই আহারে প্রবৃত্তি হইল! বোলাক্-চাঁদ অহরহঃ শুশ্রূষায় নিরত; তাহার আনন্দের সীমা দিন দিন বাড়িতেছে। অমল কৃষ্ণের অল্প অল্প গমনা গমনের শক্তি জন্মিল, শরীরও ক্রমশঃ বলাধান হইতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধের দিবসাবধি সার্দ্ধেক মাসের মধ্যে তিনি প্রায় শরীরে পূর্ব্বভাব

প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মনের ভাব এখনও পূর্ব্বভাব ধারণ করিতেছেনা। কেন করিতেছে না, তাহার কারণ অনন্ত।

অমলকৃষ্ণের অসুস্থতার সময় হইতে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত নামক একজন পরম হংস তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। তিনি যত সুস্থ হইতে লাগিলেন, পরম হংসের সহিত ততই তাঁহার দিন দিন সদ্ভাব সঞ্চার হইতে লাগিল। পরম হংসের কথিত যোগ-শাস্ত্র ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সারবত্তা-দিতে তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা ও ভক্তি জন্মিতে লাগিল। ইতি পূর্ব্ব হইতেই তিনি ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিতের আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত সাগ্রহ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখন অমলকৃষ্ণ একোদ্দমে দুই তিন ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে পারেন. এরূপ শক্তি জন্মিয়াছিল। অতএব সেই সময়েই অমলকৃষ্ণ একদিন পরম হংসের সহিত আশ্রম দর্শনে যাত্রার দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বোলাক চাঁদকে সমভিব্যাহারে লইয়া রীতিমত যাত্রা করিলেন। এই স্থানেই বলিয়া রাখি, অমলকৃষ্ণ পরম হংসকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়ের কেবল পরম হংসের পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্রমণ করিতে হয়ত বিরক্তি বোধ হইবে, যদিও আপনার না হয়, অন্যের হইতে পারে, অতএব সে সকল ব্যাপার ছাড়িয়া এখন বর্ত্তমান চন্দন নগরে আসুন। দেখুন দেখি বিমলাদের পাঠগৃহে আজ কেমন সোহাগের স্রোতে রূপের তরণীগুলি ভাসিতেছে।— বিধুমুখীর সে দিনকার বিরক্তিজনক ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বিবি এখন কয়দিন মহা শান্ত শীলা হইয়া অতি সরলভাবে অধ্যাপনা ও

শিল্পশিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ব্বব্যক্ত অসদভিপ্রায়ের আর নাম গন্ধও নাই। সরলা যুবতীরাও বিবীর পূর্ব্ব দোষ সকল ইহার মধ্যেই বিস্মৃতা হইয়া কত ভক্তির সহিত শত শিক্ষা করিতেছেন। হাসির কথা উপস্থিত হইলে, মন খুলিয়া কত হাসি হাসিতেছেন। হয়ত তার্কিকা পাঠিকা বলিবেন, ‘ বিধুমুখী কি সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল ?,—না তাঁহার অন্তরের দুঃখ অন্তরেই আছে, তবে তিনি সরলা—তিনি আজ ভাবিয়াছিলেন, বিবীর কু-চক্রে যে নূতন সর্ব্বনাস উপস্থিত হইতেছিল, সে সর্ব্বনাশ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তাহাতেই তাঁহার আহ্লাদ, তিনি যেন বিপুল ভীতি হইতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া—এ আহ্লাদ। বিতর্ক কারিণী পাঠিকা দেখুন, বিধুমুখী কেমন স্বভাবের মেয়ে মানুষ। আজ বিধুমুখী কেমন হাসিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে নৈদাঘ-সান্ধ্য সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বহিয়া গৃহ মধ্যে শৈত বিস্তার করিতেছে; নিম্নস্থ অর্দ্ধ স্ফুটিত রজনী-গন্ধার গৌরবরাশি বহন করিয়া, গৃহস্থা সুন্দরীদিগের নিকট উপহার প্রদান করিতেছে। গৃহে সামাদানোপরিস্থিত সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। সুমন্দ স্নিগ্ধ-বায়ু প্রেমভরে দীপশিখাকে হেলাইয়া দোলাইয়া নাচাইয়া নিজ সখিত্বের কার্য্য করিতেছে।—বিবী এমন সময়ে প্রায় এখানে থাকেন না. আজ রহিয়াছেন। তাহার কারণ সান্ধ্য-বায়ু-সেবন-নিরতা আর একটী বিবী এখানে আসিবেন, তিনি আসিলে, বিবী কর্ণাকও তাঁহার শকটে গমন করিবেন—এইরূপ পরামর্শ আছে। তিনি এ পর্য্যন্ত আসেন নাই, সুতরাং বিবী এখনও থাকিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। যিনি আসিবেন, তিনি অতি সুশীলা ও সদালাপকারিণী বলিয়া বিবী

পাঠার্থীদিগের অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় কৌতূহলী।

এমন সময়ে নিম্নস্থ রাজপথে শকট-চক্র শব্দিত হইল,—বিবী বুঝি হিণ্ডেল্ আসিবেন, বলিয়াই প্রত্যুদগমার্থ নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে আগন্তুক বিবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, যেন ভীতি মিশ্রিত আহ্লাদে ডগমগ অথচ গম্ভীরভাবে পাঠগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। এবং স্বীয় উপবেশন স্থানের দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত একখানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাইলেন। বিমলা প্রভৃতি ঈষৎ সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। আবার নত-মুখে বসিয়া এক একবার নূতন বিবীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।—বিবীরা ইংরাজীতে কি দুই একটী খিটি মিটি করিলেন! পরে নবাগত মেম সাহেব বিধুমুখীর দিকে লোল কটাক্ষপাত করিয়া অতি ধীর গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি ?, প্রশ্ন কারিণী যুবতী—বিধুমুখীও যুবতী, অতএব বিশেষ লজ্জার প্রয়োজনাভাব—ভাবিয়া বিধুমুখী একবার তাঁহার প্রতি স্পষ্ট দৃষ্টি করিলেন। সে দৃষ্টি সরল প্রেমময়ী; কিন্তু একজন অন্তর্য্যামী ভাবুক দেখিলে, দেখিতে পাইবেন, সেই দৃষ্টি তরঙ্গের প্রান্তে প্রান্তে দুই একটী শোকের বুদ্বুদ ভাসিতেছে। বিধুমুখী দেখিলেন প্রশ্নকারিণীর কটাক্ষ জ্বলিতেছে; কিন্তু সেই কটাক্ষের জ্যোতিতে কত সাবধানতা ভাসিয়া বেড়াইতেছে কটাক্ষ কদাচিৎ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে।—বিধুমুখী উত্তর করিলেন—'আমার নাম বিধুমুখী।,

প্রশ্ন কারিণীর হৃদয় জানি না কি জন্য একবার স্পন্দিত হইল।—তিনি পুনরপি সাবধান স্বরে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পড় ?-কোথায় বিবাহ হইয়াছে ?-কত বয়স ? এঁক একটী উত্তর

পাইলেন। বিধুমুখীর সকল অবস্থা শুনিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিলেন। বিমলার নিকটেও দুই একটা প্রশ্নের উত্তর পাইলেন।

তিনি তখনই অঙ্গরাখা মধ্য হইতে একখানি আলেখ্য বাহির করিলেন। বিধুমুখীর দিকে দৃষ্টি করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, "বিধু!, এক নূতন ছবি দেখ!,"—বিধুমুখী যত্নের সহিত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া, চিত্র গ্রহণ করিলেন। আলোকের নিকট অগ্রবর্ত্তী হইয়া বসিলেন, এবং কোমল বাহুযুগল ঈষদুন্নত করিয়া আলোকের অধিকতর নিকটে চিত্র ধরিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। বাহুযুগল উত্তোলিত হওয়ায়, বাহুসংলগ্ন বস্ত্রভাগ সহজেই ধীরে ধীরে নিম্নে অপসারিত হইল, চিত্র-দর্শনে চিত্ত অত্যবহিত হওয়ায়, সেরূপ অঙ্গের সমুচিত বস্ত্র-বিন্যস্ততার কথঞ্চিৎ স্বাভাবিক ব্যতিক্রম ঘটিল। পাঠক মহাশয়! এই সামান্য ত্রুটীতে বিধুমুখীকে অসাবধানা ভাবিবেন না।—স্ত্রীলোকের গৃহে স্ত্রীলোকের এরূপ স্বাভাবিক সামান্য সাবধানতাচ্যুতি ধৈর্য্যচ্যুতির পরিচায়ক নহে।

বিধুমুখী অষ্টাদশ বর্ষিয়া রূপবতী যুবতী, তাহার উপর অঙ্গের বিস্তৃতি-সঙ্কোচন জন্য সেই মধুর ভাব কি সুদৃশ্য! চিত্রদায়িনী বিবী চিত্র দর্শিণী বিধুমুখীর সেই বিমল মোহন রূপের কোমল ভঙ্গিমা দেখিতে লাগিলেন। বিধুমুখী ভাদ্রমাসের ভরা নদী, প্রত্যেক অবয়বে ডগমগ কল-কল তরঙ্গরাজী উছলিয়া পড়িতেছে; তরঙ্গ-কূল-ভূমি ছাপাইয়া উঠিতেছে। সে তরঙ্গে দর্শনে লোচন-শ্রবণে শ্রবণ-কথনে রসনা স্ফূরিয়া নাচিয়া ভাষিতেছে। পুনরপি যেন নিবিড় পত্র ভূষিতা কুসুমিতা মাধবী লতা স্নিগ্ধ বসন্ত সমীরণের ধীর আন্দোলনে দলমল করিতেছে। অথচ সকল অঙ্গই স্থির গাম্ভীর-স্বাভাবিক চাঞ্চল্যে কে লজ্জা মাখাইয়াছে। পাঠক মহাশয়! এ প্রকৃতির চিত্র আপনাকে কিরূপে দেখাই?

সংসারে এরূপ সৌন্দর্য্য বিরল নহে, প্রত্যেক হৃদয়েই এ সৌন্দর্য্য অনুভবেরও উপকরণ আছে; কিন্তু সকল স্থানে সে উপকরণগুলি মার্জ্জিত নহে বলিয়া এ সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। – বিধুমুখীর মুখমণ্ডল চিত্র দর্শনে ঈষদুন্নমিত হওয়ায় ব্যালি-কুণ্ডল বিনিন্দিত কবরি গ্রীবা স্পর্শ করিতেছিল। আগন্তুক বিবী সেই উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ নিটোল অথচ কোমল গ্রীবা-মূলে ঘোর কৃষ্ণবেনীগুচ্ছ স্পর্শ জন্য মনোহারীত্ব মনে মনে অনুভব করিয়া কত সুখী হইতেছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকে পুরুষের সৌন্দর্য্য যত অনুভব করিতে পারেন, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য তত অনুভব করিতে পারেন না। পারেন কি না তাহা এস্থলের বিচার্য্য নহে।

বিধুমুখী দেখিলেন এ চিত্র অতি নিপুণ চিত্রকরের লিখিত। ইহাতে বিধুমুখী কি দেখিলেন? দেখিলেন, ঘোর-দুর্গম কাননাভ্যন্তরস্থ একটী অপরিচ্ছন্ন কূপ-মধ্যে একটী কমল ফুটিয়াছে। কমলের আদর জানে তথায় এমন কেহই নাই; ভ্রমরও সে কূপের পথ চিনে না। কমল আপনিই শুষ্ক মুখে হেলিয়া পড়িতেছে।

আলেখ্যের সর্ব্ব নিম্নে এই গীতি বা কবিতাটী লিখিত ছিল।

"অলি সমাগম বিনা সাজে কি রে কমলিনী?,,
"ব্যবহার বিরহেতে মলিন হীরক মণি?,

বিধুমুখী ইহাও পাঠ করিলেন। এবং চিত্র দর্শনে নানা চিন্তার আন্দোলনে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আলেখ্য বিমলার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিমলাও চিত্রখানি যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিয়া, তাহা চিত্র স্বামিনীর হস্তে প্রদান করিলেন।

ইহার পর আরও দুই একটী একথা সেকথা হইল। এখন রাত্রি অনেক হইয়া আসিল, দেখিয়া শিক্ষয়িত্রী গমনোদ্যোগিনী

হইলেন, এবং নূতন সঙ্গিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন। বিমলা বিধুমুখী প্রভৃতিও স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

শ্মশানদর্শনে।

১

এই ভাগিরথী এই তীর ভূমি—
ওই ভয়ানক শ্মশান সৈকৎ!
ওই চিতা বহ্নি অনন্ত জিহ্বায়,
দংশে নর দেহ, গর্জ্জে মেঘবৎ!
ওই স্তুপে স্তুপে শ্মশান কলস,
ওই স্তুপে স্তুপে কঙ্কাল কপাল!
ওই স্তুপে স্তুপে চিতা ভস্ম রাশি,
ওই লক্ষ লক্ষ গৃধ্র বাজ পাল!
ওই ফিরে যত সব ভুক পশু!
কুক্কুর শৃগালে করে কোলাহল,
ওই শুন-শুন বিকট চীৎকার।
ওই দেখ-দেখ পিশাচের দল!
ওই দেখ দেখ বিকট ব্যাপার!
ওই দেখ মুখে রুধিরের ধার!
ওই দেখ খায় দগ্ধ নর মাংস,
ওই দেখ দেখ চাহিয়ে আবার—
মহা শ্মশানেতে ফিরে মহাকাল
করে ভীম গদা, বিদ্যুৎ ঝলকে,
সঙ্গে শত দূত যম অবতার
হাসে খিটি খিটি, ঝলকে ঝলকে

২

উগারি অনল, চক্ষু রক্ত লোল
দীর্ঘ পাণ্ডু গুম্ফ শ্মশ্রু ভয়ঙ্কর,
ভীম আস্ফালনে ফিরে প্রেত ভূমে,
নর রক্তাহুতি ঢালে চিতাপর!
দেখ পুনঃ দেখ চতুর্দ্দিকে চেয়ে!
এরূপ আশ্চর্য্য দেখনি কখন,
অষ্টাদশ কোটি অপগণ্ড শিশু
দাঁড়ায়ে সম্মুখে হাসিছে কেমন!
বালকের মতি নাই জ্ঞান লেশ,
নাই সুখ দুঃখ হিতা হিত বোধ,
নাই ভয় নাই শোক মনস্তাপ।
নিতান্ত অভাগা! নিতান্ত নির্ব্বোধ!
ওই যে অনন্ত শ্মশান সম্মুখে—
জ্বলিছে অনন্ত জিহ্বা বিস্তারিয়া;
"জননী ওদের পুড়িছে উহাতে,"
অজ্ঞান শিশুরা দেখিছে চাহিয়া!
দেখিছে কৌতুক; হাসিছে আহ্লাদে
": চিতানলে ভাবি অনল উৎসব,"
অভাগা শিশুরা কিছুই বুঝেনা!
কালি যে কি হবে নাই অনুভব!

৩

পুড়িছে জননী, পুড়িছে সোদর,
" পুড়িবে অচিরে আপনারা সব!
এসকল কথা কিছুই বুঝেনা,—
দাঁড়ায়ে দেখিছে অনল উৎসব;

আহা! আজ সপ্ত শত বর্ষ গত
জনকের মৃত্যু হয়েছে বিপাকে,
শোক জর্জ্জিরিতা অভাগী জননী
ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশু কটা দেখে
সপ্ত শত বর্ষ বিধর্ম্মী তস্করে
নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছে কেবল,
লুটেছে ভাণ্ডার, ' হরেছে সতীত্ব !;
যাহা যাহা ছিল হরেছে সকল !
বীরের গৃহিনী, বীরের জননী,
এত অপমান সহিতে কি পারে ?
ঘোর মনস্তাপে ত্যজিল পরাণ,
শিশু দিগে করি অনাথ সংসারে !
" মরেছে জননী ,, কেবা বুঝে তাহা ?
মৃতা মার বুকে পড়িয়া সকলে,
করে স্তন পান ধাধসে পরান
রহে কোন রূপে ঈশ্বর কৌশলে !

৪

ঈশ্বরের জীব বাঁচে কোন রূপে !
নাহি শিক্ষা, দিক্ষা, জ্ঞান সংস্কার !
জীবন্মৃত প্রায় দুগ্ধ পোষ্য গুলি
উদরের তরে ফিরে আপনার।
সব অপগণ্ড অদৃষ্ট ক্রমেতে
কয়টী বালক হল জ্ঞান বান্ !
জানিল আমরা কাঙ্গালি সংসারে,
জানিল " জননী ত্যজিছে পরাণ ,,
জানিল জননী অকালে, বিপাকে

হারায়েছে স্বামী, বীর পুত্র গণে !
জানিল জননী তস্করের করে
হারায়ে " সতীত্ব অমূল্য রতনে ,—
—ঘোর অপমানে ত্যজিল পরাণ !,
মৃতা মার দুঃখে জীবিত আমরা ,,
'ভাবিয়া দুর্দ্দশা, শ্মশানে বসিয়া
দুই একবার কাঁদিল তাহারা !,
" আপনার দুঃখে কাঁদিতে শিখিল ,,
দেখিল বিধাতা দেখিল শমন!
ছদ্ম বেশী কাল করিল বঞ্চনা,
" সুধা বলি দিল গরল ভীষণ !,,

৫

সুধা ভাবি নিল বিষ পাত্র করে,
অমর হইব ভাবিল বালক।
যে খাইল বিষ সেই অচেতন,
সেই পরিহরি গেল ইহলোক !
অকালেতে কাল হরিল তাদিকে,
না জানি কি আছে অদৃষ্টে আবার,
কোথা গেলে ভাই ! এস একবার
দেখে যাও আজ বঙ্গে হাহাকার !
কোথা প্যারি দাদা ! কোথায় গেলে ভাই ?
সজ্জন সুশীল সত্য পরায়ণ !
নিদারুণ শোক-বজ্র মারি হৃদে,
কোথা গিয়ে বসি রহিলে এখন ?
অবোধ হৃদয় সকল ভুলিয়া
ধৈর্য্য ধরেছি এ তোমার আশায় !

তুমি দাদা! শেষে এইকি করিলে?
ডুবাইলে ভেলা ভরা দরিয়ায়!
অজ্ঞান শিশুরা মরে বিষপানে
সহিত না তাহা তোমার হৃদয়ে!
দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ ছিলে, তবু
কত দিক্ রেখেছিলে বুক্‌দিয়ে!

৬

আজ প্যারি দাদা! নূতন যন্ত্রনা,
নূতন শোকেতে কাঁদাইয়া ভাই!
" জননীর সঙ্গে একই চিতাতে
পুরিছ দাঁড়ায়ে দেখিতেছি তাই!,
আজ গুণ ধাম! তোমার হেন ভেয়ে,
হারায়েছি আর পাবনা দেখিতে!
আজ দাদা! এসে দেখে যাও চক্ষে
" কুক্কুর কীর্ত্তন হতেছে বঙ্গেতে!;
কে আছে আমার ব্যথায় ব্যথিত?
মরমের ব্যথা কাহারে জানাই?
যে অনল হৃদে জ্বলিছেরে, তাহা
বক্ষঃস্থল চিরি কাহারে দেখাই?
অন্তস্থলী পর্শী যেই বহ্নি শিখা
হৃৎপিণ্ড দগ্ধ করিছে আমার,
এ,র কি দারুণ ভয়ঙ্কর জ্বালা
' যার জ্বালা সেই জানে আপনার;
হৃদয় চিতাতে জ্বলিছে যে বহ্নি
লক্ষ বর্ষ তাহে সিঞ্চিলে সলিল
নিভিবেনা, তাহে হইবে প্রবল
জলে কি নিভায় রাবণের ঝিল?

৭

তবে কি নির্ব্বাণ হবেনা এ চিতা?
তবে কি হইবে ভষ্ম এহৃদয়?
তবে কি এ জ্বালা সব চির দিন?
তবে কি এ চিতা নিভাবার নয়?
নিভিবেনা কেন? হইবে নির্ব্বান,
নিভায় যাহাতে কর দেখি তাই?
সলিলে না নিভে, নাইবা নিভিল?
অসুরের রক্ত ঢাল দেখি ভাই!
ধর খড়্গ কাট রুধিরের গঙ্গা!
তোল রক্ত ঢাল কলসি কলসি.
নিভিবেনা কেন? অবশ্য নিভিবে!
হৃদয়ের বহ্নি যাবে কোথা ভাসি?
রক্তাহুতি দিয়া নিভাও এচিতা
নহে সংক্রামক হইয়া অনল,
ব্যাপি দশ দিশি দহিবে প্রত্যেকে
দহিবে জীবন দহিবে সকল।

বাজীকর।

"লাগ্ লাগ্ লাগ্ বাজী লাগ্ মোকে ছেড়ে দুনিয়ার লোককো ভেল্‌কি লাগ্!" এই ইন্দুটি কাহিনী ঝাড়িয়া একজন বাজীকর একটী ডিম্ব বাহির করিল। যেথানে হউক এই ব্যাপারে কৌতূহলী হইয়া, ছেলে, মেয়ে, বাল-বৃদ্ধ, বউড়ি ঝিউড়ি সকলেই। ঝাকে ঝাকে ঝলকে ঝলকে বাজী-কর সমীপে আসিয়া দাঁড়াল। দেখিল এক অপূর্ব্ব বৃহৎ ডিম্ব।—ডিম্ব নানা রঙ্গে বঞ্জিত;

সোনালী রূপালী তামালী প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণ সকল অণ্ডের আশে পাশে উপরে নীচে ঝল ঝল ঝলসিতেছে।

বাজীকর হস্তস্থিত বেণু-যষ্টি দ্বারা অণ্ডপার্শ্বে ভূমির উপর দুইবার আঘাত করিয়া অণ্ডের উপরি ভাগে সবলে একটী ফুৎকারদিল; অমনি অণ্ড বিদীর্ণ হইয়া এক সুন্দর পুরুষ নির্গত করিল। দর্শক দর্শিকা সকলেই অবাক্! এপুরুষ কোন দেশী কেহ চিনিতে পারেনা; সপ্ত-স্তবক পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত রাখিয়াছে। ইঁহার কত বয়স, তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না; কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে গভীর প্রবীণতা প্রদর্শন করিতেছেন। কোন কোন দর্শক ঝল মলায়মান জটিল পরিচ্ছদের গাঁথনি দেখিয়া কি অপূর্ব্ব জন্তুবোধে রঙ্গ-ভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কয়েকজন দর্শক সাহসপূর্ব্বক বাজীকর-কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?" বাজী-কর বলিল "ইহাঁকে চিনিতে পারিবেন', ইঁহার নাম সংস্কারক (রিফর্ম্মার) ইনি অণ্ড মধ্যেই ব্রহ্মা-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, একবারে মধ্য-গগনের প্রখর সূর্য্যের অবতার রূপে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন। সকলে বাজী-করকে ধন্যবাদ দাও, যেহেতু আমা হইতেই পৃথিবীর অন্ধকার দুর হইল।

চমৎকার বাজী-করের ভেল্‌কী!—বাজী-করের অনুরোধে একবার সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিল, আবার চক্ষু মিলিয়া দেখিল, সংস্কারক পুরুষ রঙ্গভূমিতে অনুপস্থিত—এমন কি সে রঙ্গ ভূমিই নাই। বাজী-কেরেরপো একটী রেলওয়ে ষ্টেশনের এক পার্শ্বে ধীরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। নিকটেই তিনটী বড দরের ভদ্র-লোক স্ব স্ব কর্ম্মচারী ও পরিচারকাদির সহিত শকটা-রোহণের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন। আর রাজা রাজড়ার ন্যায় আসবাব পত্র সকল স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাদিগের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া, দর্শকগুলি অধিকতর নিকট বর্ত্তী হইয়া

ভক্তি-ভাবে দর্শন করিতে লাগিল। একজন চতুর্মুখ, একজন চতুর্ভুজ, একজন একাননেই ত্রি-নয়ন। ইঁহাদিগের নাম যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব—ইঁহাদের আজ আর পুরাণোক্ত বেশ ভূষা নাই, ফ্যাসনেবল ড্রেসে সজ্জিত হইয়া, রাজ-কুমারের শুভাগমনোপলক্ষে নূতন প্রথানুসারে সপরিবারে কলিকাতা গমন করিতেছেন। তিন জনেরি পরিচ্ছদ উচ্চ মূল্যের পেন্টুলেন চাপ্‌কান্। মস্তকে টোপর। শিব জটাভার কর্ত্তন করিয়া চিতা ভস্মের দুর্গন্ধ পরিহারার্থ খর্ব্ব কেশাবৃত মস্তকে পোমেটম লেপন করিয়া, দুর্গার প্রতি মৃদু মৃদু কটাক্ষ করতঃ টোপরাচ্ছন্নাবশিষ্ট কেশ-গুচ্ছ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিন্যাস করিতে করিতে ঈষৎ হাস্য-বেগে দন্তে অধর টিপিতেছে! ব্রহ্মার বয়োধিক্য প্রযুক্ত মস্তকের কেশ প্রায় অপক্ক নাই, তাহাও আবার অনেক গুলি উঠিয়া গিয়াছে; সভ্যতানুরোধে অচির জাত গোঁপ-গুচ্ছে কলপ দিয়াছেন। বিষ্ণু-ঠাকুর চির রসিক, চাঁচর চুলের 'টাইটেল, হোল্ডার, ভ্রমর-পক্ষ সদৃশ গোঁফের রেখায় আতরের গন্ধ বাহির হইতেছে; মাথায় ল্যাবেণ্ডারের ছড়াছড়ি। একে আদুরে আদুরে গঠন, আদুরে আদুরে পোষাক, তাহার উপরে একটী আজানু-লম্বিত রেলওয়ে ব্যাগ বাম স্কন্ধে দোদুল্য মান করিয়া। আদুরে মেজাজের পরিচয় দিতেছেন।

বাজী-কর একটী ফুলের নাম করিয়া কহিল, " কি লজ্জার কথা আপনাদের আজ এ বেশ কেন ?,, ব্রহ্মা বলিলেন, ' বাপু! তোমার কুহকে কি না দেখিলাম; দুঃখের কথা বলিব কি—গত কার্ত্তিকীয় পূর্ণিমায় কৈলাস-ধামে আমাদের একটী মীটিং ছিল, আমরা তিন জনেই তথায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সংস্কারক নাম ধারী বঙ্গ-দেশীয় একটী সুপুরুষ হঠাৎ সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। আমরা সসম্ভ্রমে আহ্বান করিলাম। তিনি সভা-

মধ্য-বর্ত্তী হইয়া ক্রমে আমাদের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ছুই হ্যাচ্‌কা টান দ্বারা অভিবাদন কার্য্য সমাধান করিলেন। আমরা তিন জনে সকল শাস্ত্রই স্মরণ করিলাম, কিন্তু এই নূতন প্রকার অভিবাদনের অর্থ কুত্রাপি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, মনে মনে লজ্জিত হইয়া মনে মনেই তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া বলিলাম,তবে আজ সংস্কারক মহাশয় কি মনে করিয়া বলুন দেখি? তিনি কহিলেন 'বঙ্গে রাজ-কুমারের শুভাগমনে অবশ্যই আপনাদেরও গমন হইবে সন্দেহ নাই।'

আমরা সাকল্যে উত্তর করিলাম, মহাশয়! এমন সময়ে না গিয়া কি এত বড় উচ্চ জীবিকা গুলি সাধ করিয়া বিসর্জ্জন দিব? যাইতেই হইবে, পূর্ব্বে পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছি। সংস্কারক কহিলেন 'আজ্ঞা হাঁ—আমিও তাই বুঝিয়াছি; আপনারা আমাদের চির পূজ্য, পাছে তথায় গিয়া কোন প্রকারে অপদস্থ হইতে হয়, তাহাই গোটা কত উপদেশ দিতে আসিলাম। আপনারা বঙ্গের আজ কালকার রীতি নীতি অবগত নহেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা কয়েক জন প্রাণ পণে যত্ন করিয়া পূর্ব্বতন জঘন্য আচার ব্যবহারের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া, তদ্দ্বারা রাজ ভক্তিরও পরিচয় দিতে পারিয়াছি।—তদনুসারে আপনাদেরও বেশ ভূষা পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, রক্ত-বসন, পীত-বসন প্রভৃতিতে এখন আর দেবের দেবত্ব থাকিবেনা, পাশ্চত্য পরিচ্ছদের প্রয়োজন হইবে। আর বৃষের গর্জ্জানি, সর্পের ফোঁস ফোষানি; হংসের হ্যাক্ প্যাঁকানি, গরুরের ক্যাঁচ ক্যাঁচানি সে শভার শোভা পাইবে না; তজ্জন্য সজ্জিত শকটারোহণে গমন করিতে হইবে।' অতএব প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সকল পরিচ্ছদই সংগৃহীত করিয়াছি। আবার উপহার দিতে হইবে শুনিয়া বিব্রত হইলাম, আমাদের নিজের আর্থিক অবস্থার বিষয় অবগতই আছ;

তবে দায়ে ঘায়ে পড়িলে কুবের আছেন তাই রক্ষা; তিনি না থাকিলে সকল বাহাদুরীই ভষ্ম হইত। যাহা হউক তিন জনায় নাম স্বাক্ষর করিয়া কুবেরের নিকট একখানি বিল পাঠাইলাম, তিনি অর্দ্ধ ভাণ্ডার শূন্য করিয়া রাশি রাশি অর্থ আনিয়া দিলেন; সংস্কারকের পরামর্শানুসারে তাঁহার হস্তে সকল অর্থ সমর্পণ করা হইল, তিনি ' হ্যামিল্টন কোম্পানি , নামক এক মণিকারের নিকট উপহার সামগ্রী নির্ম্মাণ করাইতে দিবার ভার লইয়া অর্থ-স্তূপ শকট-বোঝাই করিয়া আনিলেন।,

বাজীকর পুনরপি একটী ফলের নাম করিয়া, তাঁহাদের তিন জনের নিকটেই জিজ্ঞাসু হইল, যে ' আপনাদের বাহনাদি এখন কোথায় রাখিয়া আসিলেন ?, ব্রহ্মাদি কহিলেন, " বাপু! সংস্কারকের অনুরোধে পড়িয়া,আমরা সে সকল পৈতৃক ধন হারাইয়া নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি, কোন দিন অকাল মৃত্যুই ঘটিবে নাকি বুঝিতে পারিতেছি না। সংস্কারক কথায় কথায় আপনাদের আর অভব্য বাহন গুলার প্রয়োজন দেখিতেছি না।, বলিয়া ' লেকচার , লিখিবার লেখনীর জন্য হংসরাজের সমস্ত পুচ্ছ গুলি ছিন্ন করিয়া লইলেন, হংসরাজ যন্ত্রনায় প্রাণ ত্যাগ করিল। পৃথিবীতে একটী মাত্র গরুড়, অতএব এরূপ একটী অদ্ভুত পক্ষী রাজ-ধানীর ' পশুবাটিকায় , থাকিবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইলে, তাহাও সংগ্রহ করিলেন। মহাদেবের প্রিয় পরিচারক দুইটীকে ' সিরাপিশে , তুলিয়া দিবেন বলিয়া, সঙ্গে লইলেন। আর বৃষটীতে তাঁহার কি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইবে বলিয়া রজ্জু ধরিলেন। আমরা সংস্কারকের কার্য্য বলিয়া দ্বিরুক্তি করিলাম না।,

" বাহবা ভেল্‌কির ফিনকুটি—আণ্ডাছে ফের্ বাহার্ নেক্‌লো!, বাজীকর এই বলিয়া, পুনর্ব্বার অণ্ড ভাঙ্গিল, সংস্কারক পুনরপি

তন্মধ্য হইতে উঠিয়া, দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি আপনাদের প্রত্যুদ্‌গমন করিতে আসিয়াছি।, মহাদেব বলিল ' উত্তম করিয়াছ ; বাবা সংস্কারক ! আমার দিব্য লাগে বল দেখি আমার বৃষটী লইয়া কি করিলে ?.; সংস্কারক কহিল, মহাশয় ! আগামী বড় দিন উপলক্ষে তোষামদ গঞ্জের ডেপুটী কমিশনর মেং টাইগার, ব্রাহ্ম বাজারের মোনছিফ রায় কুম্ভকর্ণ বাহাদুর এবং সাহায্য দ্বীপের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী শৃগাল খাঁ প্রভৃতি কয়টী আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ; মহাশয় বুঝিতেই পারেন, আপনার বৃষটী বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট এবং বসা-বিশিষ্ট, অতএব তদ্দ্বারা সে দিনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে !, মহাদেব কহিলেন ' বল কি,—তুমি তাঁহাদিগের বাটীতেও সেই-রূপে আহার করত ? সংস্কারক কহিলেন " আজ্ঞা ,, কার্য্যানু-রোধে এক পাত্রেই হইয়া থাকে।,

মহাদেব। " সেকি ? তবে যে সে দিন বলিয়াছ তুমি হিন্দু।,

সংস্কারক। " আজ্ঞা আমি আজও হিন্দু।—সেই হিন্দুর অর্থ—হিন্দু স্থানের অধিবাসী।

মহাদেব। তবে তুমি হিন্দু আচার ব্যবহারের কোন ধার ধার না ?,

সংস্কারক। " আজ্ঞা আচার ব্যবহার আর কি, তবে এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে সংস্কারক দলে নাম লিখাইয়া জাতি-ভেদ স্বীকারটা বড বিড়ম্বনা-জনক। ,;

মহাদেব অবাক্ হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। সংস্কারক ইতস্ততঃ করিতে করিতে দেখিলেন, এক খানি দ্বার-মুক্ত শিবিকায় দুইটী রূপবতী যুবতী বসিয়া আছেন।

সংস্কারক। " এ স্ত্রীলোক দুইটী ? ,,

মহাদেব। " অন্য কি বুঝিবে উঁহারা আমারই কন্যা। ,;

সংস্কারক। " বুঝিয়াছি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ;—ইঁহারা

যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী বটেন।—ইঁহারা ব্রাহ্মিকা? ,,

মহাদেব। " তোমাদের ' ব্রাহ্মিকা ,, শব্দের কিরূপ অর্থ তাহা জানিনা, সুতরাং কি বলিব ? ,, ,,

সংস্কারক। সেও একটা বটে, তবে দেব-বংশের ধর্ম্ম-পদ্ধতি ভালই হইবে সেও যাহা হউক মহাশয়! আপনি এই যাত্রায় ' ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া। টাইটেলটা হস্তগত করিলেন দেখিতেছি! ,,

মহাদেব। " সে কিরূপ ? ,,

সংস্কারক। " সর্ব্ব প্রকার সম্ভ্রান্ত বিশেষতঃ রাজ-ভক্ত ব্যক্তিদেব সম্মানার্থ ' ষ্টার অব ইণ্ডিয়া . নামক একটা উপাধীর সৃষ্টি হইয়াছে, এই উপাধি ভবাদৃশ-জনের সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত দেখিতেছি।,,

মহাদেব। " ঐ উপাধিতে কি লাভ ? ,,

সংস্কারক। " প্রাথনা কারবটে, কিন্তু উহার লাভা লাভের বিষয় আমিও বিশেষ বুঝি না; তবে বাহাদুরীটা এক চেটিয়া হইয়া থাকে।,,

মহাদেব। " যাহা হইক আমার কি গুণে উহা প্রাপ্য ?

সংস্কারক। " আপনি সোমনাথ, বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর প্রভৃতি নানারূপে নানাস্থানে ধন সঞ্চয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া আপনি ধনী! দক্ষ-যজ্ঞের বিষয় স্মরণ করিলেই, আপনি মহাবীর : আপনাতে সর্ব্ব সংহর্ত্তৃত্ব গুণ থাকাতে আপনি ভয়ানকের ভয়ানক; তন্ত্র-শাস্ত্র প্রভাবে আপনি একজন বিলক্ষণ জ্ঞান-ধর্ম্ম সম্পন্ন প্যাগম্বর; আর এই উপস্থিত ব্যাপার সম্বন্ধে যেরূপ অর্থ-ব্যয়ের সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে অচিরেই একজন মহাদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন! তবে বিশেষ রাজ-ভক্তির চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে ' তাহারও উপযুক্ত উপায় বিদ্যমান দেখিতেছি।,;

মহাদেব। "বিশেষ রাজ-ভক্তির উপায় কি দেখিতেছ?"

সংস্কারক। "রাজ কুমারের নিকট অন্যান্য দ্রব্য উপহার দানের পর, আমার পরামর্শে আপনার ঐ রূপবতী কন্যাদ্বয়কেও উপহার দেওয়া; তাহা হইলেই রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল।"

মহাদেব। "বাবা সংস্কারক! বল কি? একি সঙ্গত কথা?"

সংস্কারক। "দোষ কি মহাশয়? 'পুকুরের জল পুকুরে থাকিবে, লাভে থেকে পিতৃ-লোক সন্তুষ্ট হইবেন।' আপনার কন্যা আপনারই থাকিবে, তিনি গ্রহণ করিবেন না; অথচ আপনার রাজ-ভক্তি-জন্য যশে ভুবন ভরিয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপকার স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্যে বাহির করা সম্বন্ধে কুসংস্কার-টাও অপনীত হইবে; এবং আপনিও ষ্টার অব ইণ্ডিয়া মাথায় বান্ধিয়া কৈলাস-ধামে গমন করিবেন, হাতে পায়ে স্বর্গ গড়াইয়া বেড়াইবে।"

এখন বাজী-করের এই সকল বাজী দেখিয়া দর্শকেরা কেহ হাসিতেছে, কেহ কান্দিতেছে।—বাজীকর আর একবার সকলকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিল, সকলেই ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া চাহিয়া দেখে, কোথাও কেহ নাই; কেবল বাজী-কর সম্মুখে একটি ঝুলি রাখিয়া বসিয়া আছে।

বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার ঠাকুর দাদা মহাশয় সমাজে চূড়ামণি,—সেই অধিকারে ঠাকুরুণ দিদী আমার মফস্বলের জজ। ইঁহারা উভয়েই আমার অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তবে কি বঙ্গাঙ্গনাদের আর দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই?

তুমি নব্য সভ্য সুশিক্ষিত বাঙ্গালী, লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া কোট পেণ্টুলনে সামলা চাপকানে সজ্জিত হইয়া কত বেশে উদয় হইতেছ।-উকিল হইয়া আইন দেখিতেছ; হাকিম হইয়া ধর্ম্মাবতার রূপে উচ্চাসনে বসিয়া ভ্রূ-ভঙ্গি করিতেছ; ডাক্তার হইয়া ভিজিট কুড়াইতেছ, কেরাণী হইয়া প্রভুর পদাঘাত সহ্য করিতেছ; আবার সাত সমুদ্র তের নদী পারে গিয়া দাসত্বের জয় প তাকা কপালে বান্ধিয়া স্বদেশে অন্য অপেক্ষা বড় হইতেছ; রায় বাহাদূর রাজা বাহাদুর, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া হইয়া বৈঠকখানা সাজাইতেছ; শ্বেত পুরুষ দের পূজায় আত্মাকে উৎসর্গ করিতেছ; মুখে রাজা পাতসা জয় করিয়া মহাবীর হইতেছ; গৃহে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া রোদন করিতেছ; বাহিরে গৌরাঙ্গ-প্রভুর পদ-ধূলি মাখিয়া, প্রেমে গদগদ হইতেছ—আত্মাকে পবিত্র করিতেছ। তুমি সমাজ সংস্কারক, পরিণাম দর্শী, স্বদেশ হিতৈষী এবং নম্র। তোমার নম্রত ইহলোক প্রসিদ্ধ,—একজন দাস-পুত্র আসিয়া, তোমার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেও তোমার নম্রতা হানির ভয়ে কথাটী কহনা—একি কম সহিষ্ণুতা! নব্য বাঙ্গালী! তুমি ধন্য!—তুমি পর-দুঃখ কাতর, পর-পীড়া তোমার হৃদয়ে সহ্য হয় না; সুতরাং তুমি বলিবে ঠাকুর দাদা মহাশয়ের কথায় কি হইতে পারে? আমি বঙ্গাঙ্গনাদিগকে আশ্রয় দান করিব। জ্ঞানের আলোক দর্শন করাইব, নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে বক্তৃতা করিয়া সভ্যতার কিরণ বিকীর্ণ করিব।

তোমার কথা শুনিয়া আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু ভ্রাতঃ! ছোট মুখে বড় কথা শুনিয়া বিরক্ত হইও না। তুমি সভ্য হও আর সুশিক্ষিতই হও বক্তৃতাই কর আর বাজাই কর, তোমার প্রণীত কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমরা ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারি না। আমরা জানি তুমি সম্ভ্রান্ত হইলেও দরিদ্র-

বলবান হইলেও নির্ব্বীর্য্য-বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বোধ! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, আজ সাতশত বৎসর পরের পদাঘাতে তোমার হৃদয় নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধিতে জড়তা জন্মিয়াছে; তুমি মনে মনে যাহাই হও, তোমার ধন নাই, মান নাই, শরীর আছে ইন্দ্রিয় নাই, তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বঙ্গ-ভাষার অভিধানে কোন শব্দ নাই; সুতরাং তোমার প্রণীত কোন কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে আমাদের ইচ্ছাও নাই।—ইচ্ছা নাই কিন্তু আশা আছে; আশা আমাদের সম্বল; জীবনের বয়স্য, মরণের সঙ্গী; আশার মোহেই এত বড় দুস্থ জীবনের বোঝাটা স্বচ্ছন্দে বহিতেছি কোন কষ্ট হয় না। সুতরাং আশা করিব—বারম্বার নিরাশ হইয়াও আশা করিব। আশা নাই এ কথা ভাবিতে বুক ফাটিয়া যায়; অতএব তাহা ভাবিব না; দুটা কথা বলিব।

ভ্রাতঃ! তোমাদের অবস্থার পরিণাম চিন্তা করিতে গেলে, সংসারে আর কিছু থাকে না; সেই জন্য আপাততঃ তাহা বিস্মৃত হইয়া বলি তুমি নিজে নিরাশ্রয় হইলেও আমাদিগকে আশ্রয় দাও। আমরা দুর্দ্দশার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, উত্তোলন করিবার চেষ্টা কর।

কিরূপে চেষ্টা করিব? বঙ্গীয় স্ত্রী-শিক্ষার অনেকগুলি প্রতি-বন্ধক আছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান এই কয়টীর সম্পূর্ণ নিরা-করণ হওয়ার প্রয়োজন।

১ম। পিতা মাতার কন্যা—পুত্র সম্পর্কে ভয়ানক পক্ষ-পাতা-চরণ।

২য়। বাল্য বিবাহ।

৩য়। কেবল অর্থ উপার্জ্জনার্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন, সাধা-রণতঃ এইরূপ কুসংস্কার।

৪র্থ। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব।

নর-শাসিনী-সভা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্যাঘ্র মন্ত্রি-পদে অভিষিক্ত হইলে, সভার কার্য্যারম্ভ হইল। প্রথমে সকলেই স্বস্ব শ্রেণীর প্রতি মনুষ্য-জাতির অন্যায় ব্যবহারের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত হইল। সভাপতি সিংহ বক্তৃতায় কহিল, "মনুষ্য মাত্রেই আমার অপকার করে, একথা শুনিলে সকলেই হাস্য করিবেন বলিয়া একথা বলিবনা। তবে কয়টা বন-চর মানুষ এবং রাজ-নাম ধারী দুই একটা বাহাদুরি প্রিয় মানুষ কখনও কখনও আমাদের গুপ্ত দ্বারে উঁকি দিতে যায় দেখিয়াছি। যাহা হউক আমি অনেকের নিকট শুনিয়াছি, যে মানুষ-জাতি অবিশ্বাসী, তাহাদের স্ব-জাতির মধ্যেই পরস্পর বিশ্বাস নাই; এই দোষে তাহাদের একটা শ্রেণী নাকি অধঃপাতে যাইতেছে! অতএব এরূপ জাতির অস্তিত্ব অনুমোদনীয় হইতে পারে না। সভ্য মহোদয় গণের সকলের মত এই মতের সঙ্গতি-পক্ষে অনুকূল হইলে; আমিই মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত মানুষ ধ্বংশের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া শৃগাল 'সাধু সাধু' শব্দের সহিত গা তুলিয়া কহিল, "সভাপতি মহাশয়ের সকল কথার মধ্যে একটী অতি সারবান্ কথা আছে—'মানুষ জাতি পরস্পর অবিশ্বাসী'। দেখুন দেখি আজ আমি সভাপতি ও মন্ত্রী মহাশয়কে আহ্লাদের সহিত বিশ্বাস করিতেছি যে আমি উঁহাদিগের হইতে সহস্র সহস্র হস্ত দূরে থাকিয়া, সতত সাবধানে গা ঢাকিয়া বেড়াইতেই ভাল বাসিতাম। এখন উঁহাদিগের সহিত ত আমার সেরূপ বৈর সম্বন্ধ দুরীভূত হইয়া, এক সভায় সভ্যোচিত ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু মানুষ-গণ দুর্দ্দশা গ্রস্ত, তাহারা এক জাতি হইয়াও এপর্য্যন্ত পরস্পর বিশ্বাস স্থাপনে সাহসী হইল না। আবার তাঁহারা যে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া, আমাদের সকলকেই সাধারণ ইতর-জীব বলিয়া গণনা করিয়া থাকে সে গণনা তাহাদিগের নিতান্ত ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ; কারণ তাহারা আমাদিগের প্রতি যেরূপ যদেচ্ছাচার করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও সেইরূপ একদল অপর দলের প্রতি ইতর-বৎ ব্যবহার করে,

ক্রমশঃ

পূর্ণমনস্কাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। নৈদাঘ-প্রভাত চিরকাল যে লক্ষণাক্রান্ত-হইয়া থাকে, আজও আকাশে, নদী-জলে, বৃক্ষ-শাখে, মাধবী-পল্লবে; সৌধ-শিখরে, বৃক্ষ-তল-শায়ী উন্নিদ্র-পথিক-দেহে এবং সর্ব্বত্রে সেই লক্ষণ স্পষ্টীভূত রহিয়াছে।—সূর্য্য আকাশাঙ্কের যে অংশে অবস্থান করিলে, চারি দণ্ড বেলা হইয়া থাকে, ক্রমে সেই অংশ সূর্য্যাসন হইল। রোহিণী গৃহ-কার্য্যে নিযুক্তা রহিয়াছেন; বিধুমুখীও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাজ ও কাজ করিতেছেন।

"মাসী ভাল আছ গো!, বলিয়া প্রাঙ্গন-মধ্যে একব্যক্তি দণ্ডায়মান। রোহিণী ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, আগন্তুকের শুক্ল-কৌষেয়-বস্ত্র পরিধান; শুক্ল উত্তরীয়দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। মস্তকে ক্ষৌরাবশিষ্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ-মণ্ডলীর মধ্য-ভাগে সুদীর্ঘ শিখা-গুচ্ছ দোদুল্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ-হস্তে বেণু-দণ্ড। বাম কুক্ষ্যভ্যন্তরে হস্তলিখিত পঞ্জিকা। শুভ্র যজ্ঞো-পবিত গুচ্ছ আজানুলম্বিত রহিয়াছে। রোহিণী আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন না একটু বিস্মিত এবং ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'তুমিকে বাবা? আমি চিনিতে পারিতেছি না।

আগন্তুক। 'হাহা! বেটী এত বিস্মৃত হ'য়েছ, মেসো মহাশয়ের পরলোকের পরই আমার গতি বিধি কম হ'য়েছে বই ত নয়!;

রোহিণী আগন্তুকের উপবেশন জন্য একখানি গালিচার আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, 'বাবা আপনি বসুন, কথর অনেক দিন

এসেছিলেন মনে পড়েনা, আমরা মেয়ে মানুষ অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। আপনি কে বাবা ?,

আচা। 'এত কালের পর নূতন পরিচয় দিতে হইল দেখিতেছি!—আমার নাম সিদ্ধেশ্বর আচার্য্য তর্ক ভূষণ। মেসো মহাশয় জীবিত থাকিতে এবাড়ী আমার এক প্রধান আড্ডাছিল; এখন পর হ'য়ে পড়িছি।

রোহি। 'বালাই আপনার। পর হবেন ত খবরনা কি করিতে বাবা! তবে তাঁর স্বর্গে গমনের পর হইতে মেয়েটাকে লইয়া দুঃখিনী হইয়াই আছি; আবার বিপদ বিপদের সঙ্গী, দুঃখের কথা আপনাকে আর কি জানাব বাবা!,,

আচার্য্য। 'হাঁ। দুঃখের কথা আর শোনা'তে হবে কেন বাছা! জোতিষ গণনার প্রভাবে সকলইত জানিতে পারিতেছি- --তোমার জামাত. সম্প্রতি নিরুদ্দেশ।,

রোহি। 'বাবা! যদি আপনি গণিতে জানেন তবে আমার একটী মনের কথা বলিতে হইবে।,

আচা। 'গণিতে জানি বলিয়া তাহার কি পরিচয় দিব? মেসো মহাশয়ের নষ্ট কোষ্টি উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলাম -বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে তজ্জন্য তিনি আমাকে গুরু-পুত্রের ন্যায় ভক্তি করিতেন।

রোহি। 'তা বাবা আমারও তেমনি ভক্তি হইতেছে, তুমি মহাপুরুষ আমার মনের কথা গণিয়া বল।,

আচা। "তেমন তেমন স্থান হয় ত একটা কথা বলিয়াদিয়া একশ টাকা লইয়া ঘরে যাই--এ মাসীর বাড়ী কি বলিব, শেষে যাহা হয় বিবেচনা করিও! এখন একটা যা হউক ফল দাও দেখি!

রোহিণী বাস্তভার সহিত গৃহ হইতে একটী নারিকেল বাহির

করিয়া দিলেন। দৈবজ্ঞ সম্মুখে ফলস্থাপন করিয়া " নমঃ সূর্য্যায় ,, বলিয়া নতমুখে অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বাঙ্গলা ভাষার অনর্থক বকিতে বকিতে মাথা কুটিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ মাথা কুটিয়া, খড়িরদ্বারা ভূমি-তলে কয়েকটা রেখাদ্বারা একটী ক্ষেত্র অঙ্কিত করিলেন। ক্ষেত্রের মধ্যে এবং চতুঃপার্শ্বে যদৃচ্ছা অঙ্কপাত করিলেন।——একবার বিধুমুখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, " ভগ্নি একটু আগিয়ে আর দেখি গো! ,

বিধুমুখী মাতার দিকে সলজ্জভাবে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন রোহিণী বলিলেন ' উনি কি বলেন তাই কর মা। ,, বিধুমুখী আচার্য্যের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া নতমুখে উপবেশন করিলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছে, দৈবজ্ঞ গণিয়া অমলকৃষ্ণ সম্বন্ধে এখনি কি বলিবে ? –এই চিন্তায় তাঁহার আপাদ মস্তক তিলে তিলে অবসন্ন হইতেছে—কি শুনিতে হইবে ? একবার ভাবিলেন, কেন দৈবজ্ঞ আসিল ? যদি আসিল; কেন গনাইতে বসিলাম ? যাহাছিল, তাহা বেশছিল ; আবার হয় ত কি নূতন কথা শুনিতে হইবে।

দৈবজ্ঞ স্ব লিখিত সাঙ্কেতিক স্থানগুলি দেখাইয়া, বিধুমুখীকে বলিলেন, ' ভগ্নি! ইহার মধ্যে একটী স্থলে হাত দাও দেখি ? ,, বিধুমুখী অতিধীর স্বরে কহিলেন, ' কোন হাত ? ,,

আচা। ' উঁ—বাম হাত দাও।,

বিধুমুখী একটী অঙ্কপাতের উপর বাম হস্ত পাতিত করিয়া; চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। কোমল-বল্লরীবৎ কর-পর্ব্ব থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। দৈবজ্ঞ আদিত্যাদি নবগ্রহ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, মেষাদি দ্বাদশ রাশি ও ইন্দ্রাদি দশ-দিক্‌পাল প্রভৃতির একে একে নাম কীর্ত্তন করিলেন ; এবং অঙ্কিত স্থান গুলি ক্রমান্বয়ে এক দুই করিয়া কত

বার গণিলেন। গণনা শেষ হইল ;—দৈবজ্ঞ দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্ত সংলগ্ন করিয়া, ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফুলাইয়া, বক্রভাবে মুখভঙ্গী করিলেন. চক্ষু-র্দ্বয় স্থির করিয়া রহিলেন।

দৈবজ্ঞের সেরূপ ভাব ভঙ্গীর বিধুমুখী কিছুই দেখিতে পাই-লেননা। রোহিণী দেখিলেন, দেখিয়া ভীত হইলেন, তাঁহার শিরোদেশ বি-ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, এক-দৃষ্টে দৈবজ্ঞের প্রতি ছল ছল চাহিয়া রহিলেন, ইচ্ছা কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলনা। দৈবজ্ঞ রোহিণীর ভাব বুঝিতে পারিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিতএকটী হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া বলিলেন, " এ গণনাটা তোমার জামতা সম্বন্ধে দেখিতেছি ।,,

রোহি। " হুঁ ।,,

আচা। " তোমার জামতা জীবিত আছেন কি না আছেন, যদি জীবিত থাকেন তবে কোথায় আছেন। এই না প্রশ্নটা তোমার ?,,

রোহিণী এবার নিরুত্তর।

আচার্য্য। " আর চুপ করিয়া থাক কেন ?—গণনার মুখে ঢাকিবার যো নাই, মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এখন আসল কথা তবে গণি ? ,,

রোহি। " হুঁ। ,,

আচার্য্য পুনরপি নানা প্রকার গণিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে আবার পূর্ব্ববৎ মুখ-ভঙ্গী করিলেন, আর কেহ শুনিতে পাইতেছেনা, এরূপ ভাবে এরূপ স্বরে বলিলেন " বড় গোল মাল।,, অথচ সেকথা রোহিণী শুনিতে পাইলেন।—শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. " কি গোল মাল আচার্য্যঠাকুর ? ,,

আচা। " তাই - তাই—বলি—,,

বিধুমুখী এতক্ষণ হস্ত পাতিত করিয়াছিলেন, দৈবজ্ঞ মুখে

ভীত-সঙ্কুচিত ভাবের কথা শুনিয়া, হস্ত তুলিয়া লইয়া ক্রোড়মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া ধরিলেন। বিধুমুখীর হৃৎ-কম্প হইতেছে; তাঁহার আলোহিত অধর প্রান্তে নীলাভরেখা প্রকটিত হইয়াছে।

রোহিণীর মুখ-কান্তি রক্ত-রাগ-ময় হইয়া উঠিল, নয়ন-সীমায় অশ্রু-চিহ্ন লক্ষিত হইল, তিনি এবার একটু উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আচার্য্য ঠাকুর! গণনায় কি দেখিলে খুলিয়া বল।"

আচার্য্য গা তুলিলেন, গমনোদ্যত হইলেন; যাইবার সময় বলিলেন, "আঁ তাইত আর—কি বলিব, তাঁহার জীবনে—সন্দেহ লাগে—"

রোহিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না অশ্রুপূর্ণ-লোচনে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো কি বলিলে গো—তবে কি আমার মদনকৃষ্ণ নাই?" এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভূতলে গড়াইয়া পড়িলেন। বিধুমুখী এই ব্যাপারে কি করেন? তিনি চক্ষু অশ্রু বর্দ্দিয়া ধীরে উঠিলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে-পড়িতে পড়িতে-উঠিতে উঠিতে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অন্তের অদৃশ্য এক প্রান্তে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। এই অবসরে দৈবজ্ঞ ঠাকুরও সরিয়া পড়িলেন।

গোলমাল শুনিয়া কতকগুলি প্রতিবাসিনী গৃহস্থ-কামিনী রোহিণীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা বাটী প্রবেশ কালেই কয়টী বালক-বালিকার মুখে শুনিলেন "একজন দৈবজ্ঞ কি বলিয়া কাঁদাইয়া দিয়া গেল।" সকলেই রোহিণীর চতুষ্পার্শে দাঁড়াইয়া, কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া গোলযোগ করিতে লাগিলেন। কেহবা নিকটে বসিলেন। ভব নাপিতানী রোহিণীর গাত্রধূলি মোচন করিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া উঠাইল। কি হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত কত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল!

রোহিণী কথঞ্চিৎ রোদন-বেগ সম্বরণ করিয়া গদ গদ-কণ্ঠে দৈবজ্ঞ সম্বন্ধীয় সকল বিবরণ যথাবৎ অবগত করাইলেন। শুনিয়া কেহ বিস্মিতা, কেহ ভীতা—কাহারও চক্ষে জল আসিল। তিন চারিটী ছোট ছোট বালিকা গৃহ দ্বারে উকি দিয়া, বিধুমুখীকে দেখিতেছে; বিধুমুখী নীরবে রোদন করিতেছেন। শৈশব-সহচরী বিমলা বিধুমুখীর উদ্দেশে গৃহ-প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন বস্ত্রাবৃতা শোক-মূর্ত্তি ভূতলে পতিতা—ধূল্যব-লুণ্ঠিতা, শিশির-জাল-সমাচ্ছন্ন মৃণাল লতিকা মলিন-বেশে লুটিতেছে: অথবা ভীম ঝটিকা বিতাড়িত সাগর-তরঙ্গে ক্ষীণ তৃণ কলিকা হাবুডুবু খাইতেছে।

বিমলার ছেলে কালের আদরের সই বিধুমুখী অনাদরে ধরা-শায়িনী। দেখিয়া বিমলা না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিলেন—কিন্তু বাষ্পাশ্রু ভরায় মুছিলেন। বিপুল-ভাব-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বিধুমুখীর নিকটে বসিলেন, একেবারে সুঠাম ললিত-বাহু-পল্লব প্রসারিত করিয়া বিধুমুখীকে ধীরে ধীরে উঠাইলেন; একটী নলিনী-কোলে আর একটী নলিনী হেলিয়া পড়িল। শোভাময়ী বিমলা গদ গদ হৃদয়ে বিধুমুখীকে কোলে করিয়া বলিলেন, মধুর কোমল-কোলে কোমল প্রতিমা বিধুমুখী কেমন সাজিল! বিমলা বিধুমুখী সম্বন্ধে যাহা করিতেন, তাহাতেই যেন ভালবাসা মাখান থাকিত। তিনি বাম-বাহু প্রকোষ্ঠে বিধুমুখীর শিথিল গ্রীবা-দেশ ধারণ করিয়া, হস্তের সুকুমার কুসুম কলিকোপম অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার কপোল-প্রভাসিত-অশ্রুধারা মুছাইতে লাগিলেন, শীতল সলিল নিষিক্ত বস্ত্র-খণ্ডদ্বারা মুখ-মণ্ডল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন;—শোক-গম্ভীর স্বরে কহিলেন—সই! উঠ দিদি—ভয় কি?,,

বিমলার মুখের "সই,, কথাটী বিধুমুখীর কর্ণে-গেল।

শোকের সময়েও একবার কর্ণ জুড়াইল! বিধুমুখী শোক-মুগ্ধ বাক্যে কহিলেন,—

" সই! কি হবে? "

বিমলা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া উত্তর করিলেন,

" এ মর্ম্ম-ঘাতি সম্বাদের সত্যতা বিষয়ে নিশ্চয় কি? তাইবলি অত ভাবিওনা—ভয় কি? "

বিধুমুখী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং ধীরে ধীরে বিমলার অবলম্বন হইতে উঠিয়া বসিলেন। এদিকে প্রতিবাসিনী-দিগের সান্ত্বনা বাক্যে রোহিণীও কথঞ্চিৎ শোক-বেগ সংবরণ করিলেন, একটী বৃদ্ধা গৃহিণী কহিলেন,

" কি জন্য কান্না মা? কথায় বলে দৈবজ্ঞ! ওদের কথায় কি প্রত্যয় আছে?—বালাই, উঠে আপনার কাজকর্ম্ম দেখ, মেয়েকে বুক দাও। "

ইহার পর ক্রমে ক্রমে সকলে প্রস্থান করিতে লাগিল। বাটীর বাহির আসিয়া,এক প্রধানা রমণী ভ্রূ-সঙ্কুচিত করিয়া কহিয়া গেলেন, " গণনা কি কখন মিথ্যা হয়—না এসব খপর মিথ্যা হয়? মাগীর কপালে এত ভোগও ছিল আহা! "

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চক্রীর কি অভূত-পূর্ব্ব চক্রান্তের পরিপাট্য! ঘটনার কি পারম্পার্য্য সম্বন্ধ!—রোহিণী এবংবিধুমুখী দৈবজ্ঞ-নির্ব্বাচিত দুর্ঘটনা-সম্বাদে প্রাতঃ-কাল হইতে ঘোরতর মর্ম্ম-ভেদী যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

পূর্ব্ব দিন হইতে বীরেশ্বর মজুমদারের নামে একখানি পত্র কাজোয়া নামক স্থান হইতে ডাক যোগে আসিয়াছে। বীরেশ্বর বাবু বাটীতে না থাকায়, সে পত্র তাঁহার বাটীর সরকারের নিকট

রহিয়াছে। বাবুর অনুপস্থিতি কালে তাঁহার সাধারণ-পত্র সকল সরকারের পাঠ করিবার অধিকার আছে; তিনি পত্র পাঠ করিয়া সাত পাঁচ ভাবিয়া এপর্য্যন্ত নিস্তব্ধ আছেন। বেলা এগারটার সময় যখন-থাকো চাকরাণী জলের কলসি কক্ষে লইয়া, ভিতর বাটীতে যাইতেছিল, সরকার বৈঠক্ খানা হইতে ডাকিয়া কহিলেন,

'থাকো গিন্নীকে বল্‌গে যা, যে কাল একখানা পত্র এসেছে সেখানা ছিঁড়ে ফেলিতে হইবে।'

থাকো সরকারেরদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু মুখ চোক তাড়িয়া, অথচ একটু সরস স্বরে বলিল,

'কি? আহা হা! পত্র আবার ছেঁড়া কেন?'

সরকার। 'ছিঁড়িবার খপর আছে তাই ছিঁড়িতে হইবে।'

থাকো। 'তা আবার গিন্নীকে বলিব কি?'

সেই সময়ে অপর একটী ভদ্র-লোক বাটীর সদর দরজারদিকে দেখাদিলেন।—সরকার মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন; 'থাকো শীঘ্র বল্‌গে যা।'

থাকো অবনত মুখে কথার উত্তরে 'হোক্।' বলিয়া দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।—তখনই নিমু খানসমা বাটী হইতে আসিয়া বলিল, 'সরকার মহাশয়! গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার পত্র-পত্রের খপরই বা কি?'

সরকার দুঃখিতভাবে কহিলেন, 'একটু পরে গোপনে বলিব।' নিমু ফিরিয়া গেল, পুনরপি থাকো আসিয়া বলিল সরকার মহাশয়ের কথা শুনে বাটীতে ভাবনা পড়েছে, তাই দিদী ঠাকুরুণের নাম করে গিন্নী বলিলেন, তিনি পত্র দেখিবেন—দাও।

সরকার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্রখানি থাকোর হস্তে প্রদান করিলেন। আবার নবাগত ভদ্র-ব্যক্তির অনুরোধে পত্র

ফিরাইয়া লইয়া, থাকোকে কহিলেন, 'গিন্নিকে বল আমিই বাটীতে পত্র লইয়া যাইতেছি।

প্রয়োজন পড়িলে, সরকার বাটীর অন্তঃপুরের নির্দ্দিষ্ট বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বীরেশ্বর বাবুর প্রবীণা পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন, তিনিই গৃহিণী। তদনুসারে বাটীর মধ্যে যাইবার কথা বলিয়া দিলেন।

এখন সরকার পরিচিত ভদ্রলোকের অনুরোধে পত্র পাঠ করিতে বাধ্য হইলেন। —পত্রপাঠ——

"মান্যবরেষু।

মহাশয়!

শুনিয়াছি, আপনার বাটীর অতি নিকটেই ৺ রাম দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী এবং তিনি আপনার পরমাত্মীয় ছিলেন। এক্ষণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত, সুতরাং তাঁহার বাটীর ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিলে, রীতি মত পত্র পহুঁছান সন্দেহ করিয়া, আপনার নিকটেই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনিই অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার পরিবার দিগের নিকট পত্রার্থ অবগত করাইবেন।

"মহাশয়! বোধ করি জ্ঞাত আছেন, যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামতা দেবদাসপুর নিবাসী—অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গত মিউটিনির সময় পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কাজ কর্ম্মের ভাগ্যে যাহা হউক, তিনি নানা স্থানে

নানা কষ্ট পাইয়াছিলেন, অনেক রোগ-যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি রুগ্নাবস্থায় একদিন আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, স্বদেশীয় বলিয়া আপন বাসাতেই রাখিয়া ছিলাম, এবং ক্রমে তাঁহার সহিত বন্ধুতাও জন্মিয়াছিল। তাঁহার উৎকট পীড়ার সময় আত্মীয়োচিত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতেও ত্রুটি করি নাই। কিন্তু নিয়তের পথ রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য?—বড় দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে, প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে, অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াই এতদিন এরূপ অশুভ সংবাদ প্রদান করিতে পারিনাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন ইতি

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ

ফাজোয়া ,,

সরকার যে ব্যক্তির নিকট পত্র পাঠ করিলেন, তিনি ডাক্তার পিটার্সনের বিল সরকার। বাটীর মধ্যে পত্র লইয়া যাইতে সরকারের বিলম্ব হওয়ায় পুনর্ব্বার জনৈক দাসী আসিয়া, পত্র লইয়াগেল। ত্বরিত পদে বাটীতে গিয়া বিমলার মাতার হস্তে পত্র প্রদান করিল। তিনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পত্র গ্রহণ করিয়াই পাঠ করাইবার নিমিত্ত বিমলার নিকট পাঠ গৃহাভিমুখে দ্রুতগমন করিলেন।

স্নানাদির পর বিমলা উৎকণ্ঠ-বিহ্বলা বিধুমুখীকে পাঠ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া, নানা কথা প্রসঙ্গে কত যত্নে অন্যমনস্ক করিয়া

রাঁধিতেছিলেন। এমন সময়ে বিমলার মাতা গৃহ-প্রবেশ করিয়া ব্যস্ততার সহিত বিবরণ বলিতে বলিতে পাঠের নিমিত্ত বিমলার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। বিধুমুখীও কথঞ্চিৎ কৌতুহলিনী হইয়া পত্রেরদিকে মনোনিবেশ করিলেন।

পাঠক মহাশয়! আর লেখনী চলেনা।—

সরলা বিধুমুখীর এই মর্ম্ম-ঘাতিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া কি অদ্ভুত পূর্ব্ব ভয়াবহ অবস্থা উপস্থিত হইবে, ভাবিয়া লেখকের হৃদয় দুলিতেছে; হস্ত কাঁপিতেছে, প্রত্যেক স্নায়ু-তন্তু চন্ চন্ নাচিতেছে; সুতরাং লেখনী চলেনা। পাঠক মহাশয়। আবার বলি, লেখকেরা বহুরূপী-ঐন্দ্রজালিক। তাহারা পাগলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া; গাত্রে ধূলামাখে, বস্ত্র ছিন্ন করে, অন্যের উপর উৎপীড়ন করে; স্বর্ণমুদ্রা ক্রীড়াস্থলে জলে ফেলাইয়া দেয়? তখনই পণ্ডিতও বিজ্ঞ সাজিয়া, বিবিধ সদ্ব্যবস্থা প্রদান করে, ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া সংসারকে পাপ-মুক্ত করে, জ্ঞান নীতি ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির উপদেশ দেয়, তাড়িত প্রবাহ, বাষ্পীয় তত্ত্ব, জ্যোতিঃ শাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়া মানবসমাজের প্রকৃত বিধাতা হইয়া উঠে। তাহারা কখনও সরল প্রকৃতি ধার্ম্মিকবরের আসন গ্রহণ করিয়া; অন্যকৃত অত্যাচারে সংসারে বিরক্ত হইয়া, বনবাসাশ্রয়ের উদ্যোগ করে; আবার তখনই দেখিবে ঘোর কুটিল মতির অভিনয় দেখাইতে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া, কূট মন্ত্রণা-জাল বিস্তার করত রামের সর্ব্বস্ব গোপালেরদ্বারা অপহরণ করাইয়া, অন্য চক্রান্তের কৌশলে সেই অপহৃত বস্তু কেমন সুযোগে আত্মসাৎ করিতেছে। তাহারা কোনস্থানে বঙ্গীয় কুল-স্ত্রীদিগের ন্যয় হাত নয় অঙ্গুলী সাটীখানি পরিধান করিয়া, ছেলে ধরার ভয়ে দ্বার-রুদ্ধ করিয়া গৃহ-মধ্যে ক্রোড়স্থ শিশুকে সপ্ত স্তবক-বস্ত্রে আবৃত করিয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছে;

আবার প্রয়োজন পড়িলে বীর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, সু-তীক্ষ্ণ তরবারি নাচাইয়া, শত্রু রক্তে শত শত অবগাহন করিয়া, নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে।—তাইবলি লেখকেরা বহুরূপী—ঐন্দ্রজালিক।—বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকও কিছু করুক না করুক, লেখক-পদবীটী ছাড়িবে কেন? সুতরাং প্রয়োজনানুসারে নিষ্ঠুর হইয়া বিধুমুখীর অন্তঃচ্ছেদকারী বিবরণ বর্ণনেও লেখনী সঞ্চালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।

পত্রের প্রথমেই বিধুমুখীর পিতৃ নাম রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ইহা পাঠ করিয়াই বিধুমুখীর হৃদয় সাগর তরঙ্গায়িত। কয়েক পংক্তি পরেই রাম দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা অমঙ্গলের কথা-পরক্ষণেই তাঁহার পীড়ার সম্বাদ পর্য্যন্ত দেখিবা মাত্রই, বিধুমুখীর হৃৎ-কম্প উপস্থিত হইল। তাঁহার নয়ন প্রান্তে অশ্রু আকর্ষণ হইতে লাগিল; পত্রপাঠে স্পষ্ট-দর্শনের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। নিশ্বাস ঘন বহিতে লাগিল, রক্তাধার তড় তড় নৃত্য করিতেছে; তিনি পরিধেয় বস্ত্রার্দ্ধ-ভাগে সম্পূর্ণরূপে গাত্রাবরণ করিলেন। শীতের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তথাপি চক্ষুর প্রতি-স্পন্দনে অশ্রু-মোচন করিতে করিতে কষ্টে স্পষ্টে আরও কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেন। কিন্তু পত্রের যে অংশে 'নিয়তির পথ রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য?' এই কথা লিখিত আছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেননা, কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করিলেন; উষ্ণ আবরণে ক্ষীণ-দেহ আচ্ছন্ন করিলেন ভগ্নস্বরে বিমলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

'সই! আর পড়িতে হইবেনা, যাহা পড়িয়াছ, তাতেই যথেষ্ঠ হইয়াছে।—দৈবজ্ঞ কখনও মিথ্যা কথা কয়না। আমার সর্ব্বনাশ হই—,

বিমলাও আর দুই পংক্তি পড়িয়া লিপি নিক্ষেপকরিয়া অনি-

বার্য্য বেগে অশ্রু-বর্ষণ করিলেন, বিধুমুখীকে সরাইয়া লইয়া আপন কোমল ক্রোড়ে সংস্থাপিত করিলেন; বিধুমুখীর কম্পমান-দেহ চাপিয়া ধরিলেন। বিধুমুখী অকস্মাৎ উন্মত্তার ন্যায় 'মা! —মা! মা!, শব্দে চীৎকার করিলেন, আর কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল। তাঁহার শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহিকা ধমনী সকল সঙ্কুচিত হইয়া, হস্ত পদাদির শিথিল-সঞ্চালন রোধ করিল। হস্তাঙ্গুলি সকল দৃঢ় মুষ্ঠি বান্ধিল—বিধুমুখীর সংজ্ঞা নাই।

বিমলার মাতা ইহা দেখিয়া আর থাকিতে পারিলনা। চীৎকার স্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। সংবাদ বাটীর মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। রোহিণী গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন গৃহ-মধ্যে কয়টী স্ত্রীলোক রোদন করিতেছে, তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে গোলমাল করিয়া উঠিল।-আর দেখিলেন বিমলার কোলে একমাত্র অবলম্বন প্রাণ পুতুলি বিধুমুখী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিতা রহিয়াছেন।—শুনিলেন অমলকৃষ্ণের অশুভ সংবাদের পত্র অসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া; ক্ষণ জন্য স্তম্ভাকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, 'কি হলোরে!, বলিয়া বাত্যোৎ-পাটিত তরুর ন্যায় পড়িয়াগেলেন।—থাকো প্রভৃতি পরিচারিকাগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল। বিমলা ও বিমলার মাতা বিধুমুখীর চৈতন্য সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বীরেশ্বর বাবুর বাটীর পার্শ্বে একখানি শকট থামিল। শকটের আরোহিণী বিবি কর্ণাক। তিনি গোলমাল শুনিয়া, জনৈক পরিচারিকাদ্বারা সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সে দিন পাঠ-গৃহে প্রবেশ না করিয়াই প্রতিগমন করিলেন।

ইন্দ্রালয় দর্শনে।

কিবা হেরিরে! একি সকলি সুন্দর!
সকলি নবীন মনোহর তর,
সকলি সুখের, সকলি প্রেমের,
সকলি অপূর্ব্ব মাধুরি!
সকলি আহ্লাদ সকলি আনন্দ!
সকলি প্রফুল্ল সকলি সুগন্ধ!
সকলি যথেষ্ঠ সকলি অসংখ্য
সকলি সচ্ছল-আমরি!
আহা মরিরে! একি নবীন জগতে
নব অভ্যুদয় দেখিতে, দেখিতে,
নবীন শীতল সরস পবন,
নবরবি শশী নবীন গগণ,
নবীন নক্ষত্র নবগ্রহ দল,
নবীন শ্যামল স্বচ্ছ ধরাতল!
নবীন উদ্ভিজ্জ নবীন শেখর
নবীন সরিৎ নবীন সাগর!
নবীন প্রান্তর নবীন কানন,
নবীন জগতে নব জীবগণ,
নবীন তরুর নবীন শাখায়-

নবীন পল্লব ; নববৃন্ত, তায়-
নবীন নবীন কুসুম বিকাশে,
নব পরিমল, নবীন বাতাসে
নবীন প্রদেশে বিতরিছে ধীরে !
নবীন বসন্ত বিকাশ, কিবা-রে-
নবীন নিকুঞ্জে নব পিক বধূ
কুহরে পঞ্চমে ছড়াইয়া মধু !
নবীন লতিকা নবীন বরণে,
নবীন অমিয় ফল আভরণে-
নবীন সুন্দর সেজেছে কেমন ?
আহা ! কি শোভারে কোথা এলে মন !
এযে সকলি নবীন সকলি অতুল
সকলি সকল সুন্দরের মূল !
সকলি সুখের সকলি প্রেমের
সকলি অপূর্ব্ব মাধুরি
সকলি আহ্লাদ সকলি আনন্দ
সকলি প্রফুল্ল সকলি সুগন্ধ !
সকলি যথেষ্ঠ সকলি অসংখ্য-
সকলি সচ্ছল নেহারি !
এথানাই রোগ সোক জন্ম মৃত্যু ভার !
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ অহংকার !
নাই আত্মগ্লানি নাই সত্রু ভয় !

নাই পক্ষ পাত (সরলতা ময়) !
নাই হিংসা দ্বেশ দম্ভ অভিমান !
নাই পর নিন্দা পর অপমান !
নাই শান্তি ভঙ্গ রাজভয় নাই !
(নাই দণ্ডভয় কর পীড়া নাই !)
নাই দরিদ্রতা নাই হাহাকার !
(নাহিক দাসত্ব প্রভুত্ব বিচার !)
নাই অধীনতা সকলে স্বাধীন,
সকলে সুন্দর সকলে প্রবীণ !
সকলে আপন হৃদয়ের রাজা,
(সকলের কিবা বক্ষস্থল তাজা !)
সকলেই যুবা সকলে রসিক !
সকলে ভাবুক প্রাজ্ঞ সমধিক !
সকলেই এক, এক প্রাণ মন,
এক কলেবর একই গঠন !
একতা বীরতা সাম্যতা সদ্জ্ঞানে
হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি প্রকাশে বদনে !
নয়নে ললাটে নিকলে প্রতিভা,
বর্ণ যেন তপ্ত কাঞ্চনের আভা !
অপূর্ব্ব সৌরভ প্রকাশিছে গাত্রে
সুধার আবেস প্রকাশিছে নেত্রে !
মধুপানে মত্ত প্রেমে ডগ মগ,

ভাবে থর থর থর, গো থর গো!
অগো কল্পনে! মোরে আনিলে কোথায়!
এরে বলে কোন নগরি?
এ আবার কোন আনন্দ বাজার?
এ আবার কোন মাধুরি?
এযে এক ছাঁচে ঢালা একই গঠন,
অসংখ্য অনন্ত প্রাসাদ ভবন!
কাঞ্চনের কড়ি রজতের ইট,
মুকুতার চুনে রতনে নিৰ্ম্মিত!
হিরকের দ্বার অলিন্দ ঝলকে
হিরার কলস ধক্ ধক্ ধকে!
অত্যুচ্চ বৃহৎ হর্ম্ম্য রাজী শিরে-
বিচিত্র বসনে মাণিক ঝালরে,
উড়ে সারি সারি বিচিত্র নিশান!
আবারিত, দ্বারে নাই দ্বারবান,
কোন স্থানে যেতে কারো বাধা নাই,
যাহারে নেহার অভিন্ন সবাই!
প্রতি কক্ষদেশ অপূর্ব্ব সজ্জিত,
অপূর্ব্ব রঙ্গেতে অপূর্ব্ব রঞ্জিত,
অপূর্ব্ব বদনে অপূর্ব্ব ভূষণে
অপূর্ব্ব রমণি রূপের কিরণে
কক্ষে কক্ষে খেলে স্থির সৌদামিনী

কক্ষে কক্ষে যত সুস্থির যৌবনী
নাচিছে হাসিছে গাইছে সুস্বরে!
বাজিছে মুরজা মৃদঙ্গ মন্দিরে,
বিনা বংশী স্বর তরঙ্গ লহরি,
মধুর মধুর উছলে আমারি!
আনন্দে বিভোর সুধা পানকরে
হয়ে মাতয়ারা গায় মধুস্বরে,
হয়ে মাতয়ারা গায় প্রেমগীত
কি শুনিরে! শুনে হইনু মোহিত!
আহা! কল্পনে একি স্বর্গেতে আনিলে?
সম্মুখে ওকিগো বিরজা বিরাজে?
সুবর্ণে বর্দ্ধিত সহস্র সোপান,
সুবর্ণের হংস চরে মাঝে মাঝে!
সুবর্ণের জল অতি অপরূপ
সুবর্ণের নৌকা রতনের দাঁড়!
দেব বিদ্যাধরি লইয়া হৃদয়ে
ভেসে যায় তরি কাতারে কাতার!
সুবর্ণ সোপানে অসংখ্য নাগরি
করিছে সুন্দর সুখাব গাহন,
আহা! কি নগর! কি আনন্দ ধাম-
নরে কি ভাবিতে পারে এ কেমন?
অন্যদিকে ওকি? বৈজয়ন্তপুরী?

কোটী জল ধনু কান্তিসোভমান!
কোটী চন্দ্রদ্যুতি একত্রে ভাতিছে,
হেরিয়া পূলকে শীহরে পবন!
পুরি দ্বারে দ্বারে পরির প্রহরী,
দেব দেবাঙ্গনা প্রকোষ্ঠ বিরাজে,
অসংখ্য পতাকা উড়ে সৌধ শিরে
তোরণে দুন্দভি জয়রবে বাজে!
ভিতরে বাজিছে আনন্দ আরতি
গাইছে অপ্সরে স্তুতি স্থললিত,
দেবতা বেষ্ঠিত দেবপুরন্দর
আনন্দে শুনিছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত!
স্থধার আবেসে ঢুল্ ২ আঁখি,
হৃদয়ে আনন্দ উছলে বাক্যেতে!
বিদ্যাধরিগণ যোগাইছে স্থধা,
করে স্থধাপান যত অমরেতে!
সন্মুখে অপূর্ব্ব নন্দন উদ্যান
মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে নূতন নূতন
ফুটে পারিজাত বিতরে স্থগন্ধ,
বিতরে অমিয় পিয়ে অলিগণ।
নানা বর্ণ ফুল নানা বর্ণ অলি
নানা জাতি মধু স্থগন্ধ স্থল,!
অপূর্ব্ব বিলাস অপূর্ব্ব স্থখেতে,

স্বচ্ছন্দ অমরা স্বচ্ছন্দ সকল !
এথা সন্ধ্যা গায়ত্রী বেদ সঙ্গীত সাহিত্য
জ্ঞান সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তি মতি সব,
মূর্ত্তি মতি প্রেম মূর্ত্তি মতিদয়া,
মূর্ত্তি মতি সাম্য বীরত্য গৌরব !
মূর্ত্তি মতি নগর বিবেক বৈরাগ্য
মূর্ত্তি মতি সুভ ভাগ গতি মুক্তি,
মূর্ত্তি মতি সৌর্য্য একতা বিশ্বাস
পূণ্য পরকাল কীর্ত্তি মায়া ভক্তি,
মূর্ত্তি মতি পূজা, তপস্যা সমাধি,
যাগ যজ্ঞ হোম বহ্নি বায়ু জল !
মূর্ত্তি মান মেঘ অশনি বিদ্যুৎ
নক্ষত্র চন্দ্রমা সূর্য্য গ্রহ দল !
হেন সভাস্থলে বলিব কল্পনে !
বলিব আমার দুঃখ সবিশেষ !
বলিব মর্ত্তের দুর্দ্দশা কাহিনী
বলিব নরক নিবাসের ক্লেশ !
দেখাইব চিড়ি দগ্ধ বক্ষস্থ।
তবকে তবকে জলে কি দহন,
দেখাইব খুলি মাথার উষ্ণীশ
সত্রু পদাঘাৎ জাগিছে কেমন !
দেখাব চরণে শৃঙ্খলের ক্ষত,

দেখাইব মর্ম্মে দাসত্যের ব্যথা !
দেখাইব কন্ধে ভীম কর ভার
বলিব প্রকাশি দারিদ্র বারতা !
বল গো কল্পনে ! কেবা দেবরাজ ?
বল কার কাছে গাই দুঃখগীত ?
দুর্দ্দশার স্রোতে ভাসে মর্ত্যলোক
শুনি পূরন্দর হবে কি দুঃখিত ?
কল্পনে গো ! তুমি পাপ পূণ্য জ্ঞান,
আলো অন্ধকার আকাশ জলধী
চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ স্বর্গ পৃথ্বি,
পাতাল নরক সুখ দুঃখ আদি
সকলের তুমি জীবন্ত আদর্শ,-
বালক যুবক প্রবীন প্রাচীন
অন্ধ খঞ্জাতুর বধির প্রভৃতি
সকলে সংসারে তোমার অধীন
তোমার সহায়ে ফুটিতেছে বাক্য
তোমার সহায়ে গাই দুঃখগীত,
তোমার সহায়ে পেরেছি জানিতে,
সংসারে আমরা বিধি বিড়ম্বিত !
তোমার সহায়ে আজ সুরলোকে
দেব সভাস্থলে খুলিব হৃদয় !
দেখি-দেখি-শুনি মর্ত্যের দুর্দ্দশা

দেবের করুণা হয় কি না হয় ?
দেবরাজ ! এই ত্রোয় ত্রীংশ কোটী
দেবতা বেষ্ঠিত ত্রিদিব সভায়
আমি মর্ত্ত্য বাসী সক্রু উৎপীড়িত,
দীন হীন ক্ষীণ জীবন্মৃত প্রায়
দাঁড়ায়েছি, দেব ! করনাক ঘৃণা !
করি প্রণিপাত সবার চরণে !
অমর উচিৎ জানিনা বন্দনা
অপরাধ কিছু ভাবিও না মনে !
দেবরাজ ! বড় দুর্দ্দশায় পড়ি
এসেছি ত্রিদিবে দেবতা সদনে,
এমন মনুষ্য নাই মর্ত্ত্য লোকে
আমার দুর্দ্দশা বুঝে কিম্বা শুনে !
চন্দ্র সূর্য্যবংশ হয়েছে নির্ব্বাণ
হয়েছে অবনি তিমিরে আবৃত,
আঁধারে উড়িছে খদ্যোতের পাঁতি,
পেচকে গাইছে কর্কশ সঙ্গীত !
ভানুর মন্দীরে হনুর প্রভুত্ব
অন্যায়ের রাজ্য, ন্যায় পদানত,
স্বার্থের সমুদ্রে ভাসে মর্ত্ত্যলোক
সত্যের গৌরব হইয়াছে হত !
নাই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীমার্জ্জুন

রাবণ দমন রাম ধনুর্ধর
নাই ব্যাস নাই বাল্মীকি ধীমান !
নাই সে হস্তিনা অযোধ্যানগর
নাই ধনুর্ব্বাণ নাই তলওয়ার
নাই ভল্ল নাই মল্ল বীরপনা,
নাই আস্ফালন নাই হুহুংকার
নাই ঘন ঘোর দুন্দুভি ঘোষণা !
দস্যুর পীড়ন হয়েছে-মর্ত্ত্যেতে
আত্ম রক্ষা করি হেন শক্তি নাই
পৃথিবী হয়েছে গভীর নিদ্রিত,
আশ্রয় কে দেয় ? কোথায় দাড়াই ?
নাই পিতা মাতা নাই বন্ধুজন,
নিরাশ্রয় শিশু আছে গোটাকত,
উদরান্ন বিনা ক্ষুধায় অস্থির
দস্যুর পীড়ন সব আর কত !
দেহে রক্ত নাই তবু রক্ত চাহে
না দিলে অস্থিতে করে বেত্রাঘাৎ
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে কে শুনে সে কথা ?
কোথায় দাড়াই রক্ষা কর নাথ !
কাঁদিলে দ্বিগুণ হয় ক্রোধান্বিত
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে প্রহারে দ্বিগুণ,-
রাখে কারাগারে বক্ষে দিয়া শিলা,

শুনেনা বিনতি কাতর বচন!
জঠর অনল নিভাবার তরে
ভিক্ষা করি আনি তারো অংশ চায়
দিবনা বলিতে হয়না সাহস
কবলিত গ্রাস বলে কেরে লয়।
হইনু আশ্রিত রক্ষা কর নাথ!
নহে মরুভূমী হল মর্ত্ত্যদেশ
হইল শ্মশান দহিল সকল
যাহা যাহা ছিল দহিল সকল!

পরাধীনের প্রণয়।

১

ধীরে ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
থমকি থমকি দণ্ডায় ওই।
প্রণয় বন্ধন কঠিন কেমন,
যাইতে চরণ উঠিছে কই?

২

যাইতে হবেনা, ফিরে এস নাথ!
দুখে সুখে দিন কাটিয়ে যাবে।
"উদরের দায়ে তোমা হেন ধনে
বিদেশে দাসত্বে বেচিতে হবে।"

৩

স্মরিয়া একথা ফে[illegible] বুক,
অহে নাথ! ফিরে [illegible] ঘরে,
যেমন অবস্থা তেম[illegible] থাকিব
রাজত্ব পাইব তোমা[illegible] হেরে।

৪

শত সম্রাটের ধন তুমি মোর!
তব অধরের মধুর হাসি,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বিনিময় হ'ক,,
বলিলেও আমি ভাল না বাসি!

৫

তোমার তুলনা আছে কি জগতে?
তুলনার ধন তুমি কি আমার!
আঁধারের আলো, নির্জ্জিবে জীবন,
সংসার বন্ধন, সংসারের সার।

৬

আকাশের চাঁদ-নক্ষত্রের পাঁতি
চন্দন সৌরভ-পুষ্পের মধু,
মলয় বসন্ত সুগন্ধ সমীর
কিশলয় দাম-। বধুহে! শুধু

৭

—এ সবার সঙ্গে তোমার তুলনা

হইবে না, চাঁদে কলঙ্ক আছে,
নির্ম্মাণ বন্ধুর-দগ্ধ শৈল ময়
চাঁদ কিসে লাগে তোমার কাছে?

৮

"পরের প্রত্যাশী পরাধীন চাঁদ
পরের কিরণে ফুটিয়া থাকে।
তুমিও বাঙ্গালি পরের প্রত্যাশী
-পরাধীন জীব, পরের সুখে—

৯

"ফুটে থাক, দেখ পরের নয়নে!
পরের কিরণে তোমার জ্যোতিঃ
এইসে কারণে তোমার সহিতে
চাঁদের তুলনা করিহে যদি!

১০

"তাহা করিবনা; বংশ ক্রমাগত
এরূপ দশাত ছিল না তোমার।
সে দিনও তোমার প্রখর রশ্মিতে
উজলিতেছিল সমগ্র সংসার!

১১

"সে দিনও তোমার সুখের বাতাস
যশের সৌরভ বহন করে,—
অরণ্য সুমেরু সিন্ধু অতিক্রমি

আসমুদ্র ক্ষিতি-প্রত্যেক ঘরে,—

১২

-বিতরিতেছিল ! সেই বাতাসেতে
ফুটেছিল কত অরণ্য ফুল।
সেই বাতাসেতে সিন্ধু উদ্বেলিয়া
কেঁপেছিল ক্ষিতি সুমেরু মূল !,,

১৩

নক্ষত্রের পাঁতি দিবসে লুকায়,
অরণ্য উদ্ভিদ চন্দন হয় ;
যে কুসুমে কীট করে নিবসতি-
তার মধু কভু পবিত্র নয় !—

১৪

মলয় সমীর সমান বহেনা,
বসন্তের শোভা রহেনা চির,
কিশলয়-কালে শুখাইয়া খসে ;
-তুমি যে আমার অটল স্থির !

১৫

নিশ্চয় করিয়া তুমি যে আমার !
আমি তব দাসী সেবিয়া তোমা
—কত জন্মগেল, কত জন্ম যাবে,
কত অপরাধ করেছ ক্ষমা !

১৬

অমূল্য সম্পত্তি তোমার প্রণয়
জীবনে জীবিত মরণে সাথি।
অপার্থিব ধন তোমার আদর
তোমারি চরণে আমার গতি!

১৭

সংসার অরণ্য ভয়াল দুর্গম!—
তাহে জন্ম অন্ধ-অবলা জাতি,
দুর্গমের পথে সম দুঃখি হয়ে
এক মাত্র নাথ! তুমিই সাথি।

১৮

কিসে সুখে রব, কিসে সুখি হব,
এই মাত্র চিন্তা হৃদয়ে লয়ে—
ফির দিবা নিসি, আমি অভাগিনী
তোমার এ দুঃখ দেখিছে চেয়ে।

ক্রমশঃ

বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গাঙ্গনা।

ইহা ব্যতীত আরও প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে। কিন্তু চিন্তা-শীল পাঠক! আপনি হয়ত বলিবেন ‘এই চারিটীই মুখ্য!,

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা এতৎ প্রত্যেক সম্বন্ধে দুই একটী কথার আলোচনা করিব।

বিজ্ঞ বাঙ্গালি! তুমি কি জান, সংসারের জনক জননীর হৃদয়ে পুত্র কন্যা সম্বন্ধে এত বিভিন্ন ভাবের অবতারণা কে করিয়াছিল? এই কুৎসিৎ ভাব কবে কি উদ্দেশ্যে মনুষ্য সমাজে লব্ধ প্রবিষ্ঠ হইয়াছিল? বাল্মীকি মনু আদি আর্য্য ঋষিদের উপর দোষ ক্ষেপণ করিওনা। এ-দোষ তাঁহাদের নয়, এ দোষ তোমাদের। তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা শাস্ত্রাদির অর্থ অতি চমৎকার, সে সকল অতি গূঢ় ভাবের আধার। তুমি অজ্ঞান, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কি করিতে গিয়া কি করিয়া ফেলিয়াছ। হিন্দুদের প্রথম অভ্যুদয় হইতে আজ পর্য্যন্ত ঘটনা গুলি * আলোচনা কর দেখিতে পাইবে, কি ছিলে কি হইয়াছ; কি ছিলাম, কি হয়েছি। বেশী দিন নয় তুমি যত দিন অধঃপতনের সোপান আশ্রয় করিয়াছ সেই দিন হইতে তুমি বড, আমি ছোট!

আচ্ছা ভ্রাতঃ! বল দেখি -পুত্রের জম্মে, পুত্রের গর্ভাবস্থানে আর কন্যার জম্মে, কন্যার গর্ভাবস্থানে কিছু বিশেষ আছে কি? পুত্রকে গর্ভেধারণ করিয়া জননী যে কষ্ট, যে দুঃখ, যে কোন কিছু ভোগ করেন, কন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়া সেই কষ্ট, সেই দুঃখ, সেই সকলিত ভোগ করেন। প্রসবকালে প্রসূতির পুত্র প্রসব করা যেমন কষ্ট-কর ব্যাপার, কন্যা প্রসব করাও তদ্রূপ। তবে প্রিয়বর! তবে কেন সংসারে তুমি বড, আমি ছোট? এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জীব শব্দ—ময় বিপুল সংসার, তোমার পক্ষে যেমন আমার পক্ষেও তেমনি। সংসারে আসিয়া তুমি যে নিয়মের

* আর্য্যাদের ইতিহাস নানা বিপ্লবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তবে তাঁহাদের প্রণীত পুরাণাদি অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে—জানকী, রুক্মিণী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সাবিত্রী এবং দময়ন্তী প্রভৃতি স্ত্রী রত্ন দিগকে দেখাইতে পারি। উল্লিখিত রমণীরা যে বিদ্যাবতী ছিলেন, তাহা অনেক পাঠকই অবগত আছেন প্রমাণ অনাবশ্যক।

চক্রে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ. আমিও সেই নিয়ম চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; ঘুরিয়া২ শেষে একস্থানে একত্রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছি। তুমি যাবে কোথায় ? আমিইবা যাব কোথায় ? সংসারে তুমি পুরুষ আমি স্ত্রী তুমি দেখিতে পাও আর নাই পাও, প্রকৃতি অনিবার্য্য ভবিতব্য প্রভাবে, সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিদণ্ডে, প্রত্যেক ঘটনায় তুমি আমার সাহায্য কারি আমি তোমার সাহায্য কারিণী। তুমি নহিলে আমার সংসার অরণ্য, আমি নহিলে তোমার সংসার শূন্য ! সংসারে তোমায় আশ্রয় করিয়া আমি স্ত্রী, আমায় আশ্রয় করিয়া তুমি পুরুষ ! এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের একত্র ভাবি সংসার। উভয়ের মধ্যে একের অভাবে নিয়মের চক্র ঘুরিবে না, সমস্ত বিকল হইয়া ক্ষণমধ্যে সংসারের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে। সৃষ্টি কর্ত্তা তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি স্ত্রী, আমাকেও অবিকল সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে প্রিয় বর ! তবে তুমি কেন আমাপেক্ষা বড় বলিয়া অনর্থক বিতণ্ডা কর ? তবে তুমি কেন আমাপেক্ষা বড় ? আমিই বা কিসে তোমাপেক্ষা ছোট ? কি জন্য আমি তোমার সমকক্ষ হইতে পারিব না ? কি জন্যইবা সংসারে আসিয়া আমি অন্ধেরন্যায়, পঙ্গুরন্যায়, বধিরের ন্যায় তোমার মুখ চাহিয়া, বসিয়া থাকিব ? কি জন্যইবা আমি,—পরমারাধ্য, ভাবনার সার, চিন্তার আনন্দ; বিপদের বন্ধু, হৃদয়ের উপাস্য, জীবের স্ফূর্ত্তি, অন্ধকারের আলোক এবং সংসার নিবাসের উপলক্ষ, সকলের সকল ময় জ্ঞানলাভে—অনধিকারিণী ? কি জন্যইবা আমি এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ' আমিকি, কি করিতে ধরাধামে আসিলাম, কি করিয়া যাইতেছি, কিসে কি হইতেছে, কিসে কি হইয়া গেল ,, তাহা না জানিয়া পশুর মত মরিব ? কি জন্যইবা

আমি সামান্ত হৃদয়া, সামান্য প্রাণা, অবলা নাম পরিগ্রহ করিয়া সংসার রঙ্গক্ষেত্রে জীবলীলা চুপে চুপে সম্পন্ন করিয়া অসার দেহ যবনিকা নিপাতিত করিব? বিধাতা! রে সংসারের বিধাতা! রে নিয়তি-প্রকৃতি!—তোমারা কি জন্য এই ভীষণ শ্বাপদ সঙ্কুল নিবীড় অরণ্য শাখায় কোমল কুসুম-বৃন্তের সৃজন করিলে? বৃন্ত যদি সৃজন করিলে—তবে বৃন্তই রহিল না কেন?—কেন কলিকা ধরিল? কলিকা ধরিল, কলিকা ফুটিল—বন ফুল বনে ফুটিল, বনে শুখাইল; বন বাতাসে খসিয়া কোথায় গেল, কেহ দেখিল না! ছি! ছি! ছিরে নিয়তি! ছি! সংসারের বিধাতা! ছি সংসারের পুরুষ! স্বার্থ পরতার মোহে তুমি ন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়াছ অথবা তুমি কি কিছু বুঝনা? আমি সামান্য তুমি মহৎ—একথা তুমি কাহার নিকট শুনিলে? আবার বলি,—ব্রহ্মা বাল্মীকি মুন্যাদির নাম করিও না। যাঁহাদের জ্ঞানে জলধি;—কীর্ত্তিতে হিমাদ্রি, সত্যে বজ্র এবং ঔরষে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ দিতেছে, এই সামান্য উপলক্ষে, এই সামান্য কথায় তাঁহাদের নাম করিলে তোমাকে উন্মাদ বলিব। দেখ দেখি যুগান্ত পূর্ব্বে যে প্রদীপ, একবার জ্বলিয়াছে আজও তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই! আজও সেই প্রদীপ, সেই সম-শিখায়; সেই সম তেজে এই দিগন্ত ব্যাপি নিবিড় অন্ধকারে আলোক সঞ্চার করিতেছে। সেই দীপ শাখার নিকট তুমি আজ পতঙ্গ। পতঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত বহ্নিকে উপেক্ষা করিও না। তোমার নবীন শৈশব কোমল পক্ষ পুড়িয়া যাইবে। তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ভষ্ম হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। কথা শুন পুত্র কন্যা উভয়কে সমান চক্ষে নিরীক্ষণ কর, ইহাই প্রকৃতির অনুমোদনীয়। প্রকৃতিকে অবহেলা করিওনা, কথা শুন।

সংসারের সমাজ প্রকৃতির আদর্শ লইয়া গঠিত। প্রকৃতির উদাহরণেই মানবীয় আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্ত প্রণীত

হইয়াছে। যে বুদ্ধি শক্তি চিন্তার গভীরতম প্রদেশ যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া সংসারের সমাজ প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছে, যে ধীশক্তি এককালে মনুষ্য জগতের নব অভ্যুদয় সম্পন্ন করিয়া জ্ঞানের অচিন্তনীয় সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে, সে শক্তি কখনও প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই। কারণ সেই শক্তিই স্বয়ং প্রকৃতি ? তবে প্রিয়বর ! তুমি কেন প্রকৃতির অবমাননা করিয়া তাহার কোপে পড়িতেছ ? বর্ত্তমান ভারত বর্ষের যে কোন দুরাবস্থা, যে কোন সর্ব্বনাশ, তাহা যে কেবল প্রকৃতি অবমাননার ভয়ানক ফল, কোন্ চিন্তা-শীল ব্যক্তি একথার অনুমোদন না করিবে ? প্রকৃতির কোপে পড়িয়া স্বর্গতুল্য সুবর্ণময়ী ভারত আজ চৌরাশি নরকের কুণ্ড। প্রকৃতি অবমাননার ফলে আজ তুমি আমি সকলেই এই নরকের ক্রিমি ! কত ক্রিমি জন্মিতেছে, মরিতেছে, কত জন্মিবে মরিবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না ! আমরা ভারত বাসি-আমরা আজ নরকের ক্রিমি। আমরা নরকে ডুবিতেছি, তবু নরকের নিয়ত্য অনুভব করিতে পারিতেছিনা ! আমরা প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করিয়া এমনি অধঃপাতে গিয়াছি, যে ইহা হইতে কখনও যে উঠিব তাহারও সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে আমরা যত প্রকার প্রকৃতির অবমাননা করিয়া নরক নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছি, তন্মধ্য "বৈবাহিক প্রকৃতি একটী প্রধান, বিবাহ কাহাকে বলে ? বর্ত্তমান সমাজে ইহার অর্থ পুত্তলী ক্রিড়া ! এই পুত্তল ক্রিড়া আমাদের অধঃপাতের পূর্ব্বে এতদ্দেশে ছিল কি ছিলনা, তাহা বলিবার সময় নাই ! উহার ফলে আমাদের কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহাও বলিবার সময় নাই ! আমাদের নিজের কথা বলিব।

কোন ভাবুক প্রবর বলিয়াছেন " হৃদয় বিকাশের নাম প্রেম, প্রেমের নাম প্রাণ ! „ প্রেম যাহাতে নাই—তাহাতে কিছুই নাই

তাহা বজ্রানল দগ্ধ-কাষ্ঠের ন্যায় নীরস নিৰ্জ্জীব ও কঠিন! প্রেম সংসারের বন্ধন, জগতের সৌন্দর্য্য!—আত্মার আধার; জগতস্থ জীব মাত্রেই প্রেমের পূজা করিয়া প্রেমের স্তুতি জ্ঞান গান করিয়া—ইহ সংসারের অস্তিত্ব বোধ করিয়া আসিতেছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, প্রেমই সর্ব্বস্ব! প্রেম ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই। এই প্রেম কিরূপে, কোথা হইতে আইসে তাহা বুঝা যায়না, অথচ ইহা এক অপূর্ব্ব! কুসুমে মধু যেমন আপনা আপনি জন্মে, জীবের হৃদয়ে তেমনি প্রেম আপনা আপনি জন্মে। নারিকেলে শীতল জল সঞ্চারবৎ জীবের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার। ইহা বলিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই; ইহা এক অভিনব, প্রফুল্ল, পবিত্র, স্বর্গী হৃদয় ভাব। অথচ সংসার বিষবৃক্ষে এই একটী মাত্র অমৃত ফল। ইহার সহস্রবার আঘ্রাণ করিলাম, সহস্রবার আস্বাদন করিলাম, তবু এযে কেমন তাহা বুঝিতে পারিলামনা। কি আঘ্রাণ করিলাম—কি আস্বাদন করিলাম—তাহা পরক্ষণেই ভাবনার অতীত হইয়া যায় সুতরাং এযে কি তাহা বুঝিতেই পারিনা। অথচ ইহা সকল হৃদয়েই এক।——

পাঠক। অন্তরে অন্তঃশীলা নদী স্রোত স্বভাবের সুগন্ধ বায়ুতে ধীরে ধীরে বহিয়া কোথায় যায়, যাউক তোমার গতি রোধ করার প্রয়োজন কি? সে স্রোত সেই মুখেই বহিবে, মধ্যে থাকিয়া তুমি কেন অন্যমুখীন করিয়া প্রকৃতির কোপে পড়? নদীতে বরিষা হইলে নদী আপনি পরিসর হইবে, স্রোতে আপনি বহিয়া সাগরের অনুসন্ধানে প্রবাহিত হইবে।—কুসুমে মধু-সঞ্চার হইলে স্বভাবের অভ্যর্থনায় অলি আপনি আসিয়া জুটিবে ফুল আপনি ফুটিবে, তুমি কেন প্রকৃতির অবমাননা করিয়া ভ্রমরের পক্ষ ছেদন কর?—কুসুমের দল ছিন্ন কর?—কেন

না ফুটিতে কলি না জুটিতে অলি

না জন্মিতে মধু তায়।
কোথা হতে কীট পসিয়া মরমে
অকালে কাটিবে তায়।'

অপক্ক তক রূপে অকাল পরিণয় ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া কত দিকে কতবে ভীষণ ফল উৎপন্ন করিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। বঙ্গীয় জনক জননী অনেকদিন হইতে পুত্তল ক্রিয়া অবলোকন করিয়া আসিতেছেন, আর তাহার সময় নাই। এই বেলা সতর্ক হইতে হইয়াছে। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা বঙ্গের যে অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছি, আজ তাহা হ্রাস হইয়া হইয়া ষোড়শাংশের একাংশ মাত্রে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহা দেখিয়া ভাবি পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে যে কি হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই বঙ্গের অবস্থা যতদুর মন্দ হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। ইহার উপরে যাহা হইবে তাহাতে আর এদেশের অস্তিত্ব আশা করা কোন রূপেই সঙ্গত নয়

এদিকে এইরূপে আবার স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে ইহা একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। কত কষ্টে কত যত্নে বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার কথঞ্চিৎ পচলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বাল্য বিবাহের প্রভাবে তাহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করা যায় না। বঙ্গ বালিকা পঞ্চম বৎসরে স্তন পান পরিত্যাগ করিয়া ষষ্ঠ বৎসরে বর্ণ পরিচয় আরম্ভ করিল। সপ্তম বৎসরে অবগুণ্ঠনবতী কুল বধু হইয়া অন্তপুরে অবরুদ্ধ হইল। দশ কি দ্বাদশ বৎসরে সন্তানের মা হইয়া পালনত্রীর কার্য্যে ব্রতী হইল। আর কাহাকে দোষ দিবে?

বর্ত্তমানে যে নিয়ম অবলম্বিত হইয়া ঁশিক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। উহা দ্বারা যে পরিমাণ শিক্ষা হইতেছে, তাহা

নিতান্ত অসম্পূর্ণ, অসার এবং অনিষ্ট জনক।—

অল্প শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষিতা ভাল। অনেক স্থলে অল্প শিক্ষার বিষময় ফল ফলিতে দেখিয়া অন্তঃকরণের সহিত উহার প্রতি বড় একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আমার ঠাকুর দাদা মহাশয় যে বলিয়াছেন " স্ত্রী শিক্ষায় স্ত্রী চরিত্র কলুষিত হয়, সমাজে পাপ আশ্রয় করে, ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়, " তিনি যে ভাবেই বলুন একথা একেবারে ফেলিবার নয়, ভাবিতে হইলে হহার কিয়দংশ সত্য এবং আমাদের পক্ষে নিতান্ত নিরাশার কথা। ষষ্ঠশত বর্ষাধিক বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা আমার অনেক দেখিয়া অনেক শুনিয়া আমাদের পক্ষে প্রবীণ। তাঁহার কথার কোন অর্থ নাই এ কথা কে বলিবে? তিনি হয়ত এই উন বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আরম্ভরে স্ত্রী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় রূপে ভাবিয়া ওরূপ কথা বলিয়াছেন। সমাজ সংস্কারক তুমি কি বল? অল্প শিক্ষা হইতে অশিক্ষা ভাল কি না? আমাদের সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে, সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর অসভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া কোনরূপ আশা ভরসা হয় না। আজ কাল বঙ্গ সমাজে যাঁহারা প্রধান, যাঁহাদের কথায় আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা, বলিতে হইলে তাঁহাদের হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। স্বার্থ পরতার প্রভাবে তাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্যায্যের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। ধিক্। পৌরুষে; ধিক্! শিক্ষায় ধিক্ বাঙ্গালী তোমাকে ধিক্। তুমি অধঃপাতে যাইতেছ নিজেই যাও। কন্যা প্রভৃতিকে আর সঙ্গেলও কেন? আর স্ত্রী কন্যা তোমরা দুই এক পৃষ্ঠা বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখিয়া কি বুঝিয়াছ? ছি। যাহা সিখিয়াছ তাহা ভুলিবার চেষ্টাকর। আর তোমার শিক্ষায় কাজনাই। যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিনের পর এই

ছি ! কুলবতীর চির প্রসিদ্ধ লজ্জা, শঙ্কা, সরলতা, কোমলতা নম্রতা প্রভৃতি সতীত্বভাব বিসর্জ্জন দিয়া চির প্রসিদ্ধ গৌরবের শিরে পাদাঘাত করিলে? আমরা লেখা-পড়া শিখিয়া অন্তঃপুর বাসিনী হইয়া যেমন আছি, তেমনি থাকিব। স্বামী আমাদের সংসারের সারবস্তু স্বামীর মুখ দেখিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিব—স্বামীর গৃহে দাসীত্ব করিব—স্বামিকে প্রাণ পণে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা পাইব। সংসারে জ্ঞান বড় দুর্লভ সামগ্রী তাহা অনেক দেখিয়া, অনেক শুনিয়া অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সেই জ্ঞানের আরাধনার নিমিত্ত লেখা-পড়া শিখিয়া লেখাপড়া শিখিলেই যে-ফেটিঙ্গে চড়িয়া গিয়া টাউন হলে বক্তৃতা দিতে হইবে-লেখা পড়া শিখিলেই যে গবর্ণমেণ্ট হলে গিয়া পলিটিকেল সব্জেক্ট লইয়া বাদানুবাদ করিতে হইবে,-লেখা পড়া শিক্ষা করিলেই যে খৃষ্টানদের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে, গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই। অন্তঃপুরে থাকিয়া পর দুঃখে যত কান্দিতে পার হানি নাই;-অন্তঃপুরে থাকিয়া প্রণয়ের গান যত গাইতে পার, তাহাতে হানি নাই; অন্তঃপুরে সোনার চাঁদ স্বামীর মুখ চাহিয়া, স্বদেশের মুখ চাহিয়া, অন্যের দুঃখ ভাবিয়া যত কিছু বলিতে পার, তাহাতে হানি নাই। কিন্তু অন্তঃপুর হইতে একা বাঁচিয়া যাইওনা। আমাদের অবরোধ বাস সুখের বলিয়াই—উপকারের বলিয়াই প্রাচীন আর্য্যেরা ইহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অতএব অবরোধে থাকিয়া প্রাণে প্রাণ, অন্তরের অন্তর, সংসারের সর্ব্বস্ব—জীবনের বন্ধু—স্বামীর পূজা কর ইহাতে সকলই আছে। জ্ঞানবল, মোক্ষবল, স্বর্গবল, সকলি স্বামীর পাদপদ্মে। যদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান-লাভ করিতে চাহ, তবে যখন বুঝিবে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ লাভ করিতে পারিবে, তখন পড়িতে বসিও; নচেৎ অল্প শিক্ষায়

সকল দিক্ হারাইবে। অল্প শিক্ষার দোষে তুমি আজ কতদিকে বিপদগ্রস্ত। অতএব অল্প শিক্ষা হইতে অশিক্ষাই ভাল।

হায়! তবে কি বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না? পারিবে—যখন দেখিবে বাল্য বিবাহের প্রভাব কমিয়াছে, তখন দেখিবে দেশের লোক জ্ঞানের জন্য অধ্যয়নের প্রয়োজন বোধ করিতেছে। যখন দেখিবে সংসারে পুত্র কন্যা প্রতি ভিন্নভাব কতক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, যখন দেখিবে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর আর অভাব নাই তখন স্ত্রী-শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এখন এ অবস্থায় যত কর, কিছুই হইবেনা!

বর্ত্তমান বাঙ্গালি সমাজ।

আজ্ কাল আমাদের সমাজের বড় ভয়ানক অবস্থা। এক রাজার রাজ্য নষ্টের পর নূতন রাজার রাজ্য স্থাপনের প্রারম্ভে দেশের যেমন অবস্থা, সুকুমার বাল্যকালের পর যৌবন সমাগম প্রারম্ভে মনুষ্য হৃদয়ের যেমন অবস্থা, অদ্য আমাদের সমাজের অবস্থা অবিকল তদ্রূপ। সমাজ এখন নানা বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ সমাজে শাসন নাই, লোকের সমাজে ভয় নাই, সমাজের বাঁধন যদিও আজি সম্পূর্ণ ভাবে ছিঁড়ে নাই, তথাপি তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। এই সময় যিনি যেমন কর্ম্ম করিবেন তাহাতেই ভবিষ্যৎ সমাজে গঠিত হইবে। আমরা এই গুরু ভার গ্রস্ত, বর্ত্তমান সমাজের কয়টি লোক এমন ভাবিয়া থাকেন যাঁহারা এরূপ ভাবেন তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু সেই সংখ্যা অল্প হইলেও তাঁহাদিগেরি উপর দেশের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। পুরাতন আর্য্য সমাজ কাল সহকারে নানা দোষে দুষিত হইয়া অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে কার্য্যকে এক কালে আর্য্যেরা প্রশংসনীয় বলিয়া পূজা করিতেন, মানুষ করিতে

তেন, অদ্য সেই কার্য্যই আবার সেই আর্য্যসন্তানদিগের নিকট দোষাবহ, অপ্রশংসনীয় এবং ঘৃণার্হ; অথবা যে সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বতন আর্য্যেরা দোষজ্ঞানিয়া ঘৃণা করিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই আবার কালসহকারে ম্লেচ্ছ সংযোগে আর্য্যসমাজে পুনঃ প্রবেশ লাভ করিয়া, আর্য্যসমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। কোথায় সময়ের সহিত, মনুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত আর্য্যসমাজের উন্নতি হইবে, না আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ অবনতি পাইতেছে। এখন আমরা কিরূপ অবস্থায় পতিত তাহা বর্ত্তমান সমাজের গুটি কতক কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে। আমরা এখন অব্যবস্থিত চিত্ত, বিবেচনা শূন্য, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রহিত সমাজের দাস ইউরোপীয় সভ্যতায় চালিত। কাল ক্রমে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহার প্রায় সমস্তই হারাইয়াছি এবং যাহা কিছু আমাদের আছে, তাহাও বুঝি না-অজ্ঞানের মত, অন্ধের মত পালন করিয়া আসিতেছি। এমন সময় যদি কেহ আমাদিকে বলেন, যে তোমাদের সমাজের অমুক ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত, সভ্যতা বিরুদ্ধ এবং অধুনাতন ইউরোপীয় সমাজের অননুমোদনীয়, তাহা হইলে আমরা অমনি তৎক্ষণাৎ, সেই ব্যবহার ত্যাগ করি, একবার ভাবি না যে আমাদের ব্যবহারে কি দোষ, ইহা কোথা হইতে আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিল এবং কি উদ্দেশ্যেই বা ইহ সমাজে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। এ সকল ভাব একবার মনে আসে না, মন শুদ্ধ বলে যে ইউরোপীয় সভ্যতার এই মত, অতএব ইহা অবশ্যই দোষ শূন্য এবং অনুকরণীয়, আমাদের ব্যবহার দোষপূর্ণ এবং পরিত্যাজ্য।

কালের গতিকে বিদ্যার উন্নতির সহিত, জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টার সহিত ইউরোপীয় সভ্যসমাজ বিজ্ঞানে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যেই হয়তঃ এমন আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে

যে, যে কার্য্য তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বে ইউরোপীয় সভ্যসমাজের অননুমোদনীয় বলিয়া অধুনাতন বঙ্গসমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাই আবার ইউরোপীয় সমাজের অনুমোদনীয় এবং ব্যবহারোপযোগী। বিজ্ঞানে এই নূতন আবিষ্ক্রিয়া হওয়াতেই সেই কার্য্য, আর্য্যসমাজে বহুকাল প্রচলিত এবং সম্প্রতি ত্যক্ত কার্য্য, ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত হইল। এখন বঙ্গসমাজ ঘোর বিপদগ্রস্ত, কি করিবেন ভাবিয়া একেবারে ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, কিন্তু সে ভাবনা ক্ষণিক শুদ্ধ লোকলজ্জা বশতঃ যেহেতু কল্য আর্য্যদিগের বহু প্রচলিত যে ব্যবহারকে দূষণীয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য আবার কেমন করিয়া সেই ব্যবহারকেই সভ্য-সমাজে গ্রাহ্য এবং আদরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই ভাব, আত্মশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিবে বলিয়া ভয় ও লজ্জা; নতুবা তাঁহার মনে এমন ভাব উদয় হয় নাই যে যেমন আর্য্যদিগের চিরপ্রচলিত একটী ব্যবহার অদ্য বিজ্ঞান বলে সভ্যতমসমাজে লব্ধ প্রবেশ করিল তেমনি হয়তঃ কাল ক্রমে আর্য্যদিগের অধিকাংশ আচার ব্যবহারই ইউরোপীয় সভ্য শ্রেণীর মধ্যে লব্ধ প্রবেশ হইবে। এরূপ ভাব যে অধুনাতন বঙ্গসমাজে এক ব্যক্তিরও নাই এমন আমরা বলি না, বরং আমাদিগের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান কালে সভ্যতম ইউরোপীয় সমাজকে পুরাতন আর্য্যদিগের বহুবিধ আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে দেখিয়া, অধুনাতন বঙ্গসমাজের কাহারও কাহারও মনে এই ভাব উদয় হইতেছে যে আর্য্যদিগের আচার ব্যবহারেও সামাজিক নিয়ম সকলে গূঢ় অর্থ আছে, তাঁহা-দিগের সমস্ত আচার ব্যবহারই আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ এবং সর্ব্ব-তোভাবে রক্ষণীয়, কিন্তু অধিকাংশের মত বিভিন্ন, ভাবনা বিভিন্ন। তাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতায় অন্ধ এবং হিতাহিত বিবেচনা শূন্য। তাঁহারা যৎসামান্য ইউরোপীয় ভাব শিক্ষা করিয়া, দেশীয় আচার

ব্যবহারে বিতৃষ্ণ হইয়া [illegible] এবং মনুষ্যের প্রধানগুণ - [illegible] বা
দোষ যাহাই বলুন—অ[illegible]পরতার বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়
আচার ব্যবহার গ্রহণ ক[illegible]ক-দেশীয় সমস্তই তাঁহাদিগের
নিকট ঘৃণার্হ এবং ত্যজ্য। [illegible] বঙ্গসমাজে যে এরূপ লোকের
সংখ্যা অতি অল্প তাহা [illegible]—অধিকাংশ লোকেরই মনের এই
ভাব। সমাজ বহুকাল [illegible] দিয়াছে এবং এক্ষণে বন্ধন
শিথিল দেখিয়া অধিকাংশ [illegible] গা ঢালিয়া দিয়াছে। সমা-
জের এভাবের প্রতিরোধ [illegible] ক্ষমতার কার্য্য নহে—এবং
[illegible]জ কাল তাদৃশ ক্ষমতা [illegible] দেখি না,—এমন লোক যে
হঠাৎ মিলিবে তাহারও আশা [illegible] কিন্তু তাই বলিয়া কি চুপ
করিয়া বসিয়া থাকা বিজ্ঞের কার্য্য? [illegible] সমাজে যে কয়-
জন আর্য্যসমাজ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইতিহাস
খুলিয়াছেন শৃঙ্খলা ও [illegible]কার্য্য বুঝিয়াছেন তাঁহাদিগের কি এই
আর্য্যনাম বিলোপিভাবের যথাসাধ্য প্রতিরোধ করা উচিত নয়?
আর্য্যসমাজ আজিকার কালিকার নহে—বহুকাল গঠিত হই-
য়াছে, বহুকাল চলিয়া আসিতেছে এবং বহুকাল চলিবে
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। [illegible]হা বিচক্ষণ সুদক্ষ কারি-
করগণ কর্ত্তৃক গঠিত এবং ইহার অভ্যন্তর অভেদ্য, যদিচ
মধ্যে মধ্যে ইহাতে নানা দোষ লগ্ন হইয়াছে কিন্তু তাহা ইহার
মধ্যদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই; সময়ে যেমন আসি-
য়াছে, সময়ে তেমনি যাইবে। আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস. হই-
লেও গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমাজের পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভয়
হব, ভাবনা হয়, [illegible] চকিত হয়। পরিবর্ত্তনের কথা
কি বলিব, একবার এক অশীতি বর্ষ বয়স্ক বর্ষীয়ানের সহিত তদীয়
সুশিক্ষিত পুত্রের আচার ব্যবহার তুলনা করুন, যাহা দেখিবেন
তাহাতে অবাক্ হইবেন এবং [illegible] জ্ঞান না থাকিলে উভয়ের

আচার ব্যবহার দৃষ্টে আপনার [illegible] ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন সমাজের লোক বলিয়া জ্ঞা[illegible]। পূর্ব্ব অবশ্য পিতার অনেক দোষ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা আরও বলি যে দোষ ত্যাগ করিতে গিয়া, শুদ্ধ দোষ ত্যাগ হয় নাই, গুণ ত্যাগও হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অনেক দোষ গ্রহণও হইয়াছে। তাই বলি, চিরকাল লোকে যাহা বলিয়া আসিতেছে, একবার কেন বলিয়া আসিতেছে, তাই বলি যে একটু ভাবিয়া কাজ করা উচিত। আর্য্য সন্তান হইয়া, আপনার মান রক্ষার নিমিত্ত, পরম্পরায় আর্য্য সমাজের মান রক্ষার নিমিত্ত বিবেচনা পূর্ব্বক বাছিয়া বাছিয়া, আর্য্য সমাজে যে সকল কণ্টক আসিয়া পড়িয়াছে তাহা তুলিয়া ফেল, কিন্তু আর্য্য সমাজের বন্ধন খুলিও না, তাহার গুণ সমস্ত তুলিয়া লইয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য জড়বৎ করিওনা। কোন ব্যবহার ত্যাগ করিবার সময় বা কোন নূতন ব্যবহার গ্রহণের সময়, তাহার গুণাগুণ ভাবিয়া দেখিবে, যদি প্রচলিত ব্যবহারে বাস্তবিক দোষ দেখিতে পাও তবে তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ কর, সন্দেহ করিওনা, লোক সমাজে ভয় করিও না, কিন্তু যে ব্যবহারে যতদিন দোষ না দেখিবে, তাহা কখন ত্যাগ করিবে না, ভাবিবে যে ইহাতে অবশ্য কোন না কোন গূঢ় অর্থ আছে, নতুবা ইহা কেমন করিয়া, কিসের নিমিত্ত আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে! আর যে ব্যবহার গ্রহণ করিবে তাহার বিষয়ও ভাবিবে এবং যখন দেখিবে যে সেই ব্যবহার সমাজের মঙ্গলপ্রদ তখন সানন্দ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিও কিন্তু দোষ দেখিলে, বাস্তবিক গুণ না থাকিলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে।

বাঙ্গালির বাণিজ্য।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

এই সংস্কৃত বাক্যের অর্থ এই যে বাণিজ্য করিলে প্রচুর অর্থ লাভ হয়; কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। কারণ ব্যবসায় বণিকবৃত্তি অন্য জাতি তাহার উন্নতি সাধনে অসমর্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই এই বৃত্তি অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন, কুলাচার প্রথানুসারে ক্রিয়া কলাপ ও বহুতর দেশহিতকর কার্য্য করতঃ সুখে যশে মানে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কত লোক এই পথাবলম্বনে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ ও তদ্দ্বারা বাহুবল বিস্তার পূর্ব্বক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। ইংরেজ জাতি বাণিজ্য বলে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়াছেন। বাঙ্গালি ইংরেজের দাস অনুকরণ প্রিয় সুতরাং উক্ত জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতির অনুকরণে তৎপর হইয়া অনেকানেক নব্য বাঙ্গালি চাকরী দুষ্প্রাপ্য হেতু বাণিজ্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু ইংরেজ মিতব্যয়ী, বাঙ্গালি উদার চেতা, অপরিমিত ব্যয়ী। ইংরেজ টাকা চায়, বাঙ্গালি যশ ও মান চায় বিশেষতঃ বাঙ্গালির অর্থ নাই বিশ্বাস নাই ঐক্যতা নাই বিজ্ঞান সহায় নাই তবে বাঙ্গালির বাণিজ্যে লাভের প্রত্যাশা কি?

বাঙ্গালির ধর্ম্মবল অতি শিথিল, সামাজিক উন্নতি নাই সুতরাং ঐক্যতা নাই বিশ্বাস নাই একের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অপরের সহায়তা নাই। বাণিজ্যের মূল ভিত্তি বিশ্বাস; পরস্পরে বিশ্বাস না থাকিলে অর্থ সংগৃহীত হয় না, বিপুল অর্থের মূল ধন না হইলে বাণিজ্য সুচারুরূপে প্রচলিত এবং সুফল প্রদ হয় না। [illegible] বঙ্গীয় যুবকগণ আজকাল যে জাতির অনুকরণে বণিক পথের স্থানে স্থানে, কার্য্যালয়ের শিরোভাগে * রামগোপাল বসু এণ্ড

কোং, ঘোষ ব্রাদার্স এ [illegible] কাষ্ঠ ফলক
লটকাইয়া ক্রেতার পথ [illegible] গম্ভীর ভাবে
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু [illegible] ব্যবসায়ের
সহিত তুলনা করিলে [illegible] বলিয়া
বোধ হয়। এই মূলধন [illegible] টাকা,
তাহাও হয় ত অংশীদারের [illegible]। অর্থা-
নুষ্ঠান করিলে হয় ত তাঁহার ([illegible]) [illegible] কৃত
কার্য্য হইতে পারেন না [illegible] পরের
স্থায়িত্বে সংশয়, সুতরাং কেহ অংশ [illegible]
তাঁহারা পাঁচজন অংশীদার প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া
অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার টাকা তাঁহারা মাসিক ১০ এক টাকা সুদে
ঋণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। বৎসরান্তে তাঁহারা একবার
লাভ লোকসানের হিসাব করিলেন হিসাবে দেখা গেল যে
তাঁহারা এক বৎসরের কারবারে দশ হাজার টাকা লাভ
করিয়াছেন তাহা হইতে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ টাকার সুদে, ও
বাজে খরচ ন্যূন কল্পে আড়াই হাজার টাকা লাগিয়াছে।
ড্যামেজ মালে ও অনদায়িতে প্রায় দুই হাজার টাকা গিয়াছে
অবশিষ্ট আড়াই হাজার টাকার পঞ্চমাংশ পাঁচশত টাকা করিয়া
প্রত্যেক অংশীদার পাইলেন এরূপ অবস্থায় কেরাণী গিরীই যে
বাঙ্গালির পক্ষে অর্থকরী ব্যবসায় এবং কর্ত্তার মন যোগাইতে
পারিলে জীবনোপায় তাহার আর সন্দেহ কি? লাভ লোকসানের
চিন্তা নাই বিক্রয় অবিক্রয়ের ভাবনা নাই গ্রাহকের সন্তোষ
কারক দ্রব্যের অপ্রতুলতা নিবন্ধন মনের কষ্ট নাই কেবল পাঁচ
ঘণ্টার পরিশ্রমে দিনদিন ভালয় ভালয় কাটাইতে পারিলেই
মাসিক বেতনের ধ্বংস হইবেনা. ব্যবসায়ের পদে পদে বিপদ।
[illegible] পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে, পঁচিশ হাজার টাকায়, [illegible]

সর্ব্বদা মজুত থাকিবে. পনের হাজার টাকা গ্রাহকের নিকট বাকী থাকিবে, বাকি দশ হাজার টাকায় মাল আমদানী করিতে হইবে ক্রমে তাহারও কতক মাল মজুত হইতে থাকিবে এবং কতক টাকা বাকী বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং মাল আমদানীর টাকার অকুলান পড়িবে কোম্পানি আর মূলধন বাড়াইতে পারেননা। কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বিক্রয়ের লাঘব তজ্জন্য লাভের হানি হইতে লাগিল। মহাজনের সুদ ও বাজে খরচ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। এ অবস্থায় কারবার বন্ধ করিলে মজুত মাল কাটতি ও বাকী আদায়ের উপায় নাই তখন মূলধন ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হইল কোম্পানি বাধ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠ ফলক অবতরণ করিলেন এবং সঞ্চিত পণ্য গুলি চারি আনা টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় করিলেন। বাকী টাকার অধিকাংশ ডুবিল। সমুদয় ঋণ পরি-শোধের উপায় নাই তখন অংশীদারগণের পৈতৃক বিষয় লইয়া টানাটানি, কেহ বা ইন সলভেণ্ট লইলেন, কেহ বা ঘর বাড়ী বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতঃ স্বীয় শ্বশুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তদবধি তিনি অমর রুদ্র সরকারের জামাতা পরিচয়ে দালালি আরম্ভ করিলেন।

তোমার হৈম-বঙ্গ মুক্তা প্রসূতা। তোমার দেশের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা ক্রয় বিক্রয়ে লাভ করিতেছে, তোমার কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া অন্য দেশের অভাব মিটাইতেছে এবং তদ্দ্বারা ধনী হইতেছে তুমি ধনের কাঙ্গাল, সময়ে অর্থব্যয় করিয়া দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেনা, তাহারা তোমার অর্থাভাব মিটাইয়া সমস্ত দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ভিন্ন দেশে রপ্তানি করিল, তোমার ভাণ্ডার খালি, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত তুমি অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ক্ষুধার জ্বালায় ঐ বিদেশীয় বণিকদিগের দ্বারে দণ্ডায়মান। বাণিজ্য বলে তাহাদিগের অর্থ

সুলক্ষ্মী বিরাজ মানা, তুমি তৃণ হইতেও লঘু তোমার ভিক্ষাই
নৈবচঃ নৈবচঃ।

তুমি অর্থহীন, বলহীন; তোমার বিজ্ঞানের উন্নতি নাই একতা
নাই। তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের স্থায়িত্ব নিশ্চয় নাই তোমার বক্ষে
পক্ষের জন্য পারিতেও তুমি ভোগে বঞ্চিত হলে তোমার বাণিজ্যো
ন্নতি কোথায়? বিদেশীয় শিল্পের প্রভাবে তোমার দেশীয়
শিল্পীদিগের ব্যবসায় মারা গেল, তন্তুবায় হা অন্ন করিয়া
প্রাণ সমর্পণ করিতেছে, পেটের জ্বালায় মুটে মজুরি পর্য্যন্ত স্বীকার
করিয়াও অন্ন কষ্ট দূরীকরণে অক্ষম তুমি দেখিয়াও দেখ না। তুমি
সংখ্যায় ছয় লক্ষাধিক ছয় কোটি বাঙ্গালি, তোমার মনোবৃত্তিও
সতেজ কিন্তু তুমি অলসও স্বদেশানুরাগ বিহীন। দাসত্বই তোমার
চিরব্রত! হায়! তোমার অবস্থা বাস্তবিক নিতান্ত শোচনীয়।
তোমার সহোদরের মধ্যে যাঁহারা ধনী তাঁহারা জমিদার।
জমিদারদিগের বাণিজ্যে উৎসাহ নাই বরং বাণিজ্যকে তাঁহারা
অতি জঘন্য কার্য্য মনে করেন। ধনী আখ্যাধারী আর এক শ্রেণীর
লোক আছেন তাঁহারা মহাজন কিন্তু প্রকৃত মহাজনী কাহাকে
বলে তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রতি বেশি মতে টাকা দাদন
প্রদান, ক্রয় বিক্রয় দ্বারা যে লাভ হয় তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট।
কিরূপে বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ কিরূপে ভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি
ও তদ্দেশ জাত দ্রব্যের আমদানি দ্বারা স্বদেশের অভাব মিটাইতে
হয়, সম্পূর্ণ অর্থবল ও বিদ্যোন্নতির অভাবে তাঁহারা তদ্রূপ
বিষয়ের কল্পনা করিতেও সম্যক সক্ষম নহেন।

তোমরা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে
পারিবে যে রাজদ্বারে তোমাদিগের বিদ্যার আদর কত। তো-
মাদিগের দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন যে দিন দিন হ্রাস হইয়া আসি-
তেছে, ক্রমেই তোমাদিগের সাংসারিক অভাব যে বাড়িতেছে

সে দিকে তোমরা একবারও ভ্রূক্ষেপ করিতেছ না, একবারও তো-
মাদিগের বৈষয়িক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতেছ না ইহার
পর তোমাদিগের ভাবি উত্তরাধিকারীগণের অবস্থা যে কতদূর
মন্দ হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন অতএব তোমরা এই বেলা
সাবধান হও, এই বেলা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর, দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন
করতঃ স্বাধীন ভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে শিখ, দেশ হিতা-
কাঙ্ক্ষী সকলে একবাক্য হইয়া দেশীয় প্রধান২ জমিদার ও মহাজন
দিগকে জ্ঞান চক্ষু দান কর যেন তাঁহারা উপায়স্বরূপ কুহকজালে
পতিত হইয়া কোন স্বাধীন ব্যবসায়ে মাতৃ ভূমির মুখোজ্জ্বল
করিতে চেষ্টার ত্রুটি না করেন যেন বঙ্গের লক্ষ্মীকে বহির্দ্দেশ
গমনোন্মুখী হইতে না দেন। দশের লাঠি একের বোঝা, —

দশে মিলি করি কাজ   হারি জিতি নাহি লাজ,

অতএব দশজনে মিলে বঙ্গ লক্ষ্মীর পূজা কর। এই কামনায় পূজা
করিবে যেন সর্ব্বদেশের সকল সাগর উপসাগর নদী উপনদীতে
বঙ্গীয় বাণিজ্য বিস্তার হয়। যেন সকল স্থানে বঙ্গীয় বাণিজ্য
ধ্বজা উড্ডিন হয় আর তাহাতে যেন "হউক বঙ্গের জয়" অক্ষর
চয় স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত থাকে। অনন্তর কামনা সিদ্ধি করিবার
জন্য "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন", মাত্র সকলে ভক্তি-
ভাবে দিক্ষিত হইয়া বাণিজ্যের ভিত্তিমূল স্বরূপ একটী মূলধন
সংগ্রহ কর। উন্নত দেশ হইতে ও চীন বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ শিল্পী
ও নানা প্রকার শিল্প যন্ত্র আনয়ন কর। দেখিতে দেখিতে
তোমাদিগের বাণিজ্য তরী ভারত মহাসাগরে অবতরণ পূর্ব্বক
একভাগ শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি সাগরাচ্ছন্ন করিতে থা-
কিবে। অপর ভাগ আরব, লোহিত ভূমধ্য দিয়া আটলাণ্টিক
মহাসাগরে ভাসমান হইবে। সূতা, কাপড়, চিনি ও ময়দা
প্রভৃতির কল বঙ্গমাতার অঙ্গ ভরণ স্বরূপ হইয়া অতুল শোভা

সম্পাদন করিতে থাকিবে এবং অচিরাৎ বঙ্গমাতার সৌভাগ্য রবি প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর দুঃখ তিমির বিনাশ করিবে।

ক্রমশঃ শ্রীম্বাঃ—

সখি হইতে প্রাপ্ত।

একটী কবিতা।

চিন্তা জ্বরে জরে যাহার শরীর।
সে কি কভু পারে সুস্থির হইতে।
প্রশব বেদনা হয় যে নারীর।
সুস্থির কি হয় বিনা প্রশবেতে।
পিপাসার শান্তি হয় কি কখন।
দূরেতে জীবনে দর্শন করিলে।
মরিলে জীবন আসে কি কখন।
মনুষ্যের স্নিগ্ধ বচন কৌশলে।
দহিছে যে অঙ্গ দারুণ জ্বরেতে।
সেকি স্নিগ্ধ হয় সলিল সিঞ্চনে।
দহে অঙ্গ যার প্রবল ক্ষুধাতে।
স্থির হয় সেকি আহার বিহনে।
অমাবস্যা রাত্রে নভঃ কি উজ্বলে।
লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বালিলে ধরায়।
তাড়নায় কভু বালক কি ভুলে।
মিষ্ট বাক্যে শান্ত না করিলে তায়।

মদ মত্তকরী মানে কি বারণ।
মাহুতের দৃঢ়-অঙ্কুশ আঘাতে।
বুঝালে কি বোঝে উন্মত্ত যে জন।
যতক্ষণ শান্তি না আসে দেহেতে।
ভুবনেতে স্বর্গ বাসী সেই জন।
বহেনি যে জন চিন্তা রূপ ভার।
নরক যাতনা ভুগিছে সে জন।
মোহ চিন্তা যুক্ত মানস যাহার।
হিতাহিত বুদ্ধি থাকে কি সেজনে।
নীরস্ত যে জন চিন্তা নলে পুড়ে।
দেখিয়া কি দেখে পতঙ্গ আগুনে।
বীরত্ব প্রকাশি স্ব ইচ্ছায় মরে॥

শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী।
খড়ুয়া।

পূর্ণমনস্কাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস অমলকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল, সেই দিবস অপরাহ্নে বিবী-কর্ণাকের বাটীতে ডাক্তার পিটার্ষণ উপস্থিত হইয়াছেন। আজও বিবীর সহিত কথোপ কথন করিতেছেন। উভয়ে যে স্থানে বসিয়া আছেন, তাহারই সম্মুখ প্রাঙ্গণে, বেল-মল্লিকার কেয়ারি করা ঝাড়ের নূতন কলিকা নির্গত হইয়াছে; অর্দ্ধ স্ফুটিত মুকুল সকল অল্প গন্ধ বিস্তার দ্বারা এখনি ফুটিবে বলিয়া পরিচয় দিতেছে। দুই একটী ফুল ফুটিয়াছে।—পিটা-র্ষণ বলিলেন,

" মেম সাহেব! আপনার বেশ ফুল ফুটিয়াছে।"

বিবী। " তোমারও ফুল ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে।,

পিটা।! ' সে যদি হয় তবে আপনার অনুগ্রহে।,

বিবী। ' যার অনুগ্রহে হউক হইবার আর বিলম্ব কি? এ-দিকের সকল যোগাড়ইত হইয়াগিয়াছে, আজ ত শুনিয়া আসি-লাম, মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে; তজ্জন্য আজ আর বিদ্যালয় যাইলাম না, কাঁকে কাঁকে সংবাদ লইয়া আসিলাম।,

পিটা। ' আমিও সংবাদ জানিতে ঞ্জিল সরকারকে পাঠা-ইয়া ছিলাম, তিনি এগারটার পর সে সংবাদ দিয়াছেন।

বিবী। ' উদ্দেশে বাপ্‌তেকে পাঠান হইয়াছিল ত?

পিটা। হ্যাঁ সে বিলক্ষণ দৈবজ্ঞের অভিনয় করিয়া আসি-

য়াছে। সে আজ ঠিক্ প্রাতে গিয়াছিল, আর এগারটার সময় পত্রের সংবাদ প্রচার হইয়াছে।,

বিবী। ‘বাহবা! বেশ সুযোগে ডাক্ লাগিয়া গিয়াছে।,

পিটা। ‘পত্রেও সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া, উমেশে আজই পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছিল; তা আমি কহিলাম ‘শুভকার্য্য সম্পন্ন হইলে একবারেই পুরস্কার হইবে, সে সে কথা মানিল না, কি করি তার তুষ্টির জন্য তাহাকে নগদ পাঁচটী টাকা দিয়া এই আসিতেছি।,

বিবী। ‘যাহা হউক ফাক্তোয়ার পালেষ্টন সাহেবকে পত্রখানা লিখিয়া বড় বুদ্ধিমত্তার কাজই হইয়াছিল। আমি সে দিন শুনিয়া অবধি মনে মনে তোমারবুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিয়াছি।,

পিটা। ‘আজ আবার পালষ্টনের একখানি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, তিনি আমার পত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার মোহরের দ্বারা শিবচন্দ্র ঘোষ, বলিয়া একটী বাঙ্গালীর মিথ্যা নাম স্বাক্ষর করাইয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আর বীরেশ্বর বাবুর নামে পত্রখানি পাঠাইতে পরামর্শ দেওয়াতেও বিবেচনার কাজ হইয়াছিল।,

বিবী। ‘যাহাহউক এখন এক যুক্তিতে অনেক গোলযোগ কর্ম্ম হইয়া গেল।—তবে রমেশ বাবুর জাল স্বাক্ষর করাইয়া দ্বিতীয় পত্রখানি পাঠান হইয়াছে ত?

পিটা। ‘তাহাতে কি এখনও নিশ্চিন্ত আছি জানেন? সে সেই দিনেই।,

এখন পাঠক মহাশয় অবগত হউন যে, পালেষ্টন সাহেব পিটার্স্বগের একজন আত্মীয়। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফাক্তোয়ার নিকট কোন স্থানে কার্য্য বিশেষে ব্যাপৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও পিটার্স্বগের পাপের সহযোগী। পি-

টার্ণিও বিবীর মন্ত্রণা ফলে পালেষ্টন দ্বারা অমল কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পত্রে উঠাইয়াছে। এই পর্য্যন্ত।

অমলকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ আসিবার দুই দিবস পরে বিবী বীরেশ্বর বাবুর বাটীর পাঠালয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিধুমুখীকে ডাকাইলেন। শয্যাগতা বিধুমুখী শুনিলেন, তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ডাকিতেছেন; তাঁহার সরলা অন্তঃকরণ উঠিতে অনুরোধ করিল। তিনি উঠিতে চলিতে পারিবেন কিনা, সে বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভূমি তলে ক্ষীণ বাহু পল্লব ন্যস্ত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন।

বিমলা এবং বিবীর নিকট থাকিলে, তাঁহাদের কথা শুনিলে বুঝি সকল জ্বালা জুড়াইবেন; হয়ত এত যন্ত্রণা থাকিবে না, কেন যন্ত্রণা থাকিবে না, তাহা বুঝিতে অবসর নাই, অবসর পাইতেও ইচ্ছা নাই; তিনি ধীর পদ-নিক্ষেপে গমন করিলেন। অনেক ক্ষণের পর অপরা একটী রমণীর অবলম্বনে পাঠ গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বিবী দেখিলেন, অনেক দুঃখ ভোগ করিলেও যে বিধুমুখীকে কেহ দুঃখিনী বলিয়া অনুভব করিতে পারিত না; বড় যন্ত্রণায় থাকিলেও যে বিধুমুখী পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া, সকলের সহিত হাসি মুখে কথা কহিতেন; সেই প্রফুল্ল প্রেমময়ী বিধুমুখীর পরিবর্ত্তে, আজ শোক-বিহ্বলা দীনা ক্ষীণা শীর্ণা বিধুমুখী হেলিতে হেলিতে ঢুলিতে ঢুলিতে এক জনের অবলম্বনে উপস্থিত হইলেন। বিবী বুঝিলেন, সে আগমন শিক্ষয়িত্রীর আদেশ প্রতিপালন। বিধুমুখীর রোদনে ইচ্ছা না থাকিলেও, বাষ্পজল আপনা হইতে তাঁহার রক্তোৎপল-নিভ লোচন যুগল ভাসাইতে লাগিল। একবার পাষাণও দ্রবীভূত হইল।—বিবী জানেন কিছুই নয়, তথাপি গদ গদ করুণাময়ী শোক-মূর্ত্তি বিবীর চক্ষুর্দ্বয় সিক্ত

দেখিতে পাইলেন না। যতই নিষ্ঠুর হউক বিবী স্ত্রীজাতির প-রিচয় প্রদানে কৃপণতা করিতে পারিলেন না!

বিবীর এক দিকে সর্ব্বনাশী কুটিল চক্রান্ত এবং অন্যদিকে শোক-সুলভ অশ্রু বর্ষণ—ইহা পাঠক মহাশয়ের পক্ষে হাস্য জনক না জ্বালা প্রদ? যাহা হউক আপনাকে একাধারে এই পরস্পর বিরোধী ভাব দুইটী ভাল লাগিবে না। কিন্তু যাহা ঘটনা, তাহা অপরিত্যাজ্য, সুতরাং লেখক অবগত করাইতে বাধ্য। যিনি যে কারণেই বুঝুন, বিবী কণা মাত্র অশ্রু বর্ষিয়া-ছেন।—বিবী যতবার বিধুমুখীর সেই যন্ত্রণাময়ী মূর্ত্তি দেখেন, ততবারই মনে করেন, এ মূর্ত্তির নির্ম্মাতা তাঁহারই মন্ত্রণা-জাল। তাই একবার ভাবিলেন, আর কাজ নাই; রহস্য ছিন্ন ভিন্ন হউক। কিন্তু স্বভাব সে পরামর্শ মানিল না, কত দিনের বাঞ্চা-দরী এক মূহুর্ত্তে বিসর্জ্জনে সাহস যোগাইল না। প্রতারিকা প্রকৃতিস্থা হইলেন। বিধুমুখীর দুঃখে কত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কত বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

বিবী অনেকক্ষণ থাকিয়া, কত কথা কহিয়া, কত সরলতা প্রকাশ করিয়া, সে দিন প্রস্থান করিলেন।

সহরের যে পল্লীতে বিধুমুখী দিগের অধিবাস, তথায় এই সময়ে একজন নূতন জমাদার নিযুক্ত হইয়াছিল; সে ব্যক্তি নগর রক্ষী প্রহরী দিগের অধ্যক্ষ। এ লোকটী পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহে। কয়েক দিন মাত্র গত হইল, বিমলা এবং বিধুমুখী পাঠ গৃহে বসিয়া যে ভোজ-পুরীয় বেশধারী চত্বা-রিংশ বর্ষ বয়স্ক বেণু দণ্ডধারী পুরুষকে গঙ্গাতীর হইতে নগরমধ্যে আসিতে দেখিয়া ছিলেন, এ সেই ব্যক্তি। এই জমাদার যখন স্বীয়-কার্য্যে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইত, তখনই দেখা যাইত বিধু-

মুখী দিগের বাটীর কর্ত্তব্যাতিরিক্ত তত্ত্বাবধান করিত। কেন এরূপ করিত, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ পাঁচ দিন গেল, দশ দিন গেল, আরও দিন গেল। বিবী প্রতি দিন আইসেন—যান, বিধুমুখীর ভাব ভক্তি পরীক্ষা করেন। দেখেন বিধুমুখীর আর স্ফূর্ত্তি নাই, তাঁহার প্রতিভা যেন সঙ্কুচিতা হইতেছে। বিবী মনে মনেই কত মন্ত্রণার সৃষ্টি করিতেছেন, বিস্তার করিতেছেন, আবার সঙ্কোচ করিতেছেন। দিনে দিনে, দিন গত হইতেছে—অথচ তাঁহার কিছুই হইতেছেনা। সময় বুঝিয়া বিধুমুখীর নিকট বিবাহ-সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতে হইবে, সে প্রস্তাব আজ করিবেন, কাল করিবেন, এইরূপ কল্পনা প্রতিদিনই করেন, কিন্তু প্রস্তাবের অবসর হইতেছে না।

কেমন করিয়া, বিধুমুখীকে আবার বিবাহ করিতে বলিবেন, কোন্ কৌশল অবলম্বন করিবেন, তাহাই দিবা নিশি চিন্তা করিতেছেন। দিনে দিনে দিন যায় দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

বিবী এক দিন বিধুমুখীকে গোপনে ডাকিলেন, কত আড়ম্বরের সহিত যটিল মন্ত্র সকল বুঝাইলে, পূর্ব্ববৎ সঙ্কুচিত স্বরে তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের পুনঃ প্রস্তাব করিলেন। এবার নিশ্চিত বিধবা বিবাহের প্রস্তাব—যে হেতু আর বৈধব্যে সন্দেহ নাই।

বিধুমুখী আবার চমকিলেন। যেন তাঁহার মস্তকে আবার কে বজ্র হানিল। তিনি এবার আর মনে মনে কাঁদিলেন না; একবারে প্রকাশ্যে রোদন করিয়া উঠিলেন। তিনি এ জীবনে অমলকৃষ্ণকে পর ভাবিতে পারিবেন না, বিবী পর ভাবিতে পরামর্শ দিলেন বলিয়া এ রোদন; মনে মনে সংকল্প প্রাণান্ত পর্য্যন্ত

কাহারও এরূপ পরামর্শ শুনিবেন না, কিন্তু জীবিত থাকিলেও এ পরামর্শ আরও কত লোকে দিতে পারে, তবে জীবন এখনও রহিয়াছে কেন, বলিয়া এ রোদন।—রোদনে বিবী বিরক্ত হই-লেন, বিধুমুখীও বিরক্তি দেখাইলেন, আর বীরেশ্বর বাবুর নিকট আজ বিবীর সকল কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন বলিয়া, ভয় প্রদর্শন করিলেন। বিবী সে দিন রোষ ভরে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার একজন পরিচারক রোষভরে অন্য মনস্কভাবে অল্পদূর বেড়াইতে লাগিল। এখন দিবা প্রায় শেষ হইয়াছে. কেবল চারিদণ্ড বেলা আছে মাত্র। সূর্য্য সারাদিন নৈদাঘ-গগনে প্রচণ্ড কিরণ বর্ষিয়া এখন রশ্মি-সংযত করিবার চেষ্টায় আছেন। রৌদ্রের প্রচণ্ড-উত্তাপ পীড়িতা নগর-বাসিনী দুই চারিটী কামিনী গঙ্গার অপরাহ্ণিক মৃদু তরঙ্গে অবগাহন মানসে গমন করিতেছে; কাহারও কক্ষে কলস, কেহবা রিক্ত-কক্ষে দল-মলায়মান বাহু-যুগল দোলাইয়া দোলাইয়া চলিয়া যাইতেছে।--বিধুমুখী এসকলই দেখিলেন; দেখিলেন বটে, কিন্তু কোথায় কে যাইতেছে, তাহার কিছুই অনুভব নাই; তিনি বিভ্রান্ত চিত্তা। একটী কথা মনে করিলেন, যেন কিছু মীমাংসা করিবেন, তিল মাত্র ক্ষণে অপর কথা আসিয়া পূর্ব্ব কথা ভুলাইয়া দিল, বিধুমুখী অস্থিরা হইলেন। উন্মত্তাবস্থায় চতুর্দ্দিক চাহিলেন, সকলই শূন্য; আ-কাশ নিস্তব্ধ—নগরীস্থ অট্টালিকা সকল নিস্তব্ধ—আম্র বৃক্ষের নিবিড় শাখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী গুলিও নিস্তব্ধ। বিধুমুখী দ্রুত-পাদ-সঞ্চারে গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন। এক নির্জ্জন-পুলিন প্রদেশে একাকিনী উপস্থিত হইলেন। জ্ঞান সঞ্চার অবধি তিনি একাকিনী কখন গঙ্গাতীরে আইসেন নাই, আজ আসি-লেন; আজ তাঁহার আত্ম-বিভ্রান্তি মানসিক সকল শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

তিনি চঞ্চল-নেত্রে গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চিম কূলস্থ উচ্চোচ্চবৃক্ষের ছায়া জাহ্নবী হৃদয়ে গড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই ছায়া-কোলে অসংখ্য তরঙ্গ-মালা শিহরিতেছে। আন্দোলন রত বীচি-সঙ্ঘ-মধ্যে বিধুমুখী দেখিলেন যেন স্নুবর্ণময়ী প্রতিমা সাদর সম্ভাষণে বাহুপর্ব্ব প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন।—

বিধুমুখী সে মূর্ত্তি একবার মাত্র দেখিতে পাইলেন; আরও দেখিতে চেষ্টা করিলেন, দেখিতে পাইলেন না। এই ব্যাপার তাঁহার অধিকতর চিত্ত-চঞ্চল্যের কারণ হইল। আবার এই বিস্মৃত-চাঞ্চল্যের মধ্যেও এক প্রাচীন কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, এই ভাগিরথীর বিমল ক্রোড়ে অনন্ত শয়নে শয়ান হইয়াছেন; হয়ত সেই পবিত্র-ধাম-বাসিনী সতী বিধুমুখীর যন্ত্রণা দেখিয়া সোদর-স্নেহ-বিহ্বলা হইয়া, স্বীয় কোমলাঙ্কে স্থান দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। বিধুমুখীর এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তাঁহার দেহ ক্ষণ জন্য কণ্টকিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,

' দিদি! আমি যাইতেছি, আমায় কোলে কর। তুমি যে লোকে বাস কর, সেখানে তোমার ভগ্নি পতিকে দেখেছ?,

এই বলিয়া বিধুমুখী আরও কণ্টকিতা হইলেন। যেন শূন্য হইতে উত্তর পাইলেন,

" দেখিয়াছি।,

' তবে স্থান দাও।, বলিয়া বিধুমুখী তীর ভুমি পরিত্যাগ করিয়া জল-সীমা স্পর্শ করিলেন।

এখন দিবাবসান হইয়াছে। অথচ অন্ধকার প্রগাঢ় মূর্ত্তি ধারণ করে নাই; তরলভাবে জলের উপর ভাসিয়া বেড়াই-

তেছে। বিধুমুখী অন্ধকারের আনন্দে আনন্দিতা হইয়া, কটি-প্রমাণ জল অতিক্রম করিলেন। তিনি যেন এ জন্মের মত স্থল ভাগের সহিত সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া জল প্রবেশে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া "কোথা যাও?, বলিয়া বিধুমুখীর হস্ত ধারণ করিল। তিনি চকিতা হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন এক ভীম—বেশী পুরুষ।—বিধুমুখীর আজ আর পুরুষের নিকট কথা কহিতে লজ্জা নাই, তিনি সতেজঃস্বরে কহিলেন,

'কে তুমি? আমায় ছাড়িয়া দাও আমি দিদীর কাছে যাইতেছি।,

পুরুষ কহিল, 'ফিরিয়া এস, তোমার আজ বিবাহ।,

বিধুমুখীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল, মুখ-মণ্ডল আরক্ত-রাগ-বিম্বিত হইল। তিনি বিরক্তিভাবে কহিলেন,

'কার বিবাহ?;

পুরুষ। তোমার বিবাহ।,

বিধু। 'কার সঙ্গে?,

পুরু। 'ঐ তীরে বর দাঁড়াইয়া।,

বিধু। "'তুমি কে?,

পুরু। 'আমি উঁহার ভৃত্য।

বিধুমুখী তীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বিবী কর্ণাক্ তাঁহার জামাতা হইবেন বলিয়া পরিচয় দিয়া, ইতঃপূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে দেখাইয়াছিলেন, তীরে দাঁড়াইয়া সেই ব্যক্তি। আরও—অল্প-দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অশ্ব-সংযোজিত একখানি শকট প্রস্তুত রহিয়াছে। বিধুমুখী একটু প্রকৃতিস্থা হইলেন। বিবীর পূর্ব্বকথা সকল মনে পড়িতে লাগিল; বুঝিলেন এ বিপদ নূতন

নহে। উদ্ধারের উপায় দেখিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন বল প্রকাশ বিফল—অনুনয়-বিনয় ও সার্থক হওয়া অসম্ভব। এক বার ভাবিলেন, চীৎকার করিয়া উঠিবেন ; কিন্তু সেই বিধুমুখী——আবার ভাবিলেন, কত লোক আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিবে; তখন তিনি কি করিবেন ? বড় শঙ্কটে পড়িলেন। প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে বলবতী হইতেছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে ঘটিতেছে কৈ ?

ভৃত্য বিধুমুখীকে বলপূর্ব্বক তীরে উঠাইল। তাঁহার অন্তঃকরণ দুঃসহ চাঞ্চল্যময় হইয়া উঠিল, তিনি পিঞ্জরাবদ্ধা নব-ধৃতা পক্ষিণীরন্যায় চঞ্চলা হইলেন—কিসে জীবন বাহির হয় ? ভাবিয়া কিছুই নাই, ভাবিতে অবসরও নাই।

ষোরশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে বিধুমুখীকে যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে, সে অবস্থায় সে মূর্ত্তিকে রাখিয়া কোন তত্ত্ব না লইয়া কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহার দশায় কি হইতেছে, অগ্রে দেখিতে হইবে।

বিধুমুখী পিটার্ষণের ভৃত্য-কর্ত্তৃক ধৃতা হইয়া থর থর কাঁপিতেছেন। পিটার্ষণ কম্পমানা বিধুমুখী কম্পমানা বিধুমুখীর সম্মুখীন সহাস্য মুখে অথচ সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন,

‘ বিধুমুখী ! তুমি কাঁপিতেছ কেন ?,

বিধুমুখী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভয়ে ক্ষ খেদে উত্তর করিলেন,

‘ কেন কাঁপিতেছে জানি না।—

পিট। ! বিধু ! তুমি আমার সর্ব্বস্ব; তুমি কাঁপিতেছ

কেন? ঐ গাড়ী তৈয়ের, এস তোমাকে চড়াইয়া লই।,

বিধু। ‘কোথায় যাব?,

পিট। ‘আমার বাড়ীতে।,

বিধু। ‘সাহেব আমায় রক্ষা কর; আমি মরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাইও না।,

পিট। ‘আমি রক্ষা করিতেছি, মরিতে দিব না।

ভীতি বিহ্বলা বিধুমুখীর কম্পের উপর কম্প উপস্থিত — তাহার উপর তিনি দর দরিত বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; আর বাক্য স্ফুরণ করিতে পারিলেন না। তিনি অবসন্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থা হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া পিটার্শণ তাঁহার হস্ত ধরিতে নিজ হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। এমন সময়ে নব পরিচিত নগর রক্ষি জমাদার দুই তিন জন প্রহরী সমভিব্যাহারে যেন কোন অপহৃত বস্তুর অনুসন্ধানে নির্গত হইয়া ঘন ঘন তীব্র-শ্বাসে তথায় উপস্থিত হইল। সঙ্গে একজন জ্বালিত মশালধারী পুরুষ। বিধুমুখী জমাদারের দর্শনে যেন মৃত-দেহে জীবন পাইলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,

‘জমাদার তুমি আমার পিতা, আমায় রক্ষা কর।;

জমাদার অতি নিকট বর্ত্তী হইলে, পিটার্শণ দেখিলেন, তাহার পশ্চাতে আরও অনেক লোক আসিতেছে। তিনি সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলেন; ভৃত্যকে সঙ্কেত করিয়া চঞ্চল-পদে শকটারোহণ করিলেন। শকট তীরবৎ বেগে প্রধাবিত হইল। ভৃত্যও সঙ্কেতানুসারে বিধুমুখীকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রস্ত হৃদয়ে দৌড়িয়া নিকটস্থ ক্ষুদ্র জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। জমাদার চোর ধরিতে সচেষ্ট হইল না বিধুমুখীর উদ্ধার সাধনেই পরিতৃপ্ত হইল। তখন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড হইয়াছে; কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীর রাত্রি ঘোর অন্ধকার। কৃত্রিম আলোক ব্যতীত স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না;

কেবল দেখা যায়, নির্মল আকাশের সহিত নক্ষত্র সমূহ জাহ্নবী-তলে নামিয়া আসিয়া নির্মল জল মধ্যে জ্বলিতেছে।

বিধুমুখী দস্যু হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ইচ্ছা পূর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নিস্তব্ধভাবে অধোমুখে বসিয়া আছেন, বহুরূপী চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিতা হইতেছেন গোলমাল শুনিয়া নগরীস্থ কত স্ত্রী-পুরুষ-বালক বালিকা দলে দলে আসিয়া ঘটনাস্থল আকীর্ণ করিতেছে। কয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা বলাবলি করিতেছে, 'এখনি বিধুর মাবেদের বিধুকে সাহেবে ধরিতে এসেছিল, তাতেই এখানে এত লোক।

এ কথা বিধুমুখীর কর্ণে গেল। তিনি কেমন করিয়া লোক সমাজে মুখ দেখাইবেন, তাহাই তঁাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে, চিন্তা করিয়া উত্তর পাইতেছেন. 'মৃত্যুই সদুপায়।, তিনি আরও ভাবিতেছেন, তাঁহাকে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, 'বিধু! তোমায় সাহেব কি বলিলী ?; সে কি তোমার গায়ে হাত দিয়াছিল ? তিনি এসকল কথার কি উত্তর দিবেন? কোন উত্তর দিতেই পারিবেন না। তাই তাঁহার অন্তঃকরণের সর্ব্বতঃ কামনা এই মুহূর্ত্তেই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালার শান্তি করেন।

এমন সময়ে রোরুদ্যমানা রোহিণী তথায় উপস্থিত হইয়া, মশালের আলোকে অবনত মুখী বিধুমুখীকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া অমলকৃষ্ণের উদ্দেশে কত রোদন করিলেন। পরক্ষণে কত স্নেহ সান্ত্বনা বাক্যে বিধুমুখীর মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ উপশান্ত করিলেন; তাঁহার মস্তক-দেশ স্বীয়-বক্ষে আনত করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে উঠাইলেন। জমাদারকে পরমার্থীয়াভাবিয়া,তাহাকে যথাচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন।

এবং লজ্জাবতী-লতা সদৃশা বিধুমুখীকে ধরিয়া ধরিয়া বাটীতে আনিলেন। জমাদার সমস্তি ব্যাহারেই আসিল।

সম্বাদ শুনিয়া, বিমলা ও বীরেশ্বর বাবু প্রভৃতি রোহিণীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঘটনা কতকং অবগত হইলেন। বীরেশ্বর বাবু বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত বিধুমুখীর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিধুমুখী তাঁহাকে নিজ পিতা অপেক্ষা ভিন্ন ভাবিতেন না। সুতরাং সরলা বিধুমুখী সকল কথাই সহজে ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিতা বা লজ্জিতা হইলেন না। তিনি রোদন মিশ্রিত দীনস্বরে বিবীর কুমন্ত্রণা সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন; অদ্যকার ঘটনাও যথা যথ বর্ণন করিলেন। ইতি-পূর্ব্বে জননীর নিকটও যে কথা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাহা আজ বীরেশ্বর বাবুর নিকট অকপট হৃদয়ে প্রকাশ করিলেন।—আজকার ঘটনা ব্যতীত বিবীর সকল কথা বিমলাও জানেন বলিয়া, পিতৃ সমীপে নিবেদন করিলেন।

বীরেশ্বর বাবু এত দিন এ কথা শুনিতে পান নাই বলিয়া, ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বিমলা গম্ভীরভাবে বলিলেন

'আপনি ইহার পূর্ব্বে এ কথা শুনিতে না পাইলেও কোন ক্ষতি ছিল না; যে হেতু আমরা এখন বালিকাবস্থায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্যা নহি। বিবীর কথার প্রথম স্ফুরণেই মনে করিয়াছিলাম বটে, যে কথা মন্দ,—কিন্তু সে মন্দে আমরা সম্পর্ক বিহীনা; আরও ভাবিয়া ছিলাম, তিনি যতই বলুন আমাদের কি করিবেন? এইগুলি আমাদের বিচার। প্রকাশের বিশেষ ব্যাঘাত—প্রথমতঃ বড় লজ্জা জনক ব্যাপার, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষয়িত্রীর অপমান ও তাঁহার আগমন-রোধ এবং তজ্জন্য আমাদিগের পাঠাবসানের আশঙ্কা। কখন কখন ইহাও মনে হইত বুঝি বিবী এ কথা ভুলিবেন। কিন্তু এইরূপ কলে দাঁড়া-

হবে বলিয়া, তিনি দুরভিসন্ধি ভুলিলেন না। কাজে কজেই আজ আমাদের বলিবার কথা সাধারণ মুখে শুনিলেন।„

বীরেশ্বর বাবু বিবী কর্ণাকের ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিধুমুখীকে কহিলেন,

“তুমি আজ একাকিনী গঙ্গাতীরে গিয়াছিলে কেন ?„

বিধুমুখী সলজ্জ কুঞ্চিত স্বরে উত্তর করিলেন, “আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছেনা„।

বীরেশ্বর বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; রোহিণী রোদন করিয়া উঠিলেন। বীরেশ্বর বাবু পুনরপি জিজ্ঞাসা-করিলেন,

“বিধু ! তোমার আজই সে ইচ্ছা বলবতী হইল কেন ?„

বিধুমুখী আজকার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আর বলিলেন, “যখন আমি সধবা ছিলাম বলিয়া, বোধ করিতাম, তখন বিবীর ওরূপ কথায়, আমার দুঃখ হইত, দেখা হইলে, রাগ হইত, একবারে মরিতে ইচ্ছা হইত না। আমি এখন বিধবা হইয়াছি, আজ বিবীর কথায় মরিতে ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম, মরিলে সকল জ্বালা ফুরাইবে।„

বীরেশ্বর। “যে সাহেবের কথা শুনিতেছি, তোমার অন্যের অগোচরে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরে গমন সে সাহেব কেমন করিয়া জানিতে পারিল ?„

বিধু। “তা জানি না„

জমাদার এপর্য্যন্ত সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল, বিধুমুখীর এই “জানিনা„ কথার পর বীরেশ্বর বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,

“মহাশয়! বোধহয় সে বৃত্তান্ত আমার কাছে শুনিতে দোষ বোধ নাকরিতে পারেন।

বীরেশ্বর। “তুমি কি জান বল।„

জমাদার। "যখন আপনার বাটীর পার্শ্বে দাড়াইয়া, বিবী বিধুমুখীর কাণে কাণে কি বলিল, বিধুমুখী কাঁদিতে লাগিল, বিবী বিরক্ত ভাবে গাড়িতে চাপিয়া চলিয়াগেল! তাহার একজন চাকর কার্য্যান্তর ভান করিয়া, অদূরে বেড়াইতে লাগিল। বোধ হয় বিবীর সঙ্কেতানুসারে, বিধুমুখীর গঙ্গাতীরা ভিমুখে গমন পর্য্যন্ত বিলক্ষণ রূপে দেখিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আমি অলক্ষে থাকিয়া, এই সকল ব্যাপার দেখিলাম, এবং অলক্ষভাবেই তাহার অনুসরণ করিলাম। দেখিলাম সে ব্যক্তি ডাক্তার পিটার্যণের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পরক্ষণে দেখিলাম, বিবীর চাকরের সহিত পিটার্যণ গাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইল। বিধুমুখী যে পথে গিয়াছিলেন, ক্রমে ২ সেই পথ ধরিল। এদিকে সন্ধ্যা লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশিত হইল। আমার প্রথম হইতেই সন্দেহ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই কএক জন প্রহরী সঙ্গে লইয়া, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট পথানুসরণ করিয়া ঘটনার স্থলে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই দস্যু হস্ত-হইতে বিধুমুখীকে উদ্ধার করিলাম। দস্যুকে ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, প্রযোজন হইলে, বিধিপূর্ব্বক ধরিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। সে কার্য্যে কোন অধর্ম্ম ভোগ করিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুতআছি।,

বীরেশ্বর বাবু কহিলেন, "চোরের শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু এসম্বন্ধে মকর্দ্দমা করিতে বড় লজ্জা পাইতে হইবে এমন অবস্থায় বিধুমুখীকে আদালতে হাজির হইতে হইবে—কেবল হাজির নহে, পুরুষের নিকট দাঁড়াইয়া এজাহার করিতে হইবে; আমরা সেই খানে দাঁড়াইয়া থাকিব, তাহা পারিব না।—বড় অপমানের বিষয়। আদালতে যাইতে হইবে শুনিয়াই হয়ত, বিধুমুখী মূর্চ্ছিতা হইবে, অথবা কান্দিয়া হাট করিবে। কাজেই আর কোন গোল

মালে প্রয়োজন নাই। তবে প্রতিজ্ঞা করিলাম এজন্মে আর বিবীকে বাটী—প্রবেশ করিতে দিবনা।,,

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়কে এবার স্মৃতি শক্তির পরিচালনা করিতে হইবে। অনেক দিন হইল, আপনি অমলকৃষ্ণকে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিতে দেখিয়াছেন। তাহার পর সে দিন চন্দন নগরে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন; কিন্তু কোথায় কি হইল, তাহা আপনাকে একবার জানাইতে হইবে।

তাঁহারা সেই যাত্রা করিয়া, পরম হংসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক দিন থাকিয়া, তথাকার আশ্রম সকল ও নানাস্থান বিবিধ দেব-দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যাচলের রমণীয় তট-প্রদেশের সৌন্দর্য্য পরম্পরা নিত্য নূতন বোধ করিয়া প্রতি দিনই নূতন প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। বোলাকচাঁদ সদানন্দ—প্রভুর মন স্তুষ্টি দর্শনে. তাহার আর আহ্লাদের সীমা নাই; তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই স্থানেই অমলকৃষ্ণের সহিত যাবজ্জীবন বাস করে। দিনে দিনে দিন গত হইতে লাগিল। মনুয্য মনের কতকটা স্বাভাবিক লক্ষণ এইরূপ যে, কোন সুন্দর বস্তুর ব্যবহার মাখা মাখি হইলে, তাহা যত সুন্দর হউক অন্ততঃ তাহার ক্ষণ—বিচ্ছেদ-ব্যতিরেকে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি সমান কৌতূহল থাকা অসম্ভব। পূর্ণ চন্দ্রের কান্তি-গৌরব চির প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য মধ্যে কে প্রতি পূর্ণিমায় সেই কমনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া অনন্য কর্ম্মা হইয়া চন্দ্র-দর্শনে ব্রতী হইয়া থাকে? বরং যে পূর্ণিমায় গ্রহণ হয়, সে দিন আবাল বৃদ্ধ সকলেই চন্দ্রের দর্শনার্থী অথচ সেই দিনই চন্দ্রের সৌন্দর্য্যের অপহৃতি। তবে মানুষের মন কি চায়? কৌতূহল তৃপ্তির সা-

সঙ্গী চায়। কিন্তু প্রবৃত্তি বিশেষে কৌতূহল তৃপ্তির সামগ্রীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আবার একের প্রতি বিরক্তিতে অন্যের প্রতি অনুরক্তির উদয় এবং একের প্রতি অনুরক্তিতে অন্যেরপ্রতি বিরক্তি সঞ্চার ও মনুষ্য স্বভাবের অনুকূল লক্ষণ।

অমলকৃষ্ণও মানুষ। ক্রমে তাঁহার আশ্রম দর্শন আর অন্তঃকরণের সর্ব্বতঃ শান্তিপ্রদ হইতেছে না। সুতরাং তিনি চঞ্চল হইলেন; বিরক্তি জন্য মন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; হৃদয়স্থ ঈশ্বরতমুখী অনুরক্তি নবীনভাব ধারণ করিল। আবার কৌতূহল; —কিসের কৌতূহল, তাহা ভুক্ত ভোগীর অনুভাবিতব্য।

অন্তস্তল-দর্শী পরমহংস অমলকৃষ্ণের মনশ্চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন। নানা সান্ত্বনা বাক্যে সে চাঞ্চল্যের শান্তি বিধান করিয়া, নব নব-তীর্থ-দর্শনার্থে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। ইতঃ পূর্ব্ব হইতেই অমলকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা সকল তন্ন তন্ন রূপে অবগত হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহার একবার বাটী গমন অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিয়াও হরি-দ্বার-বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থদর্শনোদ্দেশে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনিও অনন্য চিত্ত হইয়া ভক্তি--ভাবে পরমানন্দে অনুগামী হইলেন। বোলাকচাঁদ নিত্য-সঙ্গী।

ক্রমে এদেশ ওদেশ এতীর্থ ওতীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অমলকৃষ্ণের সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে পরম হংসের যাহা অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য ছিল, একত্রাবস্থান কালে তৎসমুদায় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন! অমলকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও আত্মীয়তা দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক কালক্রমে তাঁহারা সকলেই পরম হংসের আশ্রমে পুনরুপস্থিত হইলেন।

এ সময় একবার অমলকৃষ্ণের বাটী গমন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত বোধ হইলে, পরম হংসও তাঁহার সঙ্গে আসিবেন বলিয়া

স্থিরীকৃত হইল। আসিবার সময় পথিমধ্যে আরও কোন নি-র্দ্দিষ্ট স্থান দর্শন করাইবেন, এবং তথায় কিছু বিলম্বও হইবে এরূপ পরামর্শ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে কি সং-বাদ পাইয়া, কিছু দিনের জন্য সে আগমন স্থগিত করিতে হইল। ঘটনাক্রমে এই সময়ে অমলকৃষ্ণের উদরের পীড়া উপস্থিত। পীড়া ক্রমে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি-ধারণ করিল। তিনি আবার শয্যা গত হইলেন। আবার কত কষ্ট ভোগ করিলেন; বোলাকচাঁদ শুশ্রূষায় নিযুক্ত। ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত নিদানের মতে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন; তিনি চিকিৎসা করিয়া অনেক দিনের পর অমলকৃষ্ণকে সেই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য করিলেন। অমলকৃষ্ণের শারীরিক রোগ উপশান্ত হইল বটে. কিন্তু তাঁহার মানসিক রোগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মানসিক রোগ চন্দন নগরের মৃত রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী গমন করিবার ঔৎসুক্য-জনিত উদ্বেগ। সে উদ্বেগ স্বাভাবিক, এবং কষ্টকর হইলেও পবিত্র। অনেক বীর পুরুষ সে উদ্বেগের অধীন হওয়া-কে কাপুরুষত্ব বলিয়া হাসিয়া থাকেন; কিন্তু সে বীর-পুরুষ যদি সংসারাশ্রমের বিরোধী না হয়েন, তবে তিনি সংসার শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়া, ভূতের বোঝা মাথায় বহিতে-ছেন; তাঁহার সংসার শ্মশান-অথবা তাঁহার বীরত্ব ক্ষণ স্থায়ী।

ইতোমধ্যেই দিন স্থির করিয়া পরম হংসের সহিত অমল-কৃষ্ণও প্রয়াগ যাত্রা করিলেন; কয়েক দিনের পরে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া. পরম হংস কিছুদিনেরজন্য নিজের স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন দর্শাইয়া, বোলাকচাঁদের সহিত অমলকৃষ্ণকে প্রয়াগে রাখিয়া, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিবার আদেশ করিয়া. প্রস্থান করিলেন। আরও বলিয়া গেলেন, অমল কৃষ্ণকে যে নির্দ্দিষ্ট-

স্থান দেখাইয়া লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা তিনি প্রত্যাগমন করিয়া সম্পাদন করিবেন। যে সময়ে অমলকৃষ্ণ প্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন বঙ্গীয় ১২৬৬ অব্দের বসন্ত কাল প্রায় উত্তীর্ণ।

সাবান ও নাক্ষত্রিক দিন মানের প্রভেদ।

একবার সূর্য্যোদয় অবধি, পুনরায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে কাল, আমাদিগের শাস্ত্র কারেরা তাহাকে সাবান দিন কহিয়াছেন। এইরূপ একটী স্থির নক্ষত্রের উদয় অবধি, পুনরায় তাহার উদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সময়কে নাক্ষত্রিক দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উভয়বিধ দিন মানের পরিমাণ ঠিক সমান নহে। সাবান অপেক্ষা নাক্ষত্রিক দিন, ন্যূনাধিক ৪ মিনিট ছোট। অর্থাৎ একবার সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় তাহার উদয় হইতে যে সময়ের আবশ্যক হয় কোন নক্ষত্রের উদয় অবধি তাহার পুনরুদয় ৪। মিনিট কম সময়েই সম্পান্ন হয়। পৃথিবীর দ্বিবিধ প্রকার গতিই এবম্বিধ তারতম্যের কারণ। এই স্থলে প্রসঙ্গাধিন গতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় সম্যক্রূপে প্রস্ফুটিত হইবে।

পৃথিবী ৯,৫০,০০,০০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া সূর্য্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। ইহারই গতির জন্য আমরা সূর্য্যের গতি অনুভব করি। কিন্তু অত্যন্ত দুরস্থিত নক্ষত্র গণের গতি, কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারি না। মনে কর যখন পৃথিবী, সূর্য্যের এক দিক হইতে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে গমন করে তখন সে স্থান, পূর্ব্বস্থান হইতে ১৯,০০,০০,০০০ মাইলের অন্তর হয়। নক্ষত্র

সকল এতদূরে অবস্থিত; যে পৃথিবীর এরূপ স্থান পরিবর্ত্তনেও তাহাদিগকে এক স্থানেই দেখা যায়। যেমন কম্পাস যন্ত্র পাতিয়া; কোনও স্থান হইতে একক্রোশ দূরস্থিত, পূর্ব্বদিকের একটী বৃক্ষ দেখিলে কম্পাসের যে অংশে দেখিতে পাই, সেই স্থানের পাঁচ হাত উত্তরে আসিয়া দেখিলেও সেই অংশে দেখা যায়। কিন্তু সেই বৃক্ষের পাঁচ হাত দূরে ঐরূপ করিয়া দেখিলে উভয়বারে ৪৫ অংশের অন্তর পড়ে পাঁচ হাতদূরে যত টুকু সরাতে ৪৫০ সরিয়া যায়, এক ক্রোশ দূরে তত টুকু সরায় কিছুমাত্রই অনুভব হয় না। আমাদিগেরও নক্ষত্র সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিয়া থাকে।

পৃথিবী, প্রায় ৩৬৫। সাবান দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাহা হইলেই রাশিচক্রে এক এক দিনে উহার প্রায় এক এক অংশই গতি হইয়া থাকে। পৃথিবী পূর্ব্ব দিনে এক এক অংশ গমন করিলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে এক এক অংশ রাশি চক্রের পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতে দেখা যায়। পৃথিবী তুলারাশির প্রথম অংশে থাকিলে, সূর্য্যকে মেষ রাশির ১ম অংশের নিম্নে দেখিতে পাই। পরদিন যখন পৃথিবী, তুলার দ্বিতীয় অংশে আগমন করে, তখন সূর্য্যকে মেষের ২য় অংশে দেখা যায়। এই রূপে একদিনে প্রায় এক এক অংশ গমন করিয়া, প্রায় ৩৬৫। দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তাহাতেই সূর্য্যকে এইকালে, সমস্ত রাশিচক্র ঘুরিয়া আসিতে দেখি। পৃথিবীর এই গতির নাম বার্ষিক গতি।

এ ভিন্নও পৃথিবীর আর এক প্রকার গতি বিদ্যমান আছে। সেই গতি জন্যই দিবা রাত্রির সঞ্চার হয়। ইহাকেই আহ্নিক গতি বলে। ঘুরাইয়া দিলে, লাটু যেমন কিলকের উপর ঘুরে; কোনও গোলাকার পদার্থ মধ্যে শলাকা বিদ্ধ করিয়া সেই শলাকার

উভয় পার্শ্ব ধরিয়া ঘুর করিয়া দিলে সেটী যেমন ঘুরিতে থাকে; পৃথিবী সেইরূপ করিয়া আপন কক্ষের উপর ঘুরে। কিলক ও শলাকার স্থানে উহার মেরু-দণ্ড কল্পিত হয়। কিঞ্চিন্ন্যূন এক সাবান দিনে, অর্থাৎ সম্বৎসরে (৩৬৫। দিনে) প্রায় ৩৬৬। বার এইরূপ ঘুরিয়া থাকে।

আপাততঃ এরূপ অনুভব হইতে পারে, যে পৃথিবী এক সাবান দিনে, সম্পূর্ণ একপাক মাত্র ঘুরে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ সমকালে, পৃথিবী আহ্নিক গতির একপাক সমাধা হইয়া, প্রায় (এক অংশ) অধিক গড়াইয়া যায়। একবার সূর্য্যোদয়ের সময়, পৃথিবীর যে, যে দ্রাঘিমাংশ, রাশিচক্রের যে যে দ্রাঘিমাংশের সম্মুখে পড়িবে; তখনই নাক্ষত্রিক দিন মানের শেষ হইবে। শরল নক্ষত্র সকল অচল তাহারা রাশিচক্রে যে, যেখানে আছে তাহাকে চির দিন সেই স্থানেই দেখা যায়। অতএব পৃথিবী, সম্পূর্ণ একবার ঘুরিলেই একটী নাক্ষত্রিক দিনমান হয়। এইরূপে একপাক পৃথিবীর গতি সমাধা হইলে সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব থাকে। কারণ একদিনের মধ্যে পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রযুক্ত, সূর্য্য এক অংশ পূর্ব্বদিকে গমন করে; কাজেই সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত, পৃথিবীকে এক পাক ঘুরিয়া এক অংশ অধিক ঘুরিতে হয়। এই টুকু ঘুরিতে প্রায় ৪ মিনিটকাল লাগে। এই জন্য সাবান ও নাক্ষত্রিক দিনে, চারি মিনিটের প্রভেদ হয়।

হৃদয় উচ্ছাস কাব্য

অবতরণিকা।

যত দেখিলাম যত শুনিলাম
কোথায় সে সব কেন দেখিলাম !
কেন সুখ-তন্দ্রা- ত্যজিল আমায় !
হারাইনু নিধি, হায় ! হায় ! হায় !
যাহা দেখি নাই- তাহা দেখিলাম,
যাহা শুনি নাই- তাহা শুনিলাম,
যাহা দেখিলাম আর দেখিব না !
যাহা শুনিলাম- আর শুনিব না !
অব্যক্ত অশ্রুত অননুভবন-
যে স্বর্গীয় সুখে ছিনু নিমগন,
যে আনন্দ-নীরে যে প্রেম পাথারে-
-যে বিস্ময়-স্রোতে যে ভাব-সাগরে-
ভেসেছিল দেহ, ভেসেছিল মন,
ভেসে ছিল আশা- চেতনা-জীবন,
পার্থিব হৃদয়ে- পার্থিব-জীবনে-
-কটি কটি যুগে- কেহ কোন দিনে-
-কোন মুহূর্ত্তেতে সে সুখের স্রোতে
ভাসিয়াছে কিনা জানি না জানি না !

যদি ভেসে থাকে জানে সেই জনা।
(না জানুক, কেহ কাজ নাই জেনে)
-কাজ নাই পড়ে পতঙ্গ আগুনে !
হায় ! হায় ! হায় ! -কেন দেখিলাম !
ক্ষণ স্থায়ী সুখে- কেন ভুলিলাম !
কটি কটি যুগ- কেন নিদ্রা ঘোর-
-না রহিল চক্ষে, কেন হ'ল ভোর !
পুন ঘুমাইব ঘুমালে কি পাব !
আর পাইব না ! (তবে কি করিব ?)
—কি করিব থাকি- এ মর্ত্ত্য-সংসারে ?
-কি হইবে রাখি- প্রাণ এ শরীরে ?
আঁধার হৃদয়- আঁধার—আগার
আঁধার ধরণী- আঁধার সংসার !
হায় ! এ সংসারে গেলে পুন ফিরে-
-আসে নাত আর ! তবে আরাগার-
আশা কার তরে ! কেন হৃদি পুড়ে ?
-কেন শুদ্ধ শূন্যে- চপলা সঞ্চারে !
-কেন কুহকিনী- নিদ্রা দুর্ব্বিনীতে !
ঢুলাইয়া আঁখি- ভুলাইলি চিতে !
সুখদ শয়নে ছিনু অন্য মনে,
তন্দ্রা অধিকার করেনি নয়নে !

" কিবা সুগভীর নিবিড় রজনী !
" ঘন অন্ধকারে আবৃতা অবনী !
" নীরব প্রকৃতি বিশ্ব নিদ্রাগত !
" জগতের প্রাণী নিদ্রা-অভিভূত !
" অনন্ত প্রসর- -গগন-প্রাঙ্গনে,
" অনন্ত নক্ষত্র উজ্জ্বল কিরণে-
" জ্বলিছে নিবিছে ডুবিছে-ভাসিছে
" কদাচ কোথাও চপলা হাসিছে।
কদাচ কোথাও শ্বেতাম্বুধ-রাজি-
ধীরে ধীরে চলে স্তরে স্তরে সাজি !
" আকাশ প্রান্তর কান্তার-ভুধর-
" নদ নদী হৃদ পাথার সাগর-
" তরু লতা আদি ঘুমায়েছে সব !
" শ্বাসানিল ভিন্ন নাহি অন্যরব ;
" অনন্ত বিস্তৃত- নীলাম্বু মণ্ডল,
" গভীর স্তিমিত স্বচ্ছ সুবিমল ;
" নাই সে তরঙ্গ গর্জ্জন—গভীর
" নাই ফেন-রেখা (কলঙ্কের চীর,)
" বিশাল হৃদয়ে সমীর-ভৈরব
" করে না সমরে হুহঙ্কার রব !
" নাচে না তরঙ্গ গিরি-নিভ-মান,
" কাঁপেনা সন্ত্রাসে নাবিকের প্রাণ,

" মৃদু মৃদু বহে মৃদুল পবন,
" স্থির অবিচল বারিধি জীবন
" নক্ষত্র দীধিতি- বিধৌত-গগণে
বিম্বিত করিয়া সাগর-দর্পণে-
" নিবিড় তিমিরা ত্রি যামা ভৈরবী
" চম্ চম্ রবে জাগাইছে কবি।

কেন ? আর কেন- জাগিতে বাসনা !
ধিক্ তোরে ধিক্ ধিক্‌রে চেতনা !
ধিক্ রে হৃদয় ধিক্ ক্ষুদ্র আশা !
ধিক্ মন বৃত্তি ধিক্‌রে পিপাসা !
ধিক্ চক্ষু কর্ণ ধিক্‌রে—" আপনা "
পেয়ে স্বর্গ ধাম চেয়ে দেখিলে না ?
করি সুধা পান ক্ষুধা না মিটিল,
পঙ্কিল সলীলে পরি তৃপ্তি হ'ল ?
মন্দার সৌরভে মন্দাকিনী জলে-
স্বর্গীয় বৈভবে ঘৃণায় তুচ্ছিলে ?
দেব হস্তে গাঁথা পারিজাত হারে-
কণ্ঠ হ'তে ছিঁড়ি- ফেলে দিয়া দূরে,-
-কণ্টকী কেতকী কুসুমে মজিলে
ক্ষত হ'ল হাত চক্ষু হারাইলে !
দেখিলে যে স্বপ্ন ভাব দেখি মনে

বল কোন্ সুখ- পার্থিব জীবনে ?
পার্থিব প্রকৃতি কি জন্য বসিব ?
তুচ্ছ শোভা হেরি কি জন্য হাসিব ?
কি জন্য রহিব এ মর সংসারে ?
আর রব নাক ! চলিলাম ছেড়ে।
উঠিলাম এই- ত্যজিলাম সব-
কিসের সম্পদ,— কিসের বৈভব
কিসের এ গৃহ ? কিসের গৃহিণী ?
-কিসের সন্তান ? কিসের জননী ?
-কিসের জনক ? কিসের সোদর ?
কিসের সোদরা ? সকলি নশ্বর।
প্রবেশিব বনে— বিজন-প্রদেশে,
উঠিব পর্ব্বতে বেড়াব হরিষে।
গাব প্রাণ খুলে শুনিবে গহন,
শুনিবে ভূধর পশু পক্ষিগণ,
শুনিবে গহ্বর শুনিবে নির্ঝর,
শুনিবে নক্ষত্র শুনিবে অম্বর,
শুনিব আপনি আপনি বুঝিব ;
পশু পক্ষী দিগে বুঝাইয়া দিব।
অরণ্য প্রদেশ গীত ময় হবে,
অকালে কোকিল- কুহরি উঠিবে,
সুরভি শীতল মৃদুল সমীরে,-

-উছলিবে সুধা সঙ্গীত নির্ঝরে !
শুনিয়া সঙ্গীত গাবে বন পাখী ;
হবে পল্লবিত শুষ্ক পত্র শাখী ;
অকুসুম লতা হবে কুসুমিত ;
বৃন্তে-বৃন্তে ফুল হবে বিকশিত !
অপূর্ব্ব সৌরভে মাতিবে কানন,
মাতিবে ভ্রমরা করিবে গুঞ্জন ;
মাতিয়া উঠিবে কান্তর-ভূধর,
গাবে সঙ্গে সঙ্গে সুখে চরাচর ;
গাইবে অরণ্য পবন-হিল্লোলে,
গাইবে ভূধর প্রতিধ্বনি ছলে ;
গাইবে নির্ঝর কল কল রবে,
গাইবে সাগরে ;— তরঙ্গ গর্জ্জিবে ;
গুড়্ গুড়্ মেঘ গাইবে আকাশে,
গাইবে আকাশ অশনি নির্ঘোষে ;
হবে সিংহনাদ ! কন্দরে, কেশরী-
-গাবে ঘোরতর গগন বিদারি ;
উন্মত্তা হইয়া আকাশ আসনে-
নীল কাদম্বিনী গর্জ্জিবে সঘনে !
নাচিবে বিদ্যুৎ ঝলসি নয়ন ;
হবে ঘোর রবে দুন্দুভি ঘোষণ ;
পশু পক্ষী আদি উত্তেজিত হবে,

সসাগরা ধরা নাচিয়া উঠিবে,
নাচিবে ইংলণ্ড,- নাচিবে রুসিয়া
-নাচিবে আফ্রিকা নাচিবে প্রুসিয়া-
নাচিবে ফরাশি তুর্কি,-গ্রীস্-রোম,
ইটালি অষ্ট্রিয়া আমেরিকা,-ব্যোম-
-বিদীর্ণ হইয়া- উঠিবে কল্লোল !
-সেই তালে তালে নাচিবে সকল !
ইরান, তুরান- জাপান কাবুল,
চায়না তাতারে হবে হুল স্থূল !
জয় জয় রবে পৃথিবী মাতিবে,
বীর হুহঙ্কারে সিন্ধু উথলিবে,
ধ্বনি তুঙ্গ শৃঙ্গ দুড়ু দুড়ু দুড়ু
-বাজি রণ-বাদ্য গুড় গুড় গুড়-
উৎ সাহে অবনী পরিপূর্ণ হবে !
অন্ধ খঞ্জাতুর মাতিয়া উঠিবে !
কোন্ প্রাণী তায় রহিবে নিদ্রিত ?
কোন্ জাতি নাহি হবে উৎসাহিত ?
কোন্ নর-রক্ত ধমনী ভিতরে
হয়ে উষ্ণতর তর তর করে—
—স্পন্দিত না হবে ? নিশ্চেষ্ট রহিবে
কোন্ প্রাণী ? কোন দেশ না নাচিবে ?

নাচিবে না বঙ্গ ভারত তাহাতে !
মরেছে ইহারা বহুকাল হতে !
সহস্র বৎসর বাসি মরা হয়ে—
শ্মশানে শয়িত বিগলিত দেহে,
অস্থি হতে মাংশ খসি খসি পড়ে,
রাশি রাশি মাচি ভ্যান্ ভ্যান্ করে ;
হৃদয়ে বদনে নাড়ীতে ভুঁড়িতে
মগজে মগজে সন্ধিতে সন্ধিতে
-অগণিত কৃমি কিলি বিলি ফিরে,
অগণিত কীট বিজ্ বিজ্ করে ;
খাইছে শৃগালে কুকুরে টানিছে-
শকুনি গৃধিনি- ছিঁড়িয়া খাইছে ;
নিকটে ভারত- লক্ষ্মী অভাগিনী
অন্ন বিনা ক্ষীণা বিষণ্ণা মলিনী,
ধূলি ধূসরিত রুক্ষ কেশ ভার
জরা জীর্ণ দেহ অস্থি মাত্র সার,
জীর্ণ শত চীর শত গ্রন্থি যুত-
-মলিন আবার ধূলি ধূসরিত-
-বস্ত্রে ঢাকা কায়া কঙ্কাল কখানি
অন্ধ আঁখি দুটি কণ্ঠাগত প্রাণী !
দর দর ধারা পড়িতেছে চক্ষে.
থোক থোক কর হানিতেছে বক্ষে.

থেকে থেকে দীর্ঘ- নিশ্বাসের সনে-
" কি হ'ল কি হ'ল " বলিছে সঘনে !
চৌদিকে আভাগা বিড়ম্বিত জীব—
-ভারত সন্তান ; (জীবিতে নিৰ্জ্জীব)
পিতৃ মাতৃ হীন অনাহারে ক্ষীণ,
সংসারে যাহারা আশ্রয় বিহীন !
সংসারে যাহারা সহস্র বৎসর-
পরের প্রত্যাশী পরের চাকর !
পরের পাদুকা বহিতেছে শিরে,
পর পদাঘাতে পীড়িত অন্তরে !
পেটে নাই অন্ন ক্ষুধা-অবসন্ন-
-ক্ষীণ রুগ্ন কায় বিকৃত বিবর্ণ !
নলি নলি হাত দড়ি দড়ি আঁত,
কোঠরেতে চক্ষু কড়ি কড়ি দাঁত !
পিশাচে চুষেছে রক্ত বিন্দু নাই
বিকট দৃষ্টিতে চাহিছে সদাই !
পরি ত্রাহি ডাকে কে ধরে কাহাকে !
আপনি ছিঁড়িয়া -খায় আপনাকে !
পিশাচে কঙ্কালে করে বেত্রাঘাত !
নাই রক্ত-তবু- (হয় রক্তপাত !)
অই অস্থি রাশি- অই স্তুপাকার-
-অই মৃত দেহ জ্বলে সারে সারে !

ধূধূ শব্দে চিতা জ্বলে ভয়ঙ্কর!
(পুড়িতেছে যত- আর্য্য বংশ ধর!)
দেখিতে পারি না ফেটে যায় বুক!
জীবনে নাহিক অনুমাত্র সুখ!

প্রাণ যায় যাক্, ক্ষতি মাত্র নাই
যাহা হারাইনু, তাহা কোথা পাই?
কিরূপে ভুলিব দেখিয়াছি যাহা?
ছি! ছি! ছি! এখনো জীবনের মায়া?
এই-চলিলাম, রাখিব না প্রাণ!
সাগরে ডুবিব পাব পরিত্রাণ!
উঠিলাম-এই কে রাখে আমায়?
দুর্দ্দম-এ শ্রোত; কেবা বাধা দেয়?
শূন্য চ্যুত হয়ে উল্কা পিণ্ড ছোটে,
কই কে আসিবে আসুক নিকটে!

সহসা এ কিএ? কি শুনি কি শুনি!
বীনার ঝঙ্কার? না, না, বংশী ধ্বনি!
তাও নয়,—তাত- এত মিষ্ট নয়?
এত সুলোলিত- কিছুই ত নয়?
শুনিয়াছি বীণা- বেণুর নিক্কণ,
কোকিল কাকলি- ভ্রমর গুঞ্জন;

নানা জাতি বন- বিহঙ্গের গান,
নানা জাতি যন্ত্রে- নানা জাতি তান,
সুন্দরী-সুকণ্ঠে শুনেছি সঙ্গীত,
শুনেছি রাগিণী রাগ সুললিত,
শুনেছি নিশীথে বংশীর নিক্কণ,
কিছুতেই এত ভুলেনি ত মন !
কিছুতেই এত হইনি ত প্রীত !
কিছুতেই এত হইনি মোহিত !
কিছুতেই এত সুখ অন্তরের-
হয় নাই,—আমি- হইনি পরের !
জানি না-কি শব্দ, কি যে শুনিলাম !
জানি না- শুনিয়া- কি যে হইলাম !
আবার কি হ'ল ! আহা, কি সুগন্ধ !
অপূর্ব্ব আমোদে হইলাম অন্ধ !
একি পারিজাত- কুসুম-সৌরভ ?
একি সুধা ? কিম্বা স্বর্গীয় আসব ?
-কিসের সুগন্ধ ? (বলিব কি করে ?)
সে যে অসম্ভব- পৃথিবী ভিতরে
-অপূর্ব্ব এ গন্ধ ! তবে কি চন্দনে
-ফুটিয়াছে ফুল ? (বলিব কেমনে !)
সেও অসম্ভব ! তবে কি আঘ্রাণ-
-করিলাম ?—কিসে মাতিল এ প্রাণ ?

পুলকে প্রমত্ত শিহরিল গাত্র ;
আবার কি হেরি- একি জ্যোতিঃ ক্ষেত্র ?
জ্যোতিঃ মহাজ্যোতিঃ জ্যোতিঃস্ময়ী মূর্ত্তি !
অপূর্ব্ব যোড়শী- অপূর্ব্ব প্রকৃতি !
অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য- দয়া সরলতা-
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য স্নেহ কোমলতা !
প্রতিভা-স্ফুরিত- বদন মণ্ডল,
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে অপূর্ব্ব উজ্বল !
অপূর্ব্ব বসনে অপূর্ব্ব ভূষণে-
অপূর্ব্ব সুসজ্জা ! (বলিব কেমনে !)
অপূর্ব্ব প্রফুল্ল স্নিগ্ধ-পীযুষিত-
জ্যোতিতে জগৎ নব-অভ্যুদিত !!
আকর্ণ-বিস্তৃত- তেজঃ বিস্ফারিত-
-নয়ন-নীলিমা- স্নিগ্ধ প্রজ্জ্বলিত !
-স্নিগ্ধ সূর্য্য-জোতিঃ পড়িয়া উজ্জ্বল,
-স্নেহের-সলীলে ঢালিছে কমল !
অপূর্ব্ব মধুর- স্নিগ্ধ সমীরণে,
কিম্বা রেণু রে সুধা বরিষণে !
-বিশ্ব স্নিগ্ধ হ'ল প্রাণ ভেসে গেল !
(কি করে বলিব- কিএ-কি-যে-হ'ল !)

বিশ্ব স্নিগ্ধ-স্থির- নিস্পন্দ নীরব !

অবনীতে হ'ল স্বর্গের বৈভব!
মরুভূমে গ্রীষ্ম চির সুপ্রখর,
নদীতে বরিষা চির কলস্বর,
গগণে শরৎ, চির সুবিমল-
চন্দ্রিকা বিধৌত নীল নভ স্থল!
দূর্ব্বারণ্যে চির শোভিল নীহার,
গিরিশের চির হিমানী সঞ্চার,
নিকুঞ্জে বসন্ত চির বিরাজিত,
বসন্ত সমীরে বিশ্ব আমোদিত!
পিক কুহু কণ্ঠে,- পাপিয়া কূজনে,
শারীকা সঙ্গীতে ভ্রমর গুঞ্জনে!
অপূর্ব্ব প্রমোদে অবনী মাতিল!
—সেই বংশী ধ্বনি পুন শ্রুত হল!!

কি হ'লরে—পুন হইনু মোহিত!
এত বংশী নয়,— নয় সে সঙ্গীত!
ভুবনে অতুল্যা ভুবন মোহিনী,
অদ্ভুত-অশ্রুত কণ্ঠ-কুশলিনী-
ধ্বনি অই শুন! অই শুন ফিরে!
একি স্বপ্ন পুন দেখি নিদ্রা ঘোরে?
কি জানি কিছুই না হয় অনুভব
ধ্বনি ময় হয়ে উঠিল যে সব?

ধ্বনির তরঙ্গ পবন হিল্লোলে-
-মিশাইয়া ক্ষণে শূন্যে জলে স্থলে-
-বিকীর্ণ হইল। মনুষ্য জগতে-
-করি মুগ্ধ, ধ্বনি লাগিল ঘুরিতে।
যে দিকে যা শুনি সকলি তাহাই,
যে দিকে নিরখি দেখিবারে পাই,
-সেই জ্যোতির্ম্ময়ী- রূপসী ষোড়শী
দৈবী মূর্ত্তি! কটি- চন্দ্রকর রাশি-
-মধ্যে দাঁড়াইয়ে- স্নেহেতে মাখায়ে-
প্রসন্ন সদয়া প্রসন্না হইয়ে
-কহিছেন “কেন,— কেনরে সন্তান,
-কেন বিসর্জ্জিবে সাগরেতে প্রাণ?
কেন উদাসীন- হয়ে পথে পথে-
-কাঁদিতেছ? এস, লই হৃদয়েতে
দেখিয়াছ যাহা, দেখাব এখনি,
স্থির হও বাছা! আমিরে জননী..
রাখিব সঙ্কটে- কিসের ভাবনা—
-কিসের ঔদাস্য- কিসের যাতনা?—
-কোলে এস,!” বলি- কর প্রসারিয়া
-লইলেন কোলে বদন চুম্বিয়া!
স্নেহে গাত্রে হস্ত- বুলাইয়া ধীরে,
পুনরপি যেন অতি ধীরে ধীরে-

-বলিলেন " আহা !- মরিয়ে বাছনি !
শুকায়ে গিয়াছে,— মুখ-চন্দ্রখানি,—
-ম্লান,-ধূলি মাখা- বিবর্ণ শরীর !
কেন পুত্র ! কেন- কি জন্য অধীর ?"
অপূর্ব্ব সুখদ প্রগাঢ়-অমল-
সুগন্ধ শীতল স্পর্শ সুকোমল-
-অনুভব করি, (হারালাম জ্ঞান)
পুলকে অধৈর্য্য- শিহরিল প্রাণ !
রোমঞ্চ শরীর- বিস্মিত অন্তর !
প্রেমে গদ গদ, সুখ-অসম্বর।
কোথা যে রয়েছি- স্বর্গে-কি মর্ত্ত্যেতে,
-আকাশে পাতালে- বনে-কি-সৌধেতে
ভূধরে-সাগরে- নগরে কি মাঠে-
-কুঞ্জে-কি কুটীরে- সরোবর তটে
কন্দরে নির্ঝরে প্রান্তরে কি পথে
অশ্বে কি কুঞ্জরে শিবিরে কি রথে
কিম্বা রণক্ষেত্রে কিম্বা শ্মশানেতে
কোথা আমি তাহা -পারি না বলিতে !
অবশ ইন্দ্রিয়- অচল হৃদয় !
"অন্য""আমি"কিম্বা "আমি"অন্যময় !!
(কিছুই বুঝি না) সজ্ঞানে অজ্ঞানে-
জাগ্রতে নিদ্রাতে- সুষুপ্তি-স্বপনে ;

কি সেকি হতেছে- কি অবস্থা মোর-
-জানি না। এসব কুহকের ঘোর—
ইন্দ্র জাল নাকি? একি এ আবার!
রথ স্বর্ণ-রথ প্রকাণ্ড ব্যাপার!
অলৌকিক দৃশ্য! ঝকে ঝক্ ঝক্;
সহস্র পতাকা উড়ে, ধক্ ধক্
জ্বলে কহিন্নুর সহস্র প্রকষ্ঠে
কত মরকত জ্বলে অষ্টে পৃষ্ঠে!
ঝালড়েতে মণি ঝল মল ঝলে!
স্থির স্নিগ্ধ দ্যুতি বিদ্যুৎ বিজলে!
প্রতি দ্বারে দ্বারে পরির প্রহরী,
প্রতি প্রকষ্ঠেতে স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
অপ্সরীর দল বীণা বংশী করে
প্রস্তুত,-কেহবা কাঞ্চন ভৃঙ্গারে
লয়ে স্নিগ্ধ বারি, পারিজাত মধু-
সুধা পূর্ণ পাত্রে কেহ সুধু সুধু
কেহবা নন্দন কুসুম মঞ্জরী
বর্ষিতে প্রস্তুত; কেহ হস্তে করি
স্বর্গীয় সুরভি কুসুমের হার,
অপেক্ষা করেছে; কি জন্য কাহার?
ফিরে দেখ, দেখ, প্রশস্ত উন্নত
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কক্ষে অপূর্ব্ব সজ্জিত

রত্ন সিংহাসনে সেই দৈব মূর্ত্তি ;
(কৌমুদী কাননে কোটি চন্দ্র দ্যুতি !)
বিরচিত !] ছি ছি ! আমি মৃগ অঙ্কে
তাই বুঝি বিধু লাঞ্ছিত কলঙ্কে,
সহসা ভুবন স্বর্গীয় নিক্কণে
হ'ল মুগ্ধ শুদ্ধ- স্থির ! বিশ্ব জনে
চমৎকৃত হ'ল ; বাজিল বাঁশরী
-বাজিল মুরজা, বীণা,—মধুকরী-
গাইল সুস্বরে ! অপ্সরী নাচিল,
করতালি তালে তরঙ্গ উঠিল ;
পুষ্প বৃষ্টি ঘন, কুসুম নিশ্বাস-
অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ !- অপূর্ব্ব সুবাস !
কে কাহার কণ্ঠে- -দেয় পুষ্পহার,
কে দেখে কাহারে- সব একাকার !
আনন্দে বিভোর সুধা করে পান,
সুধা সুধা শব্দ জ্ঞান সুধা জ্ঞান।
সুধার তরঙ্গে- -ভাসে, গায় রঙ্গে,
বাজে বংশী বীণা, মুরজা মৃদঙ্গে-
একই সঙ্গীত- এক তানে লয়-
-এক তানে মান একতান ময় !!
তালে তালে নাচে- ধীন্ ধীন্ ধীন-
ধম খিটি খিটি- ধাধিন্ ধাধিন্

খিটি খিটি খিটি ধাঁখিটি ধাঁখিটি-
চম্ চম্ চম্- চমকিছে চাটি !
একতান স্বর- -লহরী গগণে-
উঠিছে মিশায়ে- সুগন্ধি পবনে !
গায় পুন গায় বিরাম কোথায় ;
পিয়ে সুধা, পুন- -মাতে, পুন গায় !

পরাধীনের প্রণয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৯

দরিদ্র বঙ্গেতে দাসত্ব ব্যবসা
বাণিজ্য শিল্পের গৌরব গেছে
গেছে অর্থ, নীতি, বিজ্ঞান কৌশল
জীবনি সামর্থ্য বাকি কি আছে ?

২০

বেড়েছে সভ্যতা উপাধির ঘটা !
রাজা রায় রায়াঁ রায় বাহাদুর,
গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্ট্যার বাঙ্গালার
এমে বিএ আদি হয়েছে প্রচুর !

২১

ডেপুটী মুন্সেফ উকীল কৌন্সেলি
নেটীব সিভিল কেরানি যত।

মাষ্টার, ডাক্তার, চাপ্রাসি পদাতি
টেলিগ্রাফ বাবু ; (গৌরব কত ?)

২২

নামে বড় ঘটা, কার্য্যেতে কাঙ্গালি,
সভ্যতা ব্যতীত দেখিনা আর।
বাক্যে বাহাদুর বক্তৃতা বাগীশ
" অন্দরে বীরত্ব !" তুষ্টন ভার !

২৩

" দাসত্বে বিকারে অমূল্য জীবন, "
বাঙ্গালি ললাটে বিধাতা বুঝি
বসি অন্ধকারে এই কাল বাক্য ;
লিখিল চখের পলক বুঁজি)

২৪

ফিরে এস নাথ ! যাইতে হবে না
কোথায় যাইবে দাসীরে ছে'ড়ে ?
কত দুঃখ স'য়ে উপবাস র'য়ে
দিনান্তে দেখিব নয়ন ভরে !

২৫

চাহিনা সম্মান,—সম্পদ, সৌভাগ্য,-
অর্থ অট্টালিকা, বিলাস রাশি,—
ভোগ তৃষ্ণা শান্তি, রত্ন অলঙ্কার,
সৌন্দর্য্য-সুসয্যাকারিণী দাসী !

২৬

দরিদ্রতা সব বৃক্ষ তলে রব,
নগরে মাগিয়া খাইব, তবু
অমূল অতুল তোমা হেন নিধি
পরের করেতে দিব না কভু!

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রত্নাবতী। (পদ্য)

রত্নাবতী প্রতিব্রতা উপখ্যান, বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী প্রণীত। শ্রীমতী ভুবন মোহিনী দেবী রত্নাবতীকে সুবেশা করিয়া দিবারজন্য আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। রত্নাবতীকে তিনি যেরূপ সুবেশা করিয়া আমার নিকট পাঠাইছেন, তাহার বেশী আমি আর কি করিব? রত্নাবতী সুশীলা, সরলা, পতি-প্রেম পরায়ণা পতির সহস্র অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া শেষে নিষ্ঠুর নব-শার্দ্দল স্বামী হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিলেন, তবু একটী কথা কহিলেন না। সরলা পাঠিকা! আপনারা রত্নাবতীর মত সতীত্ব গুণে গুণবতী হইতে পারেন। কিন্তু বলুনদেখি বিনা কারণে এত অত্যাচার অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করা কাহার সাধ্য?

আমরা জানি বেনারস নিবাসিনী ভুবনমোহিনী দেবী, স্বামী গৃহে গমন করিয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। অধিক বয়সে, স্বামীর উপদেশে, নিজের অধ্যবসায়ের ফলে তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদ্বারা তদ্রূপ প্রত্যাশা করা যায় না। ভুবন মোহিনী যে বুদ্ধিমতী, সরলা এবং পতি-প্রেম বিমুগ্ধা রমণী, তাহা তাঁহার গ্রন্থের পত্রে পত্রে প্রমাণ করা যায়। স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা রত্নাবতী হইতে কিছু তুলিয়া পাঠকদিগকে দেখাইতে পারিলাম না।

দুখ সঙ্গিনী।*

সিন্ধু হিমালয়াদি অতিক্রম করিয়া, হিন্দুদের আশা, ভরসা, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, প্রতীভা দগ্ধ করিয়া তেজঃ প্রতপ্ত ধাতু স্রোতঃ সদৃশ মুসলমান সেনা স্রোতঃ প্রবল বেগে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবাহিত হইল। অরণ্য, প্রান্তর, নদ, নদী, নগর-গৃহ, অট্টালিকাদি ভস্মীভূত করিয়া প্রবাহ সপ্তশতবর্ষ কাল উত্তার তরঙ্গে ক্রীড়া করিল। এই সপ্তশত বর্ষের মধ্যে আমরা যাহা যাহা হারাইয়াছি. তাহার আর তুলনা হয় না। সাহিত্যদর্শন. বিজ্ঞান, ইতিহাস যাহাকিছু মনুষ্য সংসারের আলোচ্য বস্তু, তৎসমস্তই দীর্ঘকাল ব্যাপী যবন বিপ্লবে ডুবিয়া গিয়াছে, আমাদের আর কিছুই নাই।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর সাভিমান সভ্যতার আলোক

---

* গীতিকাব্য পটুয়া টোলা লেন নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রী রাম নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুল্য ৸০ আনা

জ্বলিল। এ আলোক আমাদের পক্ষে বড় বিড়ম্বনার! আমরা পতঙ্গ;—পতঙ্গ হইয়া আলোকে ঝাঁপ দিলাম, আলোক সুখের নহে, আলোক স্পর্শ জ্বালাময়, অসহ্যদাহে প্রাণ দগ্ধ হইল, পতঙ্গের অনল ক্রীড়ায় যে কেমন সুখ বা কেমন দুঃখ, তাহা পতঙ্গরাই অনুভব করে।

এই সভ্যতা লোকে আমাদের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক হইতেছে,—আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে, মনে হইতেছে "আমি আছি! আমাদের আরও কিছু আছে।"

হাস্য-করুন-রৌদ্রাদি প্রাকৃতিক ছায়ানুভব কারিণী শক্তি সমূহ আমাদের যেন নিয়তি ভোগ্য সামগ্রী এবং এই সামগ্রীই মনুষ্য হৃদয়ের পরমাত্মা। প্রত্যেক মানব হৃদয় ঐ সকল শক্তি প্রণোদক উপকরণে নির্ম্মিত, মানব চির দিন ঐ শক্তির দাসত্ব করিয়া, ঐ শক্তির আরাধনা করিয়া এই সুখ দুঃখাদি বৈচিত্র্য পূর্ণ সংসারে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছে এবং ক্রীড়া করিতে করিতে সেই একই শক্তির সংঘর্ষণে হৃদয় সাগরে অহরহঃ যে তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে—তাহারই নাম ভাব! সেই তরঙ্গাভিঘাতে মনুষ্য অহরহঃ টলমল আন্দোলিত। এই আন্দোলন সর্ব্বদিন, সর্ব্বক্ষণ সকল মনুষ্যের বাক্যে, নিশ্বাসে, অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই বাক্য—নিশ্বাস—অঙ্গভঙ্গি বৈচিত্রের নামই কাব্যের অঙ্গ। ঐ অঙ্গ সমূহের একত্র সমাবেশের নাম কাব্য।—কাব্য জীবন্ত পদার্থ, জীবন্ত জীব না হইলে সেই জীবন্ত পদার্থের ঐন্দ্রিজালিক আকর্ষণ কেহ অনুভব করিতে পারে না;—উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুত্থানে আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র জাগরূক হইয়াছে। কিন্তু অন্তরাত্মার সজীবতা সম্পাদিত হয় নাই। আমাদের হৃদয় আজীবন লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক